

সহজ ভাষায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

এই ডকুমেন্টটির মূল উদ্দেশ্য হলো মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বিষয়টি সর্বস্তরের জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য করে তোলা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ পাঠ করে সহজে এবং সঠিকভাবে এর অর্থ বুঝতে পারা যায় না। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে যাদের ধারণা কম তাদের পক্ষে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন হয়। কারণ হলো, একদিকে এর ভাষা কঠিন। তাছাড়া, এখানে ট্রান্স-রেফারেন্স মিলিয়ে পড়তে হয়। অর্থাৎ আইনের ধারা, বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি, এসআরও, সাধারণ আদেশ ইত্যাদি মিলিয়ে না পড়লে পূর্ণাঙ্গ অর্থ বোধগম্য হয় না। এভাবে মিলিয়ে পড়া অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার, যা সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অধিকন্তু, ভ্যাটের বিষয়বস্তু হলো নিরস। এসকল কারণে, মূসক আইন পাঠ করে সহজে এর অর্থ বোধগম্য হয় না। তাই, সাধারণ জনগণ মূসক আইন পাঠ করতে আগ্রহী হয় না, কারণ তারা অর্থ বুঝতে পারে না বিধায় পাঠে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। অর্থ বুঝতে না পারার কারণে অনেকে আইন পরিপালন করতে পারে না। তাছাড়া, এ কারণে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশেষণ করতে থাকেন। এরফলে, জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। দেশে একটি পরিপালিত (Compliant) মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিধি-বিধান সহজীকরণ করতে হবে এবং উক্তরূপ সহজীকরণকৃত বিধি-বিধানের মর্মার্থ সকলের কাছে সহজ পদ্ধতিতে এবং সহজ ভাষায় পৌঁছে দিতে হবে। সকলে যেন একইভাবে বিষয়সমূহ বুঝতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, ভ্যাট আইনের বিষয়বস্তু পাঠকদের কাছে সহজে বোধগম্য করার জন্য ভ্যাট আইনের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় এখানে পেশ করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক ইহা পাঠ করে সহজে ভ্যাট আইনের বিভিন্ন ধারা, উপ-ধারা ইত্যাদির অর্থ বুঝতে পারবেন।

সহজে বুঝানো উদ্দেশ্য বিধায় এখানে কোন রেফারেন্স বা ফুটনোট ব্যবহার করা হয়নি। প্রথমে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা পেশ করা হয়েছে। এর পরই উহার ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিধির বিধান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও একস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে পাঠকগণের কাছে কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহও সহজে বোধগম্য হয়। আইনের ভাষা যেখানে সহজ সেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। যেখানে আইনের ভাষা সহজ নয় শুধুমাত্র সেখানেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আইনের ধারায় যে প্রধান বিষয় বর্ণিত আছে তা সহজে নজরে আনার জন্য মূল শব্দ বা শব্দসমূহ আন্ডারলাইন করে দেয়া হয়েছে। "মূসক" শব্দের পরিবর্তে এখানে "ভ্যাট" শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, "ভ্যাট" শব্দটি জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে, কখনও কখনও "মূসক" শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে শব্দের তুলনায় অর্থের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে বানানের দিকে নজর দেয়া যায়নি। পরবর্তীতে এসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা হবে ইনশাআলাহ্।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, এই কাজটি কোনো সরকারি কাজ নয়। এই ওয়েবসাইটের স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজটি সম্পাদন করেছে। তাই, ইহা কোনো সরকারি দলিল নয়। মূল আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু দৃশ্যমান হলে মূল আইনের অর্থ প্রাধান্য পাবে। মূসক আইন পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে এই কাজটি যদি কিছুটা অবদান রাখতে পারে, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। প্রিয় পাঠকগণ, অনুগ্রহ করে আপনাদের মতামত জানাবেন। E-Mail: roufcus@yahoo.com এখানে কোনো ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আপনাদের মতামত তা পরবর্তীতে সংশোধন করতে সাহায্য করবে। আর পাঠকদের সন্তুষ্টি আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

ড. মো: আব্দুর রউফ

www.vatbd.com

১

২৩.১১.২০১২

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১
(নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

(১৯৯১ সনের ২২ নং আইন)
ঢাকা, ১০ই জুলাই, ১৯৯১/২৫শে আষাঢ়, ১৩৯৮

পণ্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপের বিধানকরণকল্পে প্রণীত আইন।
যেহেতু মূল্য সংযোজন কর আরোপ করার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের—

- (ক) ধারা ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২ এবং ৭২ ২রা জুন, ১৯৯১ ইং মোতাবেক ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮ বাৎ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (খ) উপরে উল্লিখিত ধারাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ধারাসমূহ ১লা জুলাই, ১৯৯১ইং মোতাবেক ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৮ বাৎ তারিখে বলবৎ হইবে।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।— এই ধারার মাধ্যমে আইনের নাম দেয়া হয়েছে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১। আইনটি মূলত: ১ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে কার্যকর হয়েছে। কতিপয় ধারা ২ জুন, ১৯৯১ তারিখে কার্যকর হয়েছে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

- (ক) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত” অর্থ এই আইনের অধীন মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবা;
- (খ) “উৎপাদ কর” (output tax) অর্থ এই আইনের অধীন আরোপিত মূল্য সংযোজন কর;
- (গ) “উপকরণ” (input) অর্থ,
- (অ) শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যতিরেকে, সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরি রিএজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এক্সেসরিজ যে কোন গ্যাস, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
- (আ) ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্য;

(ঘ) “উপকরণ কর” (input tax) অর্থে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত বা তৎকর্তৃক অন্য কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রীত উপকরণের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানিকৃত উপকরণের উপর আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আদায়কৃত মূল্য সংযোজন করও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘঘ) বিলুপ্ত

(ঘঘঘ) “কর” অর্থ সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং ধারা ১৩-তে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপকরণের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানী শুল্ক, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও করও (আগাম আয়কর ব্যতীত) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) “কর মেয়াদ” অর্থ এক মাসের মেয়াদ অথবা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারণ করিতে পারে এইরূপ কোন মেয়াদ;

(চ) “করযোগ্য পণ্য” অর্থ প্রথম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোন পণ্য;

(ছ) “করযোগ্য সেবা” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোন সেবা;

(জ) “কমিশনার” অর্থ ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোন “কমিশনার”, মূল্য সংযোজন কর;

(ঝ) “চলতি হিসাব” অর্থ নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে কমিশনারের সহিত রক্ষিত হিসাব যাহাতে তাহার ক্রয়, বিক্রয়, ট্রেজারী জমা, প্রদেয় এবং রেয়াতযোগ্য মূল্য সংযোজন কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য করের বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকিবে;

(ঞ) “চালানপত্র” অর্থ ধারা ৩২ এর অধীন প্রদত্ত চালানপত্র;

(ঞঞ) বিলুপ্ত

(ঞঞঞ) “চীফ কমিশনার” অর্থ ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোনো “চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর” যিনি এই আইন দ্বারা কমিশনারকে প্রদত্ত অনুরূপ দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(ট) “টার্নওভার” অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট সময়ে তাহার দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;

(ঠ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত কোন তফসিল;

(ড) “দলিলপত্র” অর্থ কাগজ বা অন্য কোন পদার্থের উপর অক্ষর, অংক, সংকেত বা চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশিত বা বর্ণিত কোন বিষয় এবং যে কোন ধরনের ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত, কম্পিউটার কার্যক্রম, কম্পিউটার ফিতা (tape), কম্পিউটার ডিস্ক বা যে কোন ধরনের উপাত্ত ধারক মাধ্যম ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ডড) বিলুপ্ত

(ঢ) “দাখিলপত্র” অর্থ এই আইনের ধারা ৩৫ এর অধীন প্রদেয় দাখিলপত্র;

(ণ) “নির্ধারিত তারিখ” অর্থ

(অ) মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের ক্ষেত্রে, ধারা ৬ এর অধীন কর পরিশোধের সময়; এবং

(আ) দাখিলপত্র (return) পেশকরণের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত দাখিলপত্র পেশকরণের সময়;

(ণণ) “পণ” অর্থ পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ অথবা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য মূল্য;

- (ত) “পণ্য” অর্থ শেয়ার, ষ্টক, মুদ্রা, জানামত (security) ও আদায়যোগ্য দাবী ব্যতীত সকল প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি;
- (থ) “প্রস্তুতকারক” বা “উৎপাদক” বলিতে নিম্নোক্ত কোন কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:
- (অ) কোন পদার্থ এককভাবে অথবা অন্য কোন পদার্থ, সরঞ্জাম (materials) বা উৎপাদনের অংশবিশেষ (components) এর সহিত সংযোগ বা সম্মেলনের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদার্থ বা পণ্যে রূপান্তরকরণ বা উহাকে এইরূপে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত বা পুনরাকৃতি প্রদানকরণ যাহাতে উক্ত পদার্থ ভিন্নভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়;
- (আ) পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য কোন আনুষংগিক বা সহায়ক প্রক্রিয়া;
- (ই) মুদ্রণ, প্রকাশনা, শিলালিপি বা মিনাকরণ প্রক্রিয়া;
- (ঈ) সংযোজন, মিশ্রণ, কর্তন, তরলীকরণ, বোতলজাতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ বা পুনঃমোড়কাবদ্ধকরণ;
- (উ) কোন প্রস্তুতকারক বা উৎপাদকের দেউলিয়াত্বের ক্ষেত্রে কোন স্বত্ব-নিয়োগী বা অছি, অবসায়ক, নির্বাহক বা তত্ত্বাবধায়কের কার্য এবং এইরূপ কোন ব্যক্তির কার্য যিনি আস্থাভাজনের যোগ্যতায় তাহার পরিসম্পত্তের নিষ্পত্তি করেন;
- (ঊ) অর্থের বিনিময়ে নিজস্ব পাল্ট, মেশিনারী বা যন্ত্রপাতি দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন কাঁচামাল বা উপকরণ ব্যবহার করিয়া কোন পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনকরণ;
- (খথ) “বাণিজ্যিক আমদানিকারক” বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি তৎকর্তৃক প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য যে কোন পণ্য আমদানীপূর্বক পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন;
- (খথখ) “বাণিজ্যিক দলিল” অর্থ কোন ব্যক্তির বাণিজ্যিক লেনদেন বা তাঁহার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থাভ্রাপক কোন লেনদেন লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ বহি বা নথিপত্র বা কাগজপত্র যথা, ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার, ক্যাশ মেমো, দৈনিক ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, ক্যাশ বহি, প্রাথমিক বা জাবেদা বহি, ব্যাংক একাউন্ট ও তৎসংশ্লিষ্ট হিসাব বা নথিপত্র, রেওয়ামিল, খতিয়ান, আর্থিক বিবরণী ও বিশেষণী সমূহ, লাভ-লোকসান হিসাব, লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব, ব্যাংক হিসাব সমন্বয় ও স্থিতিপত্র এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট যে কোন দলিল;
- (খথখথ) “ব্যবসায়ী” বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি তৎকর্তৃক আমদানীকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন।
- (খথথথথ) “বিভাগীয় কর্মকর্তা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল্য সংযোজন কর বৃহৎ করদাতা ইউনিট-এর সহকারী কমিশনার পদের নিম্নে নহেন এমন পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা;
- (দ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

- (দদ) বিলুপ্ত
- (দদদ) “বিল অব এন্ট্রি” অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 2(c) তে সংজ্ঞায়িত "bill of entry";
- (দদদদ) “বিল অব এক্সপোর্ট” অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত "bill of export" ।
- (ধ) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (P.O No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত National Board of Revenue;
- (ধধ) “বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Taxpayer Unit বা LTU)” অর্থ ধারা ৮ঘ এর অধীন গঠিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট;
- (ন) “ব্যক্তি” অর্থে কোনো ব্যক্তি, নিগমিত হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী বা সমিতি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (প) “মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা” অর্থ এই আইনের ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (ফ) “শূন্য করারোপযোগ্য পণ্য বা সেবা” অর্থ রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য কোনো পণ্য বা সেবা বা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন খাদ্য বা অন্য কোন সামগ্রী যাহার উপর মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না এবং যাহার প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের উপর প্রদত্ত সকল কর ও শুল্ক (আগাম আয়কর এবং রপ্তানি পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত, কোন উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত) ফেরত প্রদেয় হইবে;
- (ফফ) বিলুপ্ত।
- (ব) “সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা” অর্থ এইরূপ কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যিনি এই আইনের অধীন কতিপয় দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ডের নিকট হইতে বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন;
- (ভ) “সর্বমোট প্রাপ্তি” অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;
- (ম) “সরবরাহ” অর্থে ধারা ১৫ ও ১৭ এর অধীনে নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত বা আমদানিকৃত সেবা বা আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের বা সেবার ক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয়, হস্তান্তর বা পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন উপায়ে উক্তরূপ পণ্যের বা সেবার নিষ্পত্তিকরণ; এবং নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—
- (অ) ব্যবসায় কার্য পরিচালনাকালে অর্জিত, প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের বা সেবার ব্যক্তিগত, ব্যবসায় সংক্রান্ত বা ব্যবসায় বহির্ভূত কার্যে ব্যবহার;
- (আ) কোন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে কোন পণ্যের বা সেবার নিলাম বা বিলিবন্দেজ;
- (ই) কোন ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলের অব্যবহিত পূর্বে তৎকর্তৃক কোন করযোগ্য পণ্যের বা সেবার দখল;
- (ঈ) পণ্যের প্রস্তুত বা উৎপাদন বা ব্যবসায়স্থল হইতে পণ্য খালাস বা অপসারণ;
- (উ) সরকার কর্তৃক, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন প্রকার লেনদেন;

- (মম) “সম্মাননাপত্র” অর্থ ধারা ৩৬ক এর অধীন কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল্য সংযোজন কর সম্মাননাপত্র;
- (য) “স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়” অর্থ রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর-এর কার্যালয়, মূল্য সংযোজন কর বৃহৎ করদাতা ইউনিট-এর আওতাধীন রাজস্ব কর্মকর্তা-এর অধীনে ন্যস্ত যেকোনো শাখা এবং বোর্ড কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্যকোনো কার্যালয়;
- (র) “স্পেশাল জজ” অর্থ “Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর section 3 এর sub-section (1) এর অধীন নিযুক্ত Special Judge;
- (ল) “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রাধীন সমুদ্র অঞ্চলসহ উহার ভৌগোলিক সীমা রেখার বাহিরে কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ; এবং
- (শ) “রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য” বলিয়া অর্থে নিম্নবর্ণিত পণ্য বা সেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ-
- (অ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগ বা সরবরাহের জন্য অভিপ্রেত নয় এইরূপ পণ্য বা সেবা উৎপাদনে, ব্যবস্থাপনায়, পরিবহনে বা বিপণনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো বা অন্য কোন বস্তু যা বিদেশী মুদ্রায় বিনিয়োগ বা সরাসরি বিদেশ হইতে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ করা হয় এবং পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় অন্য যে কোন সেবা; এবং
- (আ) কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় কর আরোপ না করার সুনির্দিষ্ট শর্তে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা।

২। সংজ্ঞা।— যে কোনো আইনের প্রথমদিকে সংজ্ঞাসমূহ বর্ণিত থাকে। একটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে একটি আইন প্রণীত হয়। উক্ত ক্ষেত্রের প্রচলিত বিষয়সমূহ আইনের আঙ্গিকে সংজ্ঞায়িত করতে হয়। তা না হলে কোনো একটি বিষয় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম বুঝতে পারে। ভ্যাট আইনেও ভ্যাটের আওতায় মূল বিষয়সমূহ ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নিম্নে উহা আলোচিত হলো।

(ক) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত” অর্থ যে সকল পণ্য ও সেবা মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই। মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত পণ্যসমূহ ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। প্রথম তফসিল এই বইয়ের শেষদিকে সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় তফসিলে যে সকল সেবা বর্ণিত আছে সেসকল সেবা ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাছাড়া, একটি মূল অব্যাহতি প্রজ্ঞাপন আছে, যা প্রতি বছর হালনাগাদ করা হয়। বর্তমান প্রজ্ঞাপন নং-১৮০-আইন/২০১২/৬৩৮-মুসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২। উক্ত প্রজ্ঞাপনে ৫টি টেবিল আছে। উক্ত টেবিলে বর্ণিত পণ্যসমূহ বিভিন্নস্তরে (আমদানি, উৎপাদন, ব্যবসায়ী) ও সেবাসমূহ ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। প্রজ্ঞাপনটি এই বইয়ের শেষাংশে দেয়া আছে। তাছাড়া, আরো কতকগুলো প্রজ্ঞাপন রয়েছে, যার মাধ্যমে কিছু পণ্য ও সেবাকে ভ্যাট হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যে সকল পণ্য ও সেবাকে ভ্যাট হতে অব্যাহতি দেয়া হয়নি, সে সকল পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে।

(খ) “উৎপাদ কর” অর্থ মূল্য সংযোজন কর।

(গ) “উপকরণ”। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় ‘উপকরণ’ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে উপকরণ কর রেয়াতের বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝা যায়। সঠিকভাবে রেয়াত গ্রহণ করতে পারা ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অন্যতম কাজ। রেয়াত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে

ভ্যাটদাতা এবং ভ্যাট কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক সময় বিরোধের সৃষ্টি হয়। তাই, উপকরণ এবং উপকরণ কর রেয়াত সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বিষয়ে ভ্যাটের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। উপকরণ কর রেয়াত হলো মূসক ব্যবস্থার প্রাণ। মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবি আঁকার মাধ্যমে আমি উপকরণ সম্পর্কে ধারণা দেবো। আপনি মনে মনে একটি ফ্যাক্টরীর পরিবেশ কল্পনা করুন। আপনার কল্পিত ফ্যাক্টরীটি যে ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে ভূমি উপকরণ নয়। অর্থাৎ ভূমি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। উক্ত ফ্যাক্টরীতে রয়েছে অনেকগুলো দালানকোঠা। এসকল দালানকোঠা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এই ফ্যাক্টরীর ভিতরে যে জনবল কাজ করে - চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে পিওন, দারোয়ান পর্যন্ত; তারা এই ফ্যাক্টরীর উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এই ফ্যাক্টরীর ভিতরে যে সকল অফিস যন্ত্রপাতি রয়েছে; যেমন: কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এই ফ্যাক্টরীর মালিকানায় যে সকল যানবাহন রয়েছে, তা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এক কথায় বলতে গেলে ভূমি, ইমারত, শ্রম, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন উপকরণ নয়। উপকরণ নয় বিধায় এগুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি কোন ভ্যাট পরিশোধ করা হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না।

কি কি উপকরণ নয় তা আমরা জানতে পেরেছি। উক্ত বিষয়গুলোর বাইরে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি ব্যবহার্য সবকিছু উপকরণ হিসেবে বিবেচ্য, যদি না ধারা ৯ এর নেগেটিভ লিস্টে উল্লেখ থাকে। উপকরণ কি তাও আমরা মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবি এঁকে বুঝার চেষ্টা করবো। এবার আপনি আবার ঐ ফ্যাক্টরীর পরিবেশ কল্পনা করুন। ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে উৎপাদনের জন্য যে যন্ত্র রয়েছে তা উপকরণ। উৎপাদনের মূল যন্ত্রকে আমরা মূলধনী যন্ত্র বলে থাকি। ইংরেজিতে বলা হয় Capital Machinery. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক অনুবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত একটি এসআরও রয়েছে, যেখানে মূলধনী যন্ত্রপাতির তালিকা দেয়া আছে। বর্তমান এসআরও নং ১৫৭-আইন/২০১২/২৩৮৫/কাস্টমস, তারিখ ৭ জুন, ২০১২। মূলধনী যন্ত্রপাতির কোন স্পেয়ার পার্টস অর্থাৎ খুচরা যন্ত্রাংশ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই মূল যন্ত্রের সাহায্যে কোন পণ্য উৎপাদন করা হয়। পণ্য উৎপাদন করতে কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে যে কাঁচামাল প্রবেশ করানো হয় তা উপকরণ। এই যন্ত্র চালাতে যে বিদ্যুৎ বা গ্যাস বা ফারনেস অয়েল বা অন্য কোনো জ্বালানী ব্যবহার করা হয়, তা উপকরণ। এভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতির মধ্যে কাঁচামাল প্রবেশ করিয়ে, যন্ত্রটি চালনা করে উৎপাদিত পণ্য পাওয়া যায়। উৎপাদিত পণ্য প্যাকেটজাত করার জন্য যে প্যাকেট ব্যবহার করা হয়, তা উপকরণ। আর এই উৎপাদন ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় এবং এর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কাজে যে সকল সেবা ব্যবহার করা হয়, তা উপকরণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে ক্যাপিট্যাল মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল, জ্বালানী, মোড়ক ও সকল সেবা হলো উপকরণ।

কি কি উপকরণ এবং কি কি উপকরণ নয় সে সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা হয়েছে। এখন আমরা "যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ" এবং "অফিস যন্ত্রপাতি" এই দুটি টার্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করবো। "যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ" হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মূল যন্ত্রপাতি এবং এর খুচরা যন্ত্রাংশ। ইংরেজিতে বলা হয় Capital Machinery and Spare Parts। এগুলো উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। আর "অফিস যন্ত্রপাতি" হলো অফিসের মধ্যে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। যেমন: কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলে Office Equipments. এগুলো উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয় না।

ব্যবসায়ীর উপকরণ:

ব্যবসায়ী যে পণ্য ক্রয় করে তা তার উপকরণ। ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে, এর ওপর মূল্য সংযোজন করে বিক্রি করেন। তিনি উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করার সময় যে ভ্যাট প্রদান করেছেন তা রেয়াত নিতে পারবেন। আর তিনি পণ্য বিক্রির সময় ভ্যাট পরিশোধ করবেন। ভ্যাট ব্যবস্থায় 'ব্যবসায়ী' বলতে আমরা কি বুঝি তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যিনি পণ্য ক্রয় করে, এই পণ্যের কোনো পরিবর্তন না করে বিক্রি করেন তিনি ব্যবসায়ী। পণ্যের ওপর কোনো কাজ করা হলে, তা যত ছোট কাজই হোক না কেন উক্ত কাজ আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং উক্ত কাজ সম্পাদনকারী উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(ঘ) "উপকরণ কর" অর্থ উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর এবং এটিভি। আশা করি, আমরা বুঝতে পেরেছি যে, উপকরণ কাকে বলে। উপকরণ ক্রয় করার সময় যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে সে ভ্যাটকে "উপকরণ কর" বলে। ধরা যাক, একটি সাবান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সাবান তৈরির উপকরণ কস্টিক সোডা আমদানি করেছে। কস্টিক সোডা আমদানির সময় কাস্টম হাউসে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়েছে। কস্টিক সোডার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে সে ভ্যাট হলো উপকরণ কর। বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে বর্তমানে ৪ শতাংশ হারে Advance Tradv VAT (ATV) আদায় করা হয়। এই এটিভি উপকরণ কর। উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায়।

(ঘঘ) বিলুপ্ত।

(ঘঘঘ) "কর" শব্দটির অর্থ আমাদের বুঝতে হবে দুটি প্রেক্ষিত থেকে। প্রথমত: কোন পণ্য বিক্রি করার সময় বা সেবা প্রদান করার সময় যে ভ্যাট বা সম্পূরক শুল্ক প্রদান করতে হয় তাকে ভ্যাট আইনে আমরা "কর" বলি। ধরা যাক, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লি: প্রতিষ্ঠানটি সাবান উৎপাদন করে বিক্রি করার সময় ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করে। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় "কর" বলতে প্রথমত: আমরা এই ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্কে বুঝবো। দ্বিতীয়ত: কোনো পণ্য রপ্তানি করলে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না। অধিকন্তু, উক্ত পণ্য উৎপাদন করতে যে উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে, সে সকল উপকরণের ওপর যে ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর অন্তর্ভুক্ত আছে তা সরকার রপ্তানিকারককে প্রত্যর্পণ (Drawback) প্রদান করে থাকে। আগাম আয়কর (Advance Income Tax) সরকার প্রত্যর্পণ প্রদান করে না। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে এ সকল শুল্ক-করাদিকে আমরা "কর" বলে বুঝে থাকি। আমাদের ভ্যাট আইনে "কর" বলতে আমরা এই দুটি বিষয় বুঝবো।

(ঙ) "কর মেয়াদ" বলতে আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সাধারণত: প্রতি ইংরেজি মাস বুঝানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর মেয়াদ হলো প্রতি ইংরেজি মাস। প্রতি কর মেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র (Return) দাখিল করতে হয়। তবে, প্রজ্ঞাপন নং-১৯০-আইন/২০১২/৬৪৮-মূসক, তারিখ: ৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে কয়েকটি ক্ষেত্রে কর মেয়াদ তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত ক্ষেত্রসমূহ হলো ইট, বাণিজ্যিক আমদানিকারক, শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান, ইন্ডেন্টিং সংস্থা, নির্মাণ সংস্থা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম, ইজারাদার এবং যোগানদার। এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রতি তিন মাস পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র দাখিল করবে। অর্থাৎ এপ্রিল ১৫, জুলাই ১৫, অক্টোবর ১৫ এবং জানুয়ারী ১৫ তারিখের মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে।

(চ) "করযোগ্য পণ্য" হলো ঐ সকল পণ্য যা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। অর্থাৎ প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য, মূল অব্যাহতি প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পণ্য এবং অন্যান্য অব্যাহতি প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে সকল পণ্যের ওপর থেকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সে সকল পণ্য ছাড়া অন্যান্য সকল পণ্য হলো "করযোগ্য পণ্য"।

(ছ) "করযোগ্য সেবা" হলো ঐ সকল সেবা যা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। অর্থাৎ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সেবা, মূল অব্যাহতি প্রজ্ঞাপনের 'টেবিল-৪' এ উল্লিখিত সেবা এবং অন্যান্য অব্যাহতি প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে সকল সেবার ওপর থেকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সে সকল সেবা ছাড়া অন্যান্য সকল সেবা হলো "করযোগ্য সেবা"।

(জ) "কমিশনার" হলো ভ্যাট বিভাগের কমিশনার। বর্তমানে ১২ টি ভ্যাট কমিশনারেট রয়েছে যেখানে ১২ জন ভ্যাট কমিশনার পদস্থ আছেন। ১২টি কমিশনারেট হলো: ঢাকা (উত্তর), ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা (পশ্চিম), চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, খুলনা এবং বৃহৎ করদারা ইউনিট (মুসক)। তাছাড়া, কমিশনারের সমান পদমর্যাদার আরো কয়েকজন মহাপরিচালক এবং কমিশনার (আপীল) পদস্থ আছেন।

(ঝ) "চলতি হিসাব" হলো একটি রেজিস্টার। অনেকেই "চলতি হিসাব" বিষয়টি কোনো ব্যাংক হিসাব অর্থে বুঝে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোনো ব্যাংক হিসাব নয়। "মুসক-১৮" ফরমের ফরম্যাটে এই রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হয়। এই পুস্তকের ফরম অংশে উক্ত ফরমটি দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। সকল উৎপাদকের জন্য "চলতি হিসাব" রেজিস্টার সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। সেবা প্রদানকারীও ইচ্ছা করলে "চলতি হিসাব" রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে পারেন। তবে, যে সকল সেবা প্রদানকারী রেয়াত নেন, তাদেরকে অবশ্যই "চলতি হিসাব" রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা প্রদান করে, চলতি হিসাব রেজিস্টারে ব্যালান্স রাখতে হয়। পণ্য ও সেবা সরবরাহ দিলে এই ব্যালান্স থেকে বিয়োগ করে ভ্যাট প্রদান করতে হয়। "চলতি হিসাব" রেজিস্টারে আরো কতিপয় বিষয় নিয়মিত এন্ট্রি দিতে হয়; যেমন: রেয়াত, সমন্বয় ইত্যাদি।

(ঞ) "চালানপত্র" হলো ভ্যাট ব্যবস্থার ক্যাশমেমো। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কয়েকটি চালানপত্রের ফরম্যাট রয়েছে। যথা: "মুসক-১১" "মুসক-১১ক" "মুসক-১১গ" এবং "মুসক-১১ঘ"। ফরম্যাটগুলো ফরমস অংশে সন্নিবেশ করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "মুসক-১১" চালানপত্র ব্যবহার করতে হয়। কোনো ব্যবসায়ী যখন অনিবন্ধিত ব্যক্তির কাছে পণ্য বিক্রি করেন তখন "মুসক-১১ক" ফরমে চালানপত্র ইস্যু করার বিধান রয়েছে। "মুসক-১১ক" চালানপত্রের বিপরীতে রেয়াত নেয়া যায় না। আসলে অনিবন্ধিত ব্যক্তি রেয়াত নিতে পারে না। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, পণ্যের মূল স্বত্বাধিকারী "মুসক-১১গ" চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের কাছে পাঠিয়ে থাকেন। এই চালানপত্রের আর কোনো ব্যবহার নেই। "মুসক-১১ঘ" ফরমে চালানপত্র ইস্যু করেন আইন পরামর্শক, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, কোচিং সেন্টার এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। উলেখ্য, মুসক চালানপত্র তিন প্রস্থে দ্বিমুখী কার্বন বিশিষ্ট কাগজে প্রস্তুত করতে হয়। চালানপত্রে কাটা-কাটি ঘঁষামাজা, ফুইডের ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে এরূপ চালানপত্র বাতিল করে নতুন চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। আরো উলেখ্য যে, কম্পিউটারের মাধ্যমেও চালানপত্র ইস্যু করার বিধান আছে। তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। আরো উলেখ্য যে, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চালানকে ভ্যাট চালান হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন: ইসিআর চালান; তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড; জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিমিটেড; পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড; মেঘনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড; যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড; ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; ডেসা ও আরইবিসহ অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণকারী

কর্তৃক ব্যবহৃত নিজস্ব রসিদ বা চালান। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর রসিদ বা চালানপত্র। টিএন্ডটি বোর্ড, মেসার্স সেবা টেলিকম (প্রা:) লিমিটেড এবং ওয়াসার বিল। বিমা কোম্পানী, ব্যাংক এবং মেসার্স ডিএইচএল কর্তৃক প্রদত্ত রসিদ বা চালান। অডিট এন্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্ম কর্তৃক ইস্যুকৃত রসিদ বা চালানপত্র। শীতাতপ যন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস এবং লঞ্চ সার্ভিস এর টিকেট। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেল/মোটেল বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র। তবে, এসব ক্ষেত্রে বিল, রসিদ, চালান, টিকেট বা প্রত্যয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর, তারিখ, ইস্যুকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর; সেবা গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); সরবরাহ মূল্য, মূল্য সংযোজন কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে।

(এ৩এ৩) বিলুপ্ত।

(এ৩এ৩এ) "চীফ কমিশনার" হলো কমিশনারের ওপরে একটি পদ। ২০১১ সালের অর্থ আইনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইনে "চীফ কমিশনার" পদ সৃষ্ট করা হলেও ইহা এখনো কার্যকর হয়নি। অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাস্টম হাউস এবং ভ্যাট কমিশনারেটসমূহে "চীফ কমিশনার" নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজনে উক্ত পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে।

(ট) "টার্নওভার" হলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে, পণ্য বা সেবা থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ। যেমন: বলা যায় যে, একটি ফ্যাঙ্ক্টরীর জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ৩ মাসের টার্নওভার হলো ১২ কোটি ৩৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবার বিক্রয় মূল্যকে "টার্নওভার" হিসেবে ধরা হয় - উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নয়। সিএ ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত অডিটের ক্ষেত্রে টার্নওভারের হিসাব একটু পৃথক। তাই, কোনো প্রতিষ্ঠানের সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্টের টার্নওভারের সাথে ভ্যাট দাখিলপত্রে প্রদর্শিত টার্নওভারের পরিমাণে প্রায়শ:ই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় "টার্নওভার কর" বলে আর একটি বিষয় আছে - যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

(ঠ) "তফসিল" অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সাথে সংযুক্ত কোনো তফসিল। এই আইনে ৩টি তফসিল রয়েছে। প্রথম তফসিল হলো মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের তালিকা। দ্বিতীয় তফসিল হলো মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবার তালিকা। তৃতীয় তফসিল হলো সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবার তালিকা। তফসিলগুলো এই পুস্তকের শেষাংশে সন্নিবেশিত আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। প্রতিটি আইনেই সাধারণত: তফসিল থাকে। কোনো আইন যে বিষয়ের ওপর প্রণীত হয়, সে বিষয়ে কোনো তালিকা দেয়ার প্রয়োজন হলে তা তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(ড) "দলিলপত্র" অর্থ কোনো লিখিত কাগজপত্র বা অন্য কোনো বস্তু, ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত, কম্পিউটার ফিটা, ডিস্ক বা অন্য যে কোনো উপাত্ত ধারক মাধ্যম। "দলিলপত্র" বলতে আমরা সাধারণত: কাগজপত্র বুঝে থাকি। কিন্তু আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কাগজপত্র ছাড়াও অন্য যে কোন পদার্থের ওপর অক্ষর, অংক, সংকেত বা চিহ্নের সাহায্যে কোন কিছু প্রকাশ করা বা লেখা হলে তা "দলিলপত্র" হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন: কোন প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কোন দিক-নির্দেশক ফলক। "দলিলপত্র" এবং "বাণিজ্যিক দলিল" এ দুটি সংজ্ঞার মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের কাগজপত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য বা অবস্থা বোধগম্য হয় এমন সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবিষয়টি না বুঝার কারণে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ভ্যাট কর্মকর্তাগণ কোন কাগজপত্র আটক করতে গেলে উহা ভ্যাট সংক্রান্ত নয় বলে উহার মালিক উহা আটক করতে দিতে চান না। তিনি মনে করেন যে, ভ্যাট কর্মকর্তাগণ শুধুমাত্র ভ্যাট সংক্রান্ত কাগজপত্র আটক করতে পারেন।

উপরের বর্ণনানুসারে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ভ্যাট কর্মকর্তাগণ "দলিলপত্র" এবং "বাণিজ্যিক দলিল" এর আওতায় সংজ্ঞায়িত সকল কিছু আটক করতে পারবেন।

(ডড) বিলুপ্ত।

(ঢ) "দাখিলপত্র" হলো কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র জ্ঞাপক একটি দলিল। প্রতি কর মেয়াদ শেষে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে "মূসক-১৯" ফরমে ভ্যাট সার্কেল অফিসে দাখিলপত্র দাখিল করতে হয়। ১৫ তারিখ সরকারী ছুটি হলে ১৪ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হয়। কর মেয়াদ সাধারণত: এক মাস। তবে, কতিপয় ক্ষেত্রে কর মেয়াদ তিন মাস নির্ধারণ করা আছে যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। দাখিলপত্র কোন প্রতিষ্ঠানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দাখিলপত্র পূরণ করার পদ্ধতি পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

(ণ) "নির্ধারিত তারিখ" অর্থ কর পরিশোধের সময় বা দাখিলপত্র দাখিল করার সময়। কর পরিশোধের সময় হলো: যখন চালানপত্র ইস্যু করা হয়; যখন পণ্য বা সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়। যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে যা সর্বাত্মে ঘটে সে সময়। এই সময়ে কর পরিশোধ করতে হবে। আর দাখিলপত্র দাখিলের সময় হলো কর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। ১৫ তারিখে ছুটি থাকলে ১৪ তারিখ পর্যন্ত। এর মধ্যে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে। সাধারণত: ভ্যাটদাতাগণ দাখিলপত্র পেশ করার সময়সীমার শেষের দিকে অর্থাৎ ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের দিকে দাখিলপত্র পেশ করতে আসেন। এতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই, উক্ত সময়সীমার প্রথমদিকে অর্থাৎ ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করা উত্তম।

(ণণ) "পণ" অর্থ পণ্য বা সেবার সর্বমোট মূল্য। "পণ" শব্দটির অর্থ অনেকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন না। কোন পণ্য বিক্রি বা সেবা প্রদানের বিনিময়ে সর্বমোট যে অর্থ পাওয়া যায় তাই হলো "পণ"। অর্থাৎ "পণ" থেকে কোন কিছু বাদ যাবে না। অনেকে মনে করেন যে, কমিশন, চার্জ, মূল্যহ্রাস ইত্যাদি পণ থেকে বাদ যাবে। তা সঠিক নয়। তবে, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে মূল্যহ্রাস "পণ" থেকে বাদ দেয়া যায় যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। "পণ" এবং "সর্বমোট প্রাপ্তি" একই ধরনের সংজ্ঞা। "সর্বমোট প্রাপ্তি" সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। "সর্বমোট প্রাপ্তি"র ক্ষেত্রেও কমিশন, চার্জ, ফি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ত) "পণ্য" অর্থ সকল প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি। তবে, শেয়ার, স্টক, মুদ্রা, জামানত ও আদায়যোগ্য দাবি পণ্যের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। ভ্যাট আইনে 'পণ' এবং 'পণ্য' দুটি আলাদা শব্দ। অনেকে 'পণ' শব্দটিকে 'পণ্য' মনে করে ভুল করে থাকেন।

(থ) "প্রস্তুতকারক" বা "উৎপাদক" শব্দ দুটি ভ্যাট আইনে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের ভ্যাট আইনে প্রস্তুত করা বা উৎপাদন করা এর বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রস্তুত করা বা উৎপাদন করার সাথে ব্যবসা করার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। ব্যবসায়ীর কাজ হলো কোনো পণ্য কিনে, এর ওপর কোনো রকম কাজ না করে বিক্রি করা। যেমন: খ্রিঙ্গ বাজার শ্যাম্পু ক্রয় করে এনে আবার বিক্রি করে দেয়। অন্যদিকে, কোনো পণ্য কিনে, তার ওপর কোনো কাজ করলেই তা উৎপাদন বা প্রস্তুত করা হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন: ড্রামে ভর্তি নারিকেল তেল কিনে এনে একটু সুগন্ধি মিশিয়ে ছোট ছোট বোতলে ভরে বিক্রি করা।

নিম্নের কার্যক্রমসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত বা উৎপাদন কার্যক্রম বলা হয়:

- একাধিক উপাদান একত্রে সংযোজন করা, সম্মিলন করা।
- পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য কোনো কাজ করা। যেমন: শুধু একটি কাভার লাগানো।
- মুদ্রণ করা, প্রকাশনা করা, শিলালিপি করা, মিনা করা।

- মিশ্রণ করা অর্থাৎ দুটি পাউডার জাতীয় পদার্থ একত্রে মিশিয়ে বিক্রি করা; কর্তন করা অর্থাৎ বড় শীট আকারে কোন কিছু কিনে এনে কেটে কেটে বিক্রি করা; তরলীকরণ করা অর্থাৎ কোন কঠিন দ্রব্য তরল করে বিক্রি করা; বোতলজাত করা অর্থাৎ কোন তরল পদার্থ বোতলজাত করে বিক্রি করা; মোড়কাবদ্ধ করা অর্থাৎ খোলা অবস্থায় কোন পণ্য কিনে মোড়কজাত করে বিক্রি করা; পুনঃমোড়কাবদ্ধ করা অর্থাৎ কোন বড় মোড়কে পণ্য কিনে পুনরায় ছোট মোড়কে মোড়কজাত করে বিক্রি করা। এ সকল কার্যক্রম প্রস্তুত বা উৎপাদন কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত। উৎপাদন বা প্রস্তুত কার্যক্রম আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে ভ্যাট ব্যবস্থায় "ব্যবসায়ী" শব্দের অর্থ জানা দরকার। যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

(থথ) "বাণিজ্যিক আমদানিকারক" অর্থ যিনি পণ্য আমদানি করে আবার বিক্রি করে দেন। তবে, তিনি এই পণ্যের ওপর কোনো কাজ করেন না। অর্থাৎ তিনি পণ্যের আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত কোনো পরিবর্তন করেন না। বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং ব্যবসায়ী একই ধরনের কাজ করেন। বাণিজ্যিক আমদানিকারক পণ্য আমদানি করে, উক্ত পণ্যের আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করে বিক্রি করেন। অর্থাৎ আমদানি করার পর উক্ত পণ্যের ওপর আর কোন কাজ করা হয় না। আর ব্যবসায়ী কোন পণ্য উৎপাদকের নিকট থেকে বা আমদানিকারকের নিকট থেকে বা অন্য কোন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রয় করেন। তিনিও একইভাবে উক্ত পণ্যের ওপর কোন কাজ না করে বিক্রি করেন। বাণিজ্যিক আমদানিকারক বা ব্যবসায়ী যদি আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর সামান্য কোন কাজ (পূর্বের সংজ্ঞায় বিধৃত কাজসহ) করে বিক্রি করেন, তাহলে এই কাজ উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তিনি একজন উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উৎপাদন সংক্রান্ত ভ্যাটের যাবতীয় নিয়ম-কানুন তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(থথথ) "বাণিজ্যিক দলিল"। বাণিজ্যিক দলিলের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইতোপূর্বে "দলিলপত্র" আলোচনা করার সময় "বাণিজ্যিক দলিল" বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নথিপত্র বাণিজ্যিক দলিলের আওতায় পড়ে। কোনো ব্যক্তির বাণিজ্যিক লেন-দেন বা ব্যবসায়ের অবস্থাজ্ঞাপক যে কোনো বিষয় বাণিজ্যিক দলিলের আওতাধীন। এর মধ্যে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে:

- হিসাবরক্ষণ বহি বা নথিপত্র বা কাগজপত্র;
- ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার, ক্যাশমেমো, দৈনিক ক্রয়-বিক্রয় হিসাব;
- ক্যাশ বহি, প্রাথমিক বা জাবেদা বহি, ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ও এ সংক্রান্ত হিসাব ও নথিপত্র;
- রেওয়ামিল, খতিয়ান, আর্থিক বিবরণী ও বিশেষণীসমূহ, লাভ-লোকসান হিসাব;
- ব্যাংক হিসাব ও স্থিতিপত্র, নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং অন্যান্য যে কোনো দলিল।

(থথথথ) "ব্যবসায়ী" অর্থ যে ব্যক্তি কোনো পণ্য আমদানি করে অথবা স্থানীয় কোন উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রয় করে, উক্ত পণ্যের কোনোরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করে বিক্রি করেন। অর্থাৎ তিনি ক্রয় করা পণ্যের ওপর কোনো কাজ না করে বিক্রি করেন। কোনো কাজ করলে তিনি আর ব্যবসায়ী থাকবেন না, তখন তিনি হবেন উৎপাদক বা প্রস্তুতকারক।

(থথথথথ) "বিভাগীয় কর্মকর্তা" অর্থ হলো যিনি মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। সাধারণত: সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনারকে বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব দেয়া হয়। কয়েকটি সার্কেল নিয়ে একটি বিভাগীয় অফিস গঠিত হয়। কয়েকটি বিভাগ নিয়ে একটি কমিশনারেট অফিস গঠিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশের ভ্যাট প্রশাসনে ১২টি কমিশনারেট, ৮৪ টি বিভাগ এবং ২৪৬ টি সার্কেল অফিস রয়েছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় "বিভাগীয় কর্মকর্তা"

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন প্রদান করেন, নিবন্ধন প্রয়োজনে বাতিল করেন, তিনি পণ্য বা সেবার মূল্য অনুমোদন করেন, নিজ ক্ষমতাসীম মূল্যমানের মামলার ন্যায়-নির্ণয়ন (বিচার) করেন এবং আরো নানাবিধ কাজ তিনি সম্পাদন করেন।

(দ) "বিধি" অর্থ হলো মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় প্রণীত বিধি। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৭২ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর বিধি প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সাধারণত: আইনের মধ্যে এমন বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো সচরাচর পরিবর্তন হয় না। আইনে কোন সংশোধন, পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র জাতীয় সংসদ। বিধিতে সেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যা সচরাচর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ আইনেই উক্ত আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ওপর বিধি প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া আছে। আইনে সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয় না। তাই, বিধিতে বিষয়সমূহ অধিকতর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়।

(দদ) বিলুপ্ত।

(দদদ) "বিল অব এন্ট্রি"। আমদানি করা পণ্য খালাস করতে হলে, আমদানি স্টেশনে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়, তাকে 'বিল অব এন্ট্রি' বলে। 'বিল অব এন্ট্রি'র সাথে আরো কতিপয় প্রয়োজনীয় দলিল সংযুক্ত করতে হয়।

(দদদদ) "বিল অব এক্সপোর্ট"। কোনো পণ্য রপ্তানি করতে হলে রপ্তানি বন্দরে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়, তাকে 'বিল অব এক্সপোর্ট' বলে। 'বিল অব এক্সপোর্ট' এর সাথে আরো কতিপয় প্রয়োজনীয় দলিল সংযুক্ত করতে হয়।

(ধ) "বোর্ড" অর্থ হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। মূল্য সংযোজন কর আইনে "বোর্ড" শব্দটি প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। আবার, উক্ত আইনে "সরকার" শব্দটিও বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইনে "বোর্ড" যেসকল কাজ করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেসকল কাজ করতে হলে বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। উক্ত আইনে "সরকার" যেসকল কাজ করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেসকল কাজ করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হয়।

(ধধ) "বৃহৎ করদাতা ইউনিট" (Large Taxpayer Unit) বা LTU:

এলটিইউ হলো একটি ভ্যাট কমিশনারেট অফিস। ইহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পশ্চিম দিকে ২য় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবনের ৭ম তলায় অবস্থিত। আমাদের দেশের ভ্যাট প্রশাসনে যে ১২টি ভ্যাট কমিশনারেট রয়েছে তন্মধ্যে এলটিইউ-এর গুরুত্ব সর্বাধিক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্কের সিংহভাগ এলটিইউ কমিশনারেটের আওতাসীম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে আদায় করা হয়। দেশের সকল বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয় এই অফিস হতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে বর্তমানে ১৬৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লি., গ্রামীণ ফোন লি., তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি., ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানী লি., ইউনিলিভার বাংলাদেশ লি., লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট অন্যতম। এলটিইউ কমিশনারেটে সার্কেল, বিভাগ এবং কমিশনারেট একই দপ্তরে, একই ভবনে অবস্থিত। তাই, এখান থেকে ভ্যাটদাতাগণ সহজে তাদের সকল কাজ সমাধা করতে পারেন।

(ন) "ব্যক্তি" শব্দটি ভ্যাট আইনে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ ভ্যাট আইনে "ব্যক্তি"র আওতাসীম।

- কোনো ব্যক্তি (individual person);
- কোনো কোম্পানী বা সমিতি (incorporated হোক বা না হোক);
- অংশীদারী কারবার, ফার্ম;
- সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

• এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, পরামর্শক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
ভ্যাট আইনে "ব্যক্তি" শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে এই পুস্তকেও "ব্যক্তি" শব্দটি বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। ভ্যাট আইনে "ব্যক্তি" বলতে শুধুমাত্র কোন individual বা personকে বুঝানো হয় না। বরং কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয় যিনি ভ্যাট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম করেন বা যেখানে কোন ভ্যাট সংক্রান্ত কাজকর্ম করা হয়।

(প) "মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা" অর্থ হলেন সে কর্মকর্তা যে কর্মকর্তাকে এই আইনের আওতায় মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-২০ অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই নিয়োগ প্রদান করে থাকে।

(ফ) "শূন্য করারোপযোগ্য পণ্য বা সেবা"। যে সকল পণ্য বা সেবা রপ্তানি করা হয়েছে বা রপ্তানিকৃত বলে বিবেচনা করা হয়েছে সে সকল পণ্য বা সেবার ওপর শূন্য হারে ভ্যাট আরোপিত হবে। অর্থাৎ রপ্তানির ওপর ভ্যাট নেই। "মূসক-১১" চালানপত্রে ভ্যাটের পরিমাণ "শূন্য" লিখতে হবে। বিদেশগামী কোনো যানবাহনে দেশের বাইরে ভোগ বা ব্যবহারের জন্য কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে তা একইভাবে রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে। এসকল রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাটের হার হবে শূন্য। আরো উল্লেখ্য যে, এসকল পণ্য বা সেবা প্রস্তুতে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সে সকল উপকরণের ওপর যে শুল্ক-কর পরিশোধ করা হয়েছে তা সরকার ফেরৎ প্রদান করবে। তবে, অগ্রীম আয়কর এবং গ্যাসের ওপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক ফেরৎ দেয়ার বিধান নেই। দেশ থেকে রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্যে রপ্তানির ওপর ভ্যাটের হার শূন্য করা হয়েছে।

(ফফ) বিলুপ্ত।

(ব) "সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা" অর্থ এই আইনের অধীন কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য যে কর্মকর্তাকে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

(ভ) "সর্বমোট প্রাপ্তি" অর্থ সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত ভ্যাট ব্যতীত সমুদয় অর্থ। কমিশন বা অন্য কোনো চার্জ সর্বমোট প্রাপ্তির আওতাভুক্ত হবে। যেমন: অনেক সময় দেখা যায় যে, রেস্টোরাঁতে খেতে গেলে বিলের সাথে সার্ভিস চার্জ যোগ করা হয়। এই সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে। অর্থাৎ সার্ভিস চার্জ সর্বমোট প্রাপ্তির অংশ। বিলের সাথে সার্ভিস চার্জ যোগ করে তার ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে।

(ম) "সরবরাহ"। ভ্যাট ব্যবস্থায় 'সরবরাহ' শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। এর সাধারণ অর্থ হলো মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা। বিশেষ অর্থে কোনো পণ্য বা সেবা নিজে ব্যবহার করলে, বা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করলে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করলে তা সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এর ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র মূল্য গ্রহণ করে বিক্রি করলেই তা সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং উক্ত সরবরাহের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে তা নয়। এমন কতকগুলো ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মূল্য গ্রহণ না করে প্রদান করলেও উহা সরবরাহ বলে বিবেচিত হবে এবং উক্তরূপ প্রদানের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

(মম) "সম্মাননাপত্র" অর্থ মূসকদাতাদের জন্য সম্মাননাপত্র (Honor Card)। ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এরূপ সম্মাননাপত্র প্রদানের জন্য অর্থ আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইনে ধারা ৩৬ক সন্নিবেশ করা হয়। বিগত মূসক দিবসে (১০ জুলাই, ২০১২) বিশিষ্ট ভ্যাটদাতাদের মধ্যে সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

(য) "স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়" অর্থ হলো ভ্যাট সার্কেল অফিস। সার্কেল অফিসের দায়িত্বে থাকেন রাজস্ব কর্মকর্তা। পূর্বে তাদের সুপারিনটেনডেন্ট বলা হতো। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় সার্কেল অফিস হলো মাঠ পর্যায়ের সর্বপ্রথম প্রশাসনিক দপ্তর। যদিও সার্কেল অফিসকে কয়েকটি রেঞ্জ

ভাগ করা হয় এবং সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদেরকে রেঞ্জসমূহের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাগণ সার্কেল অফিস থেকেই নিজ নিজ রেঞ্জের অধীন ভ্যাট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাই, রেঞ্জ কোন আলাদা দপ্তর নয়। কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করার জন্য বিভাজন মাত্র। ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বপ্রথম ভ্যাট সার্কেল অফিসে যোগাযোগ করা আবশ্যিক।

(র) "স্পেশাল জজ" ভ্যাট ব্যবস্থায় কিছু মামলার বিচার করতে পারেন। সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কর্মকর্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি নিয়ে যদি কোন মামলা স্পেশাল জজের নিকট প্রেরণ করেন, তাহলে স্পেশাল জজ উক্ত মামলার বিচার করতে পারেন। ধারা ৩৭, ৩৭ক এবং ৩৭খ-তে এবিষয়টি আরো স্পষ্টিকরণ করা হবে।

(ল) "রপ্তানি" অর্থ হলো বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা। United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) অনুসারে তটরেখা (Baseline) থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রসীমা পর্যন্ত কোন দেশের সার্বভৌম এলাকা। সে হিসেবে রপ্তানি হতে হলে উক্ত ১২ নটিক্যাল মাইলের বাইরে প্রেরণ করতে হবে। এই হিসাবে আমরা বিদেশগামী জাহাজে যে খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রাংশ, জ্বালানী ইত্যাদি সরবরাহ করি তা রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয়।

(শ) "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" পণ্য বা সেবা হলো ঐ সকল পণ্য বা সেবা যা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা দরপত্রের বিপরীতে কোনো শতভাগ রপ্তানিকারী প্রকৃত রপ্তানিকারককে সরবরাহ দেয়া হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে মূল্য পাওয়া গেছে এবং উক্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এ ধরনের রপ্তানিকে প্রচলিত রপ্তানিও বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় Deemed Export. এ ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিতব্য পণ্য বা সেবা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে প্রেরণ করা হয় না। দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে প্রকৃত রপ্তানিকারকের কাছে সরবরাহ প্রদান করা হয় এবং প্রকারান্তরে প্রকৃত রপ্তানিকারক কর্তৃক উক্ত পণ্য বা সেবা রপ্তানি হয়ে যায়। তবে, শর্ত হলো ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা দরপত্রের বিপরীতে উক্ত সরবরাহ প্রদান করতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প-প্রতিষ্ঠান ধরা যাক শার্ট রপ্তানি করার জন্য নেদারল্যান্ড থেকে রপ্তানি ঋণপত্র পেয়েছে। শার্ট তৈরীর জন্য তাকে কাপড় কিনতে হবে। দেশের অভ্যন্তরের কোন সরবরাহকারীর নিকট থেকে তিনি কাপড় কিনতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি তার মূল রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খুলে দেশের অভ্যন্তরের সরবরাহকারীকে প্রদান করবেন। দেশের অভ্যন্তরের সরবরাহকারী উক্ত ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শতভাগ রপ্তানিকারকের কাছে কাপড় সরবরাহ করবেন। শতভাগ রপ্তানিকারক উক্ত কাপড় ব্যবহার করে শার্ট তৈরী করে নেদারল্যান্ডে রপ্তানি করবেন। শতভাগ রপ্তানিকারক নেদারল্যান্ড থেকে তার রপ্তানিকৃত শার্টের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পাওয়ার পর উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে অভ্যন্তরীণ কাপড় সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করবেন। এখানে অভ্যন্তরীণ কাপড় সরবরাহকারী হলেন প্রচলিত রপ্তানিকারক। তিনি তার কাপড় বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে রপ্তানি করেননি; তিনি দেশের অভ্যন্তরে শতভাগ রপ্তানিকারকের নিকট কাপড় সরবরাহ দিয়েছেন। কিন্তু উক্ত কাপড় শতভাগ রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রকারান্তরে রপ্তানি হয়ে গেছে। এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহকারী বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেয়েছেন।

২ক। আইনের প্রাধান্য।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

২ক। আইনের প্রাধান্য।— অন্য কোনো আইন, বিধান, চুক্তি ইত্যাদিতে যা কিছুই থাকুক না কেনো ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ে মূসক আইনের বিধান প্রাধান্য পাবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, অন্য কোনো চুক্তি বা আইনে ভ্যাট মওকুফ করে দেয়া হয়। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত থাকে না। উক্ত চুক্তি বা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদিতে ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর সংক্রান্ত কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। বা যদি কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সে বিধান প্রাধান্য পাবে না। বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সাধারণত: যে সকল আইন ও বিধি-বিধানে ভ্যাট, আয়কর, কাস্টমস ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান থাকে; সে সকল আইন, বিধি-বিধান চূড়ান্ত করার পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৩। মূল্য সংযোজন কর আরোপ।— (১) প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্যসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত সকল পণ্য এবং উক্ত তফসিলে উল্লিখিত পণ্যসমূহ ব্যতীত সকল পণ্যের সরবরাহের উপর এবং দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সেবাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত বা বাংলাদেশে প্রদত্ত সকল সেবার উপর ধারা ৫ এ বর্ণিত মূল্যের ভিত্তিতে পনের শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও প্রদেয় হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত পণ্য বা সেবার উপর শূন্য হারে কর আরোপিত হইবে; যথা:

(ক) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য কোন পণ্য বা সেবা;

(কক) বিলুপ্ত

(খ) Customs Act, 1969 (IV of 1969), অতঃপর Customs Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 24 মোতাবেক বাংলাদেশ হইতে বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী;

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত পণ্যের বা সেবার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না, যথা :-

(অ) বাংলাদেশে পুনঃআমদানিকৃত বা পুনঃআমদানির জন্য অভিপ্রেত কোন পণ্য বা সেবা;

(আ) Customs Act এর section 131 মোতাবেক রপ্তানির জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু রপ্তানি চালান (bill of export) দাখিলের ৩০ দিন বা কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বর্ধিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি হয় নাই, এইরূপ কোন পণ্য বা সেবা।

(৩) মূল্য সংযোজন কর প্রদান করিবেন,—

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, আমদানী পর্যায়ে আমদানীকারক;

(খ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে, প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন পর্যায়ে সরবরাহকারী;

(গ) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, সেবা প্রদানকারী; এবং

(ঘ) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহির হইতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, সেবা গ্রহণকারী; এবং

(ঙ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী ও সেবাগ্রহণকারী।

(৩ক) বিলুপ্ত

(৪) এই ধারার অধীন মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন আমদানিকৃত বা সরবরাহকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস (Classification) এর ক্ষেত্রে Customs Act এর অধীন উক্ত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

(ক) যে কোন করযোগ্য পণ্য বা পণ্য শ্রেণীকে করযোগ্য সেবা এবং যে কোন করযোগ্য সেবাকে করযোগ্য পণ্য হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে; এবং

(খ) করযোগ্য যে কোন সেবার, পরিধি নির্ধারণের লক্ষ্যে, ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

৩। মূল্য সংযোজন কর আরোপ।— (১) যে সকল পণ্য ও সেবা ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সে সকল পণ্য ও সেবা ছাড়া অন্যান্য সকল পণ্য ও সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। পণ্যের ওপর থেকে ভ্যাট আদায়ের জন্য ভ্যাটের পর্যায় বা স্তর হলো ৩ (তিন)টি; যথা: (১) আমদানি পর্যায়; (২) উৎপাদন পর্যায়; এবং (৩) ব্যবসায়ী পর্যায়। এই তিনটি পর্যায়েই ভ্যাটযোগ্য পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট ধার্য ও প্রদেয় হবে। আমদানিকৃত সেবা এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রদত্ত সেবার ওপরও একইভাবে ভ্যাট ধার্য ও প্রদেয় হবে। ভ্যাট আরোপ করার জন্য ভিত্তিমূল্য কি হবে তা ধারা ৫ এ আলোচনা করা হবে।

(২) যে সকল পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে বা রপ্তানি করা হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে সে সকল পণ্যের ওপর ভ্যাটের হার হবে শূন্য শতাংশ অর্থাৎ কোন ভ্যাট আরোপিত হবে না। বাংলাদেশ হতে বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাংলাদেশের বাইরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানি বলে গণ্য হবে বিধায় এরূপক্ষেত্রে কোন ভ্যাট আরোপিত হবে না। তবে, কোন পণ্য বা সেবা যদি রপ্তানি করা হয় এবং উহা পুনরায় আমদানি করা হবে মর্মে জানা যায় তাহলে উক্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভ্যাটমুক্ত সুবিধা পাবে না।

(৩) মূল্য সংযোজন কর কে প্রদান অর্থাৎ পরিশোধ করবেন তা এই উপ-ধারায় বিধৃত আছে।

(ক) আমদানি পর্যায়ে আমদানিকারক;

(খ) পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদক বা সরবরাহকারী; উৎপাদন করার পর তিনি যখন বিক্রি করবেন অর্থাৎ সরবরাহ প্রদান করবেন তখন তিনি প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবেন;

(গ) সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী;

(ঘ) সেবা যদি আমদানি করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান করবেন সেবা গ্রহণকারী; কারণ, সেবা বিদেশ থেকে অথবা বিদেশ থেকে এসে প্রদান করা হয়; এরূপক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার ব্যাংক যখন সেবার মূল্য পরিশোধ করবে তখন প্রযোজ্য ভ্যাট কর্তন করবে;

(ঙ) অন্যান্য ক্ষেত্রে সরবরাহকারী ও সেবা গ্রহণকারী। আর একটি অভ্যন্তরীণ সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করেন। সেবাটি হলো: স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী। যা আমরা সহজ ভাষায় বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট বলে বুঝে থাকি। বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাটের ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী অর্থাৎ সেবা গ্রহণকারী ভ্যাট পরিশোধ করে থাকেন।

(৪) পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসরণকৃত পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতির নাম হলো Harmonized Commodity Description and Coding System. সংক্ষেপে HS System. আমদানিকৃত পণ্য গুণায়নের সময় মূলত: এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ভ্যাট আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও যদি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস করার প্রয়োজন হয়, তাহলে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(৫) বোর্ড প্রয়োজন হলে যে কোনো পণ্যকে সেবা হিসেবে এবং যে কোনো সেবাকে পণ্য হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। এই বিধানবলে মোবাইলের সীম, ফার্গিচার, মিষ্টি ইত্যাদি মূলত: পণ্য

হলেও আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উহা সেবা হিসেবে ঘোষিত/বিবেচিত। তবে, কোন সেবাকে এখনও পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। সেবার পরিধি নির্ধারণ করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠা নং ৫৬৯ থেকে ৫৮১ পর্যন্ত দেখুন। অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ ব্যতীত সকল সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। তাই, সেবার পরিধি নির্ধারণ করা একটি বিচ্যুতি (Distortion)। কিন্তু সেবা একটি বিমূর্ত ধারণা। অনেক সময় কোন একটি সেবাকে বিভিন্ন নামের অধীনে বিন্যস্ত করা যায়। এরফলে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। তাই, সেবার পরিধি নির্ধারণ করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যাতে কোন একটি সেবাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ না থাকে।

৪। করহার প্রয়োগ।— (১) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করের হার হইবে, উক্ত পণ্য বা সেবার উপর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়ে যে হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হয় সেই হার।

(২) করযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন করের হার হইবে Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 30 এর অধীন নির্ধারিত তারিখে যেই হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হয় সেই হার।

(৩) করযোগ্য সেবা আমদানির ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন করের হার হইবে, উক্ত সেবার মূল্য পরিশোধের সময়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন করের হার।

৪। করহার প্রয়োগ।— (১) স্থানীয়ভাবে পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় ভ্যাট আরোপের জন্য কোন সময়ের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে তা একটি বিবেচনার বিষয়। ধারা ৬-এ এবিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোন সময়ের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে তা একটি বিবেচনার বিষয়। বিধান হলো, উক্ত পণ্য চালান খালাস নেয়ার জন্য যে তারিখে বিল-অব-এন্ট্রি দাখিল করা হয়েছে, সেই তারিখের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে। পণ্য চালান যখনই খালাস হোক না কেন বিল-অব-এন্ট্রি দাখিলের তারিখের শুদ্ধ-করের হার এবং একই তারিখের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার প্রযোজ্য হয়।

(৩) সেবা আমদানির ক্ষেত্রে কোন সময়ের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে তা একটি বিবেচনার বিষয়। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাটের যে হার থাকবে সে হার প্রযোজ্য হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক মেসার্স জামান এন্ড ব্রাদার্স বিস্কুট ফ্যাক্টরী লি: একটি বিস্কুট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জার্মানী থেকে কনসালটেঙ্গী সেবা আমদানি করেছে। অর্থাৎ জার্মানী থেকে কনসালট্যান্ট এসে তার ফ্যাক্টরীতে বসে কনসালটেঙ্গী সেবা প্রদান করেছেন। সেবা প্রদান করে কনসালট্যান্ট আবার জার্মানীতে ফিরে গেছেন। এখন ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাট কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। মূল্য পরিশোধের সময় মূল্য সংযোজন করের যে হার প্রযোজ্য থাকে সে হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

৫। মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য নিরূপণ।— (১) পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যেই মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে তাহা নিরূপণ করা হইবে Customs Act এর Section 25 অথবা section 25A এর অধীন আমদানি শুদ্ধ আরোপনীয় মূল্যের সহিত আমদানি শুদ্ধ এবং সম্পূরক শুদ্ধসহ অন্যান্য শুদ্ধ ও কর (যদি কিছু থাকে), আগাম আয়কর ব্যতীত, যোগ করিয়া।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে যেই মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে তাহা হইবে, উক্ত পণ্যের প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্য পণ্য, যাহাতে প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণ মূল্য, যাবতীয় ব্যয় ও তৎকর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদত্ত কমিশন, চার্জ, ফি ও সম্পূরক শুল্কসহ সকল শুল্ক ও কর (মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত) এবং মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

শর্ত থাকে যে, কোন ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্দিষ্ট পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর সরবরাহের ক্ষেত্রে বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি নিরূপণের উদ্দেশ্যে উক্ত পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর মূল্য সংযোজনের হার এবং পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

(২ক) কোন নিবন্ধিত উৎপাদক কর্তৃক চুক্তির ভিত্তিতে অন্য কোন নিবন্ধিত উৎপাদকের ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বোর্ড, বিধি দ্বারা উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২খ) কোন উৎপাদনকারী বা আমদানীকারক পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত আকারে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করিতে চাহিলে উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে এবং আমদানীকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সমুদয় কর পরিশোধ সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা সরবরাহ করিতে পারিবে।

(২গ) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কোন পণ্য বা সেবার মূল্য স্থিতিশীল রাখার অভিপ্রায়ে সরকারি কোন দপ্তর বা অপর কোন সংস্থার মাধ্যমে উক্ত পণ্য বা সেবার একক মূল্য নির্ধারণ করিলে উক্ত নির্ধারিত মূল্য হইতে পশ্চাদগণনার মাধ্যমে (back calculation) উৎপাদন বা সেবা প্রদান স্তরে প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) যে পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হইবে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তাহা স্থির করিতে পারিবে এবং মূল্য সংযোজন কর আরোপের ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের খুচরা মূল্য হইবে উহার প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, নির্ধারিত সেই মূল্য যাহাতে সকল প্রকার ব্যয়, কমিশন, চার্জ, শুল্ক ও কর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং উক্ত পণ্যে বিশেষ ছাপ (brand) বা চিহ্ন যুক্ত করিয়া উহা যেই মূল্যে (যাহা উক্ত পণ্যের গায়ে বা উহার প্রতিটি মোড়ক, খলিয়া বা কোষে সুস্পষ্ট, লক্ষ্যণীয় ও অনপনীয়ভাবে মুদ্রিত করা হয়) সাধারণ ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় হইবে।

(৪) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হইবে সর্বমোট প্রাপ্তির উপর:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে বোর্ড, আদেশ দ্বারা, প্রকৃত মূল্য সংযোজনের অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করিতে পারিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সেবা প্রদানকারী বিনামূল্যে সেবা প্রদান করিলেও সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সেবার উপর ন্যূনতম মূল্য সংযোজন কর ধার্য করিতে পারিবে।

(৪ক) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, কোন নির্দিষ্ট কর মেয়াদে উক্ত ব্যবসায়ীর সরবরাহ বাবদ প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত মোট মূল্য, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরূপিত হইবে, এর ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা যাইবে।

(৫) যেই পণ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য বাটা (trade discount) প্রদান করা হয় সেই পণ্যের ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হইবে বাণিজ্য বাটা প্রদানের পর যেই মূল্যে উহা সরবরাহ করা হয় সেই মূল্যের উপর:

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্য বাটা প্রদানের পর যেই মূল্যে উক্ত পণ্য সরবরাহ করা হয় উহা চালানপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রদত্ত বাণিজ্য বাটার পরিমাণ সাধারণ ব্যবসায় রীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে।

(৬) বিলুপ্ত।

(৭) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বোর্ড, জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনা ও যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্বক সন্তুষ্ট হয় যে কোন করযোগ্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর, বা ক্ষেত্রমতে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ধার্য করার নিমিত্তে উহার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা সমীচীন তাহা হইলে বোর্ড সরকারী গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা উক্ত করযোগ্য পণ্য বা সেবার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫। মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য নিরূপণ।— পণ্য বা সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর ধার্য করতে হলে পণ্য বা সেবার ভিত্তিমূল্য প্রয়োজন হয় - যে ভিত্তিমূল্যের ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হয়। ভ্যাট আরোপ করার জন্য পণ্য বা সেবার ভিত্তিমূল্য নিরূপণ করা ভ্যাট ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদেরও দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভিত্তিমূল্য নির্ধারণের জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যা আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতি। আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থায় ভিত্তিমূল্য নিরূপণের জন্য আইনে একটি দিক-নির্দেশনা দিয়ে দেয়া হয়। উক্ত দিক-নির্দেশনার ভিত্তিতে ভ্যাটদাতাগণ ভিত্তিমূল্য নিরূপণকরত: মূলত: মূল্য সংযোজনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করেন। হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা ভালো হলে এতেই ভ্যাট আদায় হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। যারা অসৎ তারা সহজেই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবর্তন করে ভ্যাট এবং অন্যান্য কর ফাঁকি দিতে পারেন। তাই, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য ও সেবার ভিত্তিমূল্য নিরূপণের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে। নিম্নে উহা আলোচিত হলো।

(১) আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আরোপের জন্য মূল্যভিত্তি নিরূপণ: আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট, এআইটি, এটিভি ইত্যাদি শুল্ক-কর আদায় করা হয়। এজন্য প্রথমেই আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য শুল্ক ব্যবস্থাপনায় বিস্তারিত বিধি-বিধান রয়েছে। উক্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার পর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নিরূপণ করা হয়। এর পদ্ধতি বই-এর শেষাংশে সন্নিবেশিত হলো। পৃষ্ঠা নং ৬৩১-৬৩২ দেখুন। শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের ভিত্তিতে শুল্ক-করাদি আদায়ের জন্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়। আমদানি পর্যায়ে পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের সাথে প্রথমে আমদানি শুল্ক যোগ করতে হবে। তারপর সম্পূরক শুল্ক যদি থাকে যোগ করতে হবে। রেগুলেটরী ডিউটি (আরডি) থাকলে তা যোগ করতে হয়। এভাবে যে মূল্য পাওয়া যায় ভ্যাট আরোপের জন্য তা হলো ভিত্তিমূল্য। উক্ত ভিত্তিমূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। নিম্নে গাণিতিকভাবে উহা প্রকাশ করা হলো:

(শুল্কায়নযোগ্য মূল্য + আমদানি শুল্ক ২০% + সম্পূরক শুল্ক ৩০% + রেগুলেটরী ডিউটি ৫%) =

. X ভ্যাটের হার ১৫% = ভ্যাট।

(টাকা ১০,০০০.০০ + ২,০০০.০০ + ৩,৬০০.০০ + ৫০০.০০) = ১৬,১০০.০০ X ১৫% = ২,৪১৫.০০ টাকা ভ্যাট।

উলেখ্য, আমদানি পর্যায়ে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, ঢাকা কাস্টম হাউস, আইসিডি কাস্টম হাউস ও বেনাপোল কাস্টম হাউসে কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে এ সকল হিসাব সম্পাদন করে থাকে। তাই, আমদানিকারকদের এসকল হিসাব জানার প্রয়োজন হয় না।

(২) পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপের জন্য মূল্যভিত্তি নিরূপণ: কোন উৎপাদক কর্তৃক পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করতে হলে পণ্যটি যদি ভ্যাটযোগ্য হয় তাহলে ভ্যাট আরোপের জন্য উক্ত পণ্যের মূল্যভিত্তি নিরূপণের প্রয়োজন হয়। ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করেন। মূল্য ঘোষণা অনুমোদনের বিস্তারিত বিষয় পরবর্তীতে আলোচিত হবে। উৎপাদক উক্ত পণ্য বিক্রি করার সময় অনুমোদিত মূল্যভিত্তির ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করে প্রদেয় ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। এখানে মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে উক্ত পণ্য প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের মূল্য, অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়, প্রদত্ত কমিশন (যদি বিক্রির সময় কোন কমিশন দেয়া হয়), চার্জ, ফি, সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে), আবগারী শুল্ক এবং মুনাফা। মনে রাখতে হবে যে, ভ্যাট, অগ্রীম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) এবং অগ্রীম আয়কর (এআইটি) এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ উক্ত পণ্যের উপকরণ আমদানি করা হলে আমদানি পর্যায়ে যে ভ্যাট, এটিভি এবং এআইটি পরিশোধ করা হয়েছে তা উৎপাদন পর্যায়ে মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। উক্ত উপকরণ যদি স্থানীয় কোন উৎপাদকের নিকট হতে বা স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে ক্রয় করার সময় যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তা উৎপাদন পর্যায়ে মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

শর্ত: উপ-ধারা (১) এ আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে কিভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা বিধৃত হয়েছে। উপ-ধারা (২) এ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে কিভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা বিধৃত হয়েছে। উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশে ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কিভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় তা বিধৃত হয়েছে। উলেখ্য, পণ্যের ক্ষেত্রে এই তিন পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত হয়; যথা: (১) আমদানি পর্যায়; (২) উৎপাদন পর্যায়; এবং (৩) ব্যবসায়ী পর্যায়। ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আদায় পদ্ধতির ওপর এই বইএ একটি আলাদা অধ্যায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠা নং ৫৯৫ থেকে ৬০০ দেখুন। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে ব্যবসায়ী ৩ (তিন) ধরনের হয়; যথা: (১) স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাট পদ্ধতির ব্যবসায়ী; (২) চার (৪) শতাংশ ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ী; এবং (৩) প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা দোকানদার। উক্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এই শর্তাংশে মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে। উলেখ্য, দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবসায়ীগণ ক্রয় মূল্যের ওপর ২৬.৬৭ শতাংশ মূল্য সংযোজন করবেন। তারা সংযোজিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ অর্থাৎ সর্বমোট মূল্যের ওপর ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তৃতীয় ধরনের ব্যবসায়ীগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ প্যাকেজ ভ্যাট প্রদান করবেন। বিভিন্ন শহরভেদে ছোট ছোট দোকানদারদের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ প্যাকেজ ভ্যাট নির্ধারিত আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং ৫৯৫ থেকে ৬০০ দেখুন।

(২ক) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণ।

চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?

আলোচনার প্রারম্ভেই আমাদের জানা দরকার যে, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বলতে কি বুঝায়? অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো ব্র্যান্ডনেমযুক্ত পণ্য উক্ত পণ্যের স্বত্বাধিকারী যে পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বাজারে চাহিদা রয়েছে। পণ্যের স্বত্বাধিকারী তখন অন্য কোনো উৎপাদনকারীর নিকট থেকে তার এই ব্র্যান্ডনেমযুক্ত পণ্যটি উৎপাদন করিয়ে নেন। পণ্যের স্বত্বাধিকারী চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিতে উলেখ থাকে যে, প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারীকে কত টাকা প্রদান করা হবে।

চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৫ এর উপ-ধারা (২ক) এ বলা আছে যে, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধি প্রণয়ন করে মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। সে অনুসারে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১খ) ও (১গ), বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৩গ) ও (৩ঘ), বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৭) এবং বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১খ)-তে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথমে পণ্যের স্বত্বাধিকারী চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবেন। চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য চুক্তিভিত্তিক উৎপাদককে কত টাকা প্রদান করা হবে। পণ্যের স্বত্বাধিকারী তার ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। তিনি এমনভাবে মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন যেন তিনি নিজেই পণ্যটির উৎপাদনকারী। উক্ত পণ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পণ্যের স্বত্বাধিকারী চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। "মূসক-১১গ" ফরমে উপকরণ পাঠাতে হবে। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক চুক্তি অনুযায়ী প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য যে মূল্য গ্রহণ করবেন, সে মূল্য অনুযায়ী তিনি তাঁর ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। তিনি উক্ত উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করবেন। চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদক অতিরিক্ত কোনো উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। যদি পণ্যের স্বত্বাধিকারী প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সরবরাহ না করেন। চুক্তিতে ইহা উল্লেখ থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক তার মূল্য ঘোষণায় ইহা উল্লেখ করবেন এবং তিনি উক্ত উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্য প্রস্তুতের পর "মূসক-১১" ফরম ব্যবহার করে পণ্যের স্বত্বাধিকারীর নিকট উক্ত পণ্য পাঠিয়ে দেবেন। পণ্যের স্বত্বাধিকারী স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উক্ত পণ্য বিক্রয় করবেন। উল্লেখ্য যে, পণ্যের স্বত্বাধিকারী চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট প্রদত্ত সকল ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। আরো উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ে অনেক সময় চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের অঙ্গন থেকে পণ্য সরবরাহ দেয়া হয় যা বিধিসম্মত নয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বিভিন্ন কারণে পণ্যের স্বত্বাধিকারী এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় কিছু পণ্য উৎপাদন করার পর আর অবশিষ্ট পণ্য উৎপাদন করা হয় না। তখন প্রেরিত উপকরণ ফেরৎ আনার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়টি ভ্যাট আইন ও বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাই, এরূপ প্রয়োজনে ভ্যাট সার্কেল অফিসকে অবহিত করে "মূসক-১১গ" ফরম ব্যবহার করে উক্ত উপকরণ পণ্যের স্বত্বাধিকারীর নিকট ফেরৎ পাঠানো যেতে পারে। পণ্য উৎপাদন করার পর যদি কোন বর্জ্য (Waste) বা উপজাত (By-Product) অবশিষ্ট থাকে, তা ভ্যাট বিধিমালার বিধি (৪১ক) অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ওপর পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হবে।

(২খ) অভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণ: প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত আকারে সারা দেশে একই মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা যাবে। এই পদ্ধতিকে অভিন্ন মূল্য পদ্ধতি বলে। কোনো উৎপাদক বা আমদানিকারক যদি সারাদেশে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে চান, তাহলে তাকে বোর্ডে আবেদন করতে হবে। বোর্ড অনুমোদন দিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে উক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন। তিনি

খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে পর্যন্ত মূল্য পণ্যমূল্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন। এখানে খুচরা পর্যায়ে পর্যন্ত মুসক পরিশোধ করে পণ্য সরবরাহ করতে হবে। আর কোথাও কোনো মুসক পরিশোধ করতে হবে না।

অভিন্ন মূল্য বলতে কি বুঝায়?

আমাদের জানা দরকার যে, অভিন্ন মূল্য বলতে কি বুঝায়? অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো পণ্যের আমদানিকারক বা উৎপাদক সারাদেশে একই মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে চান। অনেক আমদানিকারক বা উৎপাদকের নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা দেশে পণ্য বিক্রি করে থাকে। তারা সারাদেশে একই মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে চান। এ ধরনের বিক্রেতাদের জন্য অভিন্ন মূল্যে বিক্রয় পদ্ধতি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ের ভ্যাট, উৎপাদন বা সরবরাহ পর্যায়ে একবারে পরিশোধ করা হয়। তাই, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে আর কোন ভ্যাট পরিশোধ করার প্রয়োজন হয় না। এ পদ্ধতিতে ভ্যাট পরিশোধের সুবিধা নিতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন নিতে হয়। তাছাড়া, পণ্যের গায়ে, ধারকে বা প্যাকেটে পণ্যের অভিন্ন বিক্রয় মূল্য মুদ্রিত থাকতে হয়। ভ্যাট সংক্রান্ত সকল পরিপালন (Compliance) উৎপাদনস্থল বা মূল সরবরাহস্থল হতে সম্পাদন করা হয় বিধায় তা বিক্রেতার জন্যে সুবিধাজনক। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি নামে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় আরো একটি পদ্ধতি চালু আছে। তা প্রায় অভিন্ন মূল্যে বিক্রয় পদ্ধতির মতই। তবে, কিছুটা পার্থক্য রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

অভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রয় পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৫ এর উপ-ধারা (২খ) এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালায় বিধি ৩খ-তে অভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত পদ্ধতি বিধৃত আছে যা নিম্নে আলোচিত হলো:

(১) অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে আগ্রহী আমদানিকারক বা উৎপাদক বিভাগীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করবেন। আবেদনের সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করবেন যে, ঘোষিত অভিন্ন মূল্য পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটের দৃশ্যমান স্থানে অনপনীয় কালিতে মুদ্রিত থাকবে। এবং দেশের সর্বত্র উক্ত অভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রি করা হবে। অঙ্গীকারনামার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের পাশে বা নিচে বা ওপরে "মুসক পরিশোধিত" বা প্রয়োজনে "VAT Paid" মুদ্রণ সংবলিত পণ্যের নমুনা দাখিল করতে হবে।

(২) অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে আগ্রহী আমদানিকারক বা উৎপাদক বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। মূল্য ঘোষণার ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ের ঘোষণা এবং পণ্যের চূড়ান্ত সরবরাহ পর্যায়ের যাবতীয় ব্যয়, মুনাফা ও কমিশন পৃথকভাবে 'মুসক-১' বা ক্ষেত্রমত "মুসক-১খ" ফরমে উল্লেখ করতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর প্রয়োজনে সংশোধন সাপেক্ষে তাঁর মতামতসহ আবেদনকারীর আবেদন প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও পণ্যের নমুনা সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অনুমোদন করলে বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা

উক্তরূপে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করে দেবেন। উক্ত তারিখ থেকে আবেদনকারী অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ প্রদান করবেন।

(৪) সরবরাহস্থল হতে "মুসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করে এবং সমুদয় ভ্যাট (ব্যবসায়ী স্তর পর্যন্ত) পরিশোধ করে পণ্য সরবরাহ প্রদান করতে হবে। নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্য বিক্রি করার সময় "মুসক-১১" চালানে "উৎসে সমুদয় মুসক পরিশোধিত" মর্মে সীল দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে হবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা যায়। কিন্তু অভিন্ন মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পরিবেশক, ডিলার ও এজেন্ট কর্তৃক পণ্য বিক্রি করা যাবে। অভিন্ন মূল্য একটি ব্যবসা-বান্ধব এবং কর-বান্ধব পদ্ধতি। এখানে বিক্রেতা বিভিন্ন স্থানে সকল হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা, ভ্যাট প্রদান করা, দাখিলপত্র দাখিল করা ইত্যাদি ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। আবার, সরকার উৎপাদন, সরবরাহ, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ের ভ্যাট পেয়ে যায়। তবে, এ পর্যন্ত খুব বেশি সংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়নি। অভিন্ন মূল্য স্ট্যাভার্ড ভ্যাট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়। ইহা স্ট্যাভার্ড ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিচ্যুতি (Distortion)। স্ট্যাভার্ড ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য সরবরাহের সকল পর্যায়ে উপকরণ কর রেয়াত ব্যবস্থা (Input tax credit mechanism) কার্যকর থাকে। এবং সকল পর্যায়ে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করতে হয়। ভ্যাট প্রবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হলেও ভ্যাট ব্যবস্থার বিকাশের জন্য এ ধরনের পদ্ধতি উপযোগী নয়।

(২গ) সরকার নির্ধারিত মূল্যের ক্ষেত্রে ভ্যাটযোগ্য মূল্য নির্ধারণ:

সরকার অনেক সময় কোনো পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনে পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। এবং কোনো সরকারী দপ্তর বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে উক্ত পণ্য দেশব্যাপী বিপণন করে থাকে। এ ধরনের পণ্যের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট আরোপের জন্য পশ্চাদগণনা পদ্ধতি (Back Calculation Method) অবলম্বন করতে হবে। এ ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণার স্বাভাবিক পদ্ধতি রাখা হয়নি। এর কারণ হলো, সরকার যে পরিমাণ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয় তা অনেক সময় বাজার ব্যবস্থায় বিক্রয়যোগ্য মূল্য থেকে কম। সাধারণের নাগালের মধ্যে ক্রয়মূল্য রাখার জন্য সরকার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। স্বাভাবিক মূল্য ঘোষণার মাধ্যমে ভ্যাটযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে মূল্য বেশি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চাদগণনা পদ্ধতিতে ভ্যাটযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সরকার অনেক সময় টিসিবি-এর মাধ্যমে এভাবে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। এ পর্যায়ে পশ্চাদগণনা পদ্ধতি কি তা জানা দরকার।

পশ্চাদগণনা পদ্ধতি বলতে কি বুঝায়?

পশ্চাদগণনা পদ্ধতি হলো, আমদানি পর্যায়ে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং ঞ্জায়নযোগ্য মূল্য নিরূপণের জন্য একটি অন্যতম পদ্ধতি। আমদানি পর্যায়ে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য ৬ (ছয়)টি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এ সকল পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। GAAT Valuation Rules এর আওতায় এই পদ্ধতিসমূহ প্রণীত। আমদানি পর্যায়ে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য এই

পদ্ধতিসমূহ এক এক করে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। উক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পশ্চাদগণনা পদ্ধতিতে কোনো পণ্যের বাজারে বিক্রয়মূল্য থেকে পশ্চাদগণনার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে উক্ত পণ্যের মূল্য উপনীত হতে হয়। বাজার থেকে পণ্য কিনে এনে ক্রয়মূল্যের ওপর এভাবে পশ্চাদগণনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উক্ত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যত ধরনের খরচ, শুল্ক-করাদি অন্তর্ভুক্ত আছে তা সব ক্রমে ক্রমে বিয়োগ করা হয়। যেমন: পরিবহন খরচ, শুল্ক, অন্যান্য ব্যয় ইত্যাদি। বাজারে বিক্রয়মূল্য থেকে সকল প্রকার খরচ, শুল্ক-করাদি বিয়োগ করার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সে মূল্যকে পণ্যের মূল্য হিসেবে বিবেচনা করে, উক্ত মূল্যের ভিত্তিতে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ণয় করা হয় এবং শুল্ক-করাদির হার প্রয়োগ করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে যখন ভ্যাট আরোপের ক্ষেত্রে পশ্চাদগণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তখন সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকে ক্রমে ক্রমে উক্তরূপে সকল ব্যয় বিয়োগ করা হয়। সকল ব্যয় বলতে উৎপাদন পর্যায়ে ব্যয়; যেমন: পরিবহন ব্যয়, ফ্যাক্টরীতে নানা ধরনের ব্যয় ইত্যাদি এবং আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত শুল্ক-করাদি ইত্যাদি। এ সকল ব্যয় বিক্রয়মূল্য থেকে বাদ দেয়ার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সে মূল্য হবে উক্ত পণ্যের ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে সরকার কোনো কোনো পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে উক্ত পণ্য জনগণের মধ্যে উক্তরূপে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করে থাকে। যেমন: ভোজ্য তেল, চিনি, মসুর ডাল ইত্যাদি। এ সকল পণ্যের মধ্যে যে সকল পণ্য ভ্যাটযোগ্য সে সকল পণ্যের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের জন্য উক্তরূপ পশ্চাদগণনা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(৩) পণ্যের খুচরা মূল্যভিত্তিক ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য: এই উপ-ধারা অনুসারে সরকার নির্ধারণ করে দিতে পারে যে, কোন্ কোন্ পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক আরোপিত হবে। বর্তমানে কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে সরকার এরূপ নির্ধারণ করে দিয়েছে। পণ্যগুলো হলো: সিগারেট, এ্যারোসোল এবং ডিস্‌ইনফেকট্যান্ট। এসকল পণ্যের গায়ে বা মোড়কে যে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) লেখা থাকবে সে এমআরপি'র ভিত্তিতে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে।

পণ্যের খুচরা মূল্যভিত্তিক ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য বলতে কি বুঝায়?

ধারা ৫ এ আমাদের বর্তমানে আলোচনার বিষয় হলো পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করার জন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। পণ্যের মূল্য নির্ধারণের কয়েকটি পদ্ধতি আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। এখন আমরা যে পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করবো তা হলো পণ্যের খুচরা মূল্যভিত্তিক পদ্ধতি। আমরা জানি এবং দেখেছি যে, প্রতিটি পণ্যের গায়ে, ধারকে বা মোড়কে উক্ত পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (Maximum Retail Price) এবং উক্ত পণ্যের উপাদানসমূহ (Contents) লেখা থাকতে হয়। Bangladesh Standard and Testing Institution (BSTI) এর বিধান এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুসারে তা লিখতে হয়। উৎপাদনকারী পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা মোড়কে যে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লেখেন তা তিনি সুবিবেচনাসম্মতভাবে লেখেন। তার উৎপাদন ব্যয়, মুনাফা ইত্যাদি হিসাব করে উক্ত মূল্যে বিক্রি করা তিনি সুবিধাজনক বলে মনে করেন। পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা মোড়কে যে মূল্য লেখা থাকে তা একটি গ্রহণযোগ্য মূল্য। তাই, আলোচ্য পদ্ধতিতে এই মূল্যকে ভ্যাট আরোপের জন্য মূল্যভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

পণ্যের খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৫ এর উপ-ধারা (৩) এ কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে উহার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট আরোপ করা যাবে মর্মে বর্ণিত আছে। তবে, এ সকল পণ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারী করে নির্ধারণ করবে। এ সংক্রান্ত একটি মাত্র প্রজ্ঞাপন বর্তমানে কার্যকর আছে। প্রজ্ঞাপন নং-১৯২-আইন/২০০৩/৩৮৮-মুসক, তারিখ: ১ জুলাই, ২০০৩। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুসারে তামাকযুক্ত সিগারেট, এ্যারোসোল এবং ডিস্‌ইনফেকট্যান্ট এই তিনটি পণ্যকে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট আরোপের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রেও মূল্য বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অনুমোদিত মূল্যের মধ্যে সকল প্রকার ব্যয়, কমিশন, চার্জ, শুল্ক ও কর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে, স্বাভাবিকভাবেই উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর এবং অগ্রীম আয়কর অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। উক্ত পণ্যের বিশেষ ছাপ এবং খুচরা বিক্রয়মূল্য পণ্যের মোড়ক, থলিয়া বা কোষে সুস্পষ্ট, লক্ষ্যণীয় এবং অনপনীয়ভাবে মুদ্রিত থাকতে হবে। সাধারণ ভোক্তাদের নিকট এই মুদ্রিত মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রি করতে হবে। উল্লেখ্য, যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট আরোপ করা হবে, সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রেও (যদি প্রযোজ্য হয়) খুচরা মূল্যকে মূল্যভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৭(২)(ঘ)-তে উহা বর্ণিত আছে। আরো উল্লেখ্য যে, এ সকল পণ্যের পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে কোনো ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। ঔষধের ক্ষেত্রেও প্রায় এমন একটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ঔষধের মূল্য বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ঔষধের উৎপাদন পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ করার পর, এই মূল্যের ওপর ১৩.৩৩ শতাংশ ট্রেড পর্যায়ের মূল্য সংযোজন হিসেবে যোগ করা হয়। এভাবে ঔষধের খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য বিভাগীয় দপ্তরে দাখিল করতে হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত মূল্যই অনুমোদন করেন। ঔষধের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে কোনো ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না।

(৪) বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করার বিধান এযাবৎ ছিল না। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কোনো পণ্য উৎপাদন করতে হলে ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। মূল্য ঘোষণার মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল উপকরণের মূল্য, যাবতীয় ব্যয়, কমিশন, ফি, চার্জ, মুনাফা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু সেবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এভাবে মূল্য ঘোষণা করতে হতো না। তাই, ইহা সেবা বিক্রয়তাদের জন্য সুবিধাজনক। সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপ করা হয় সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। "সর্বমোট প্রাপ্তির"র সংজ্ঞা ধারা-২(ভ) এ দেয়া আছে। তা হলো: ". . . করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।" অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী সেবা গ্রহীতার নিকট থেকে যে মূল্য গ্রহণ করবেন, সে মূল্যের ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। তবে, সেবামূল্যের সাথে যদি কোনো কমিশন বা চার্জ নেয়া হয়, তাও সেবামূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ কমিশন এবং চার্জের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে। কারণ, ইহা সর্বমোট প্রাপ্তির অংশ। অনেক সময় দেখা যায়, সেবা প্রদানের সময় সেবার মূল্যের অতিরিক্ত কমিশন বা চার্জ নেয়া হয়। যেমন: অনেক রেস্টোরাঁয় বিলের সাথে সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বিল এবং সার্ভিস চার্জ যোগ করে তার ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। অনেক সময় সার্ভিস চার্জ বাদ দিয়ে সেবা মূল্যের ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করা হয়, যা আইনসম্মত নয়। তবে, বর্তমান ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১২ তারিখ: ০৭/০৬/২০১২ এর মাধ্যমে ২৪ (চব্বিশ)টি সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান করা হয়েছে। তবে, এভাবে সেবার

মূল্য ঘোষণা দেয়ার কার্যক্রম এখনও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। এবিষয়টি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা এবং জটিলতা বিরাজ করছে। আমার অভিমত হলো, সেবা প্রদানকারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সেবার মূল্য তালিকা অনুযায়ী মূল্য গ্রহণ করে থাকেন। উক্ত মূল্য তালিকা আপাতত: মূল্য ঘোষণা হিসেবে দাখিল করা যায়।

১ম শর্ত: তবে, সরকার কোনো কোনো সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি নির্ধারণ করতে পারবে। বর্তমানে ২১ টি সেবার ক্ষেত্রে এরূপ সংকুচিত ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা আছে। ঐ সকল সেবার ওপর মূসকের হার ১৫% নয়। আরো কম। যেমন: ১.৫%, ২%, ২.২৫%, ৪%, ৪.৫%, ৫%, ৫.৫%, ৬%, ৯% এবং ১০%। আমাদের দেশের সেবা প্রদানকারীগণ নানা কারণে সকল ধরনের নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন না। তাই, তারা উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারেন না। উপকরণ কর রেয়াত না নিয়ে যদি ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করতে হয়, তাহলে প্রকৃত করের হার অত্যন্ত বেশি হয়ে যায়। তাই, যে সকল সেবা প্রদানকারী উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারেন না তাদের সুবিধার জন্য তাদের সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের সেবা প্রদান হ'তে প্রাপ্ত শতভাগ মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান না করে চলিশ ভাগ, তেত্রিশ ভাগ, পনের ভাগ ইত্যাদি পরিমাণ মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করে থাকেন। তাহলে দেখা যায় যে, আসলে তারা শতভাগ মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রদান করেছে ৬%, ৪.৫%, ২.২৫% ইত্যাদি - ১৫% নয়। এভাবে সেবার ভিত্তিমূল্য কমিয়ে ভ্যাটের প্রকৃত হার কমানোর পদ্ধতিকে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য বলা হয়। বর্তমানে ২১টি সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে সেবা প্রদানের বিধান আছে। যেমন: নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ৩৬.৬৭ শতাংশ। এই হিসেবে এখানে ভ্যাটের প্রকৃত হার দাঁড়ায় ৫.৫%। আবার, মোটরগাড়ীর গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ সেবার সংকুচিত ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ শতাংশ। এখানে ভ্যাটের প্রকৃত হার দাঁড়ায় ৪.৫%। সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের হারসমূহ এসআরও নং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক, তারিখ: ৭ জুন, ২০১২ এ বিধৃত আছে।

২য় শর্ত: বিনামূল্যে সেবা প্রদান করলে যথাযথ মূল্যের ওপর মূসক পরিশোধ করতে হবে। তবে, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এরূপক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজন কর ধার্য করতে পারবে। ধারা-৫ এর উপ-ধারা (৪) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লেখ আছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে তবে, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত সেবার ওপর ন্যূনতম ভ্যাট ধার্য করতে পারবে। এর অর্থ হলো, বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হলেও তার ওপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। সেবার মূল্য গ্রহণ করেন সেবা প্রদানকারী। আর ভ্যাট পাবে সরকার। তাই, সেবা প্রদানকারী যদি তার সেবার মূল্য গ্রহণ না করেন, তাহলে সরকার তার প্রাপ্য ভ্যাট গ্রহণ করবে না, এমনটি নয়। তাই, বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হলেও তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। তবে, এই শর্তাংশ মতে এরূপ ক্ষেত্রে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ন্যূনতম ভ্যাট নির্ধারণ করতে পারবে। যেহেতু সেবা প্রদানকারী তার মূল্য গ্রহণ করছেন না, তাই সরকার এখানে সরকারের পাওনা ভ্যাট কিছুটা ছাড় দিতে পারে। তবে উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত এ ধরনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়নি। তাই, বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হলেও উক্ত সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। তবে, একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপ করা হয় সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হলে কোনো সর্বমোট প্রাপ্তি থাকে না। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করতে হবে তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। আমার মতামত এই যে, উক্ত সেবার স্বাভাবিক বাজার মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা

সমীচীন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবা নিজে ভোগ করলে তার ওপরও ভ্যাট প্রদান করতে হয়।

(৪ক) ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ মূসক আরোপ করা যাবে। ক্ষুদ্র দোকানদারদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ মূসক আরোপিত আছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ৯,০০০ (নয় হাজার) টাকা; অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ৭,২০০ (সাত হাজার দুইশত) টাকা; জেলা শহরের পৌর এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ৫,৪০০ (পাঁচ হাজার চারশত) টাকা; এবং উক্ত তিন এলাকার বাইরের কোন ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ২,৭০০ (দুই হাজার সাতশত) টাকা নির্ধারিত পরিমাণ মূসক নির্ধারণ করা আছে। এই মূসক মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করা যাবে।

(৫) ডিস্কাউন্ট প্রদান করা হলে, ডিস্কাউন্ট দেয়ার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকবে তার ওপর মূসক আরোপিত হবে। উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত মূল্য হতে ১৫% এর বেশি ডিস্কাউন্ট প্রদান করা যাবে না। ধারা-৫ এর উপ-ধারা (৫) এবং বিধি-৩ এর উপ-বিধি (৬)-এ বাণিজ্য বাটা (Trade Discount) সংক্রান্ত বিধান বিধৃত আছে। যা নিম্নে আলোচিত হলো। প্রথমেই আমাদের জানা দরকার, বাণিজ্য বাটা বলতে আমরা কি বুঝি।

বাণিজ্য বাটা বলতে আমরা কি বুঝি?

বিক্রেতা অনেক সময় প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রি করে থাকেন। অনেক সময় পুরাতন পণ্য বিক্রি করে নতুন পণ্য স্টক করার প্রয়োজনে বা পণ্যে কিছু সামান্য ত্রুটি থাকার কারণে বা দ্রুত পণ্য বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করার প্রয়োজনে বা অন্য কোনো কারণে বিক্রেতা দ্রুত পণ্য বিক্রি করে দিতে চান। এমন পরিস্থিতিতে বিক্রেতা বাণিজ্য বাটা (Trade Discount) প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ পণ্যের প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করে থাকেন। এভাবে পণ্যের অনুমোদিত মূল্য বা প্রকৃত বিক্রয় মূল্য থেকে কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করার পদ্ধতিকে বাণিজ্য বাটা বলা হয়। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় বাণিজ্য বাটা প্রদান করার শর্ত তিনটি। নিম্নে উহা আলোচিত হলো:

(১) যিনি বাণিজ্য বাটা প্রদান করতে চান তাকে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে হবে যে, তার পণ্যের প্রকৃত মূল্য কত (অনুমোদিত মূল্য) এবং বাণিজ্য বাটা প্রদান করার পর কতমূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রি করা হবে। তাছাড়া, বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করতে হবে যে, কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত বা কোন্ কোন্ তারিখে এবং কোন্ কোন্ শো-রুমে বাণিজ্য বাটা প্রদান করে পণ্য বিক্রি করা হবে। জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে, এ সকল বিষয় স্থানীয় ভ্যাট দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

(২) অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশের বেশি বাণিজ্য বাটা প্রদান করা যাবে না। এবং

(৩) যে কোনো বারো মাস সময়ে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন বাণিজ্য বাটা প্রদান করা যাবে। এখানে এক বছর উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ অর্থবছর বা পঞ্জিকা বছর অনুসারে এই সময়ের হিসাব করতে হবে না। যে কোনো ১২ মাস সময়ের মধ্যে ৩০ দিন হিসাব করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এই ৩০ দিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে (Continuously) হওয়ার প্রয়োজন নেই। ভেঙ্গে ভেঙ্গে হতে পারবে। অর্থাৎ ১২ মাস সময়ের মধ্যে কখনও ৩ দিন, আবার কিছুদিন পর ৫ দিন, আবার কিছুদিন পর ৪ দিন এভাবে ১২ মাসে ৩০ দিন বাণিজ্য বাটা প্রদান করা যাবে।

শর্ত: বাণিজ্য বাটা প্রদান করার পর যে মূল্যে পণ্যটি ক্রেতার নিকট বিক্রি করা হবে সে মূল্য ভ্যাট চালানপত্রে উল্লেখ করতে হয়। অর্থাৎ "মূসক-১১" চালানপত্রের ৬ নং কলামে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য মূল্য (অনুমোদিত মূল্য) লিখতে হবে। অতঃপর অনুমোদিত মূল্য থেকে কত টাকা বা কত হারে বাণিজ্য বাটা প্রদান করা হলো তা লিখে অনুমোদিত মূল্য থেকে বিয়োগ করতে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এরূপ বাণিজ্য বাটা অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশ এর বেশি হতে পারবে না। বিয়োগ করার পর যে মূল্য পাওয়া যাবে তার ওপর মূল্য সংযোজনের হার (১৫%) প্রয়োগ করে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ (৭) নং কলামে লিখতে হবে। বাণিজ্য বাটা প্রদানের পর পণ্যের মূল্য এবং মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ যোগ করে (৮) নং কলামে লিখতে হবে। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় ১৫ শতাংশ বাণিজ্য বাটা প্রদান করা স্বীকৃত আছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে অনেক সময় ১৫ শতাংশ এর চেয়ে অনেক বেশি বাণিজ্য বাটা প্রদান করার প্রয়োজন হয়। আমরা প্রায়ই পত্রিকায় দেখি যে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ৫০%, ৬০% এমনকি তারও বেশি বাণিজ্য বাটা প্রদান করে পণ্য বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে তারা অনুমোদিত মূল্য থেকে ১৫ শতাংশ বাণিজ্য বাটা প্রদান করে সরকারকে ভ্যাট প্রদান করে দেয়। অবশিষ্ট বাণিজ্য বাটা প্রদান করে পণ্যের মূল্য থেকে। অর্থাৎ বিক্রয়তা পণ্যের মূল্য কম গ্রহণ করে।

(৬) বিলুপ্ত।

(৭) বোর্ড কোনো পণ্য বা সেবার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। বোর্ড ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে দিলে সারা দেশে উক্ত মূল্যের ওপর মূসক আরোপিত হবে। আর বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট থেকে মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করাতে হবে না। তবে, এসকল পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-Output Coefficient) বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে ঘোষণা করতে হবে। বর্তমানে সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১২ তারিখ: ০৭/০৬/২০১২ এর মাধ্যমে অনেকগুলো পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে। এই বই-এর পৃষ্ঠা নং ৫৪৫ থেকে ৫৬৬ এর মধ্যে আদেশটি সন্নিবেশিত আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। এ পর্যায়ে ট্যারিফ ভ্যালু বলতে আমরা কি বুঝি তা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক।

ট্যারিফ মূল্য বলতে আমরা কি বুঝি?

মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৫ এ আমরা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা জেনেছি যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায়, পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করার জন্য উক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। আমদানি পর্যায়ে এবং উৎপাদন পর্যায়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। ট্যারিফ মূল্য হলো উৎপাদন পর্যায়ে পণ্যের বা সেবার ওপর ভ্যাট আরোপ করার জন্য নির্ধারিত মূল্য। এই নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে সকল পণ্যের ও সেবার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, সে সকল পণ্যের ও সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণার পদ্ধতি খুব সহজ। "মূসক-১ক" ফরমে ভ্যাট বিভাগীয় কার্যালয়ে ঘোষণা দাখিল করতে হয়। এখানে মাত্র কয়েকটি কলাম রয়েছে। এই ফরমে শুধুমাত্র পণ্যের উপকরণের ব্যবহার উল্লেখ করতে হয়। মূল্য উল্লেখ করতে হয় না। কারণ, মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো পণ্য উৎপাদন করতে কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা জানার জন্য ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে "মূসক-১ক" ফরমে ঘোষণা নেয়া হয়। সাধারণত: যখন কোনো পণ্যের উপকরণের ওপর প্রদত্ত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া কঠিন হয়, তখন উক্ত পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৫ এর উপ-ধারা (৭) ছাড়াও

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা বিধি-৩ এর উপ-বিধি (৯) এ ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে পদ্ধতি বিধৃত আছে।

ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। ট্যারিফ মূল্যে পণ্যের যে পরিমাণ উল্লেখ আছে, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ তার চেয়ে কম বা বেশি হলে আনুপাতিক হারে ট্যারিফ মূল্য প্রযোজ্য হবে এবং সে হিসেবে ভ্যাট পরিশোধ করা যাবে। ট্যারিফ মূল্য ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিচ্যুতি (Distortion)। তারপরও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কোনো কোনো পণ্য বা সেবার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। যখন কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা জটিল হয় বা কোনো পণ্যের উপকরণের ওপর প্রদত্ত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া জটিল হয় তখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উক্ত পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। ট্যারিফ মূল্যের মধ্যে সাধারণত: উপকরণ মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে না। মূল্য সংযোজনের ওপর ভিত্তি করে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। তাই, ট্যারিফ মূল্য সব সময় বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম।

ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করার সময় একটি বিষয় অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়। তা হলো, পণ্যের ট্যারিফ মূল্যের চেয়ে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য বেশি হয়। সেক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্রে কিভাবে মূল্য উল্লেখ করতে হবে, তা নিয়ে বিক্রোতা সংশয়ে পড়েন। কারণ, অন্যান্য ক্ষেত্রে ঘোষিত/অনুমোদিত মূল্যে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে পণ্য বিক্রি করতে হয়। ঘোষিত/অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম/বেশি মূল্যে ভ্যাট চালানে উল্লেখ করা যায় না। কিন্তু ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। প্রকৃত বিক্রয় মূল্য ট্যারিফ মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারে। সাধারণত: বেশি হয়। সেক্ষেত্রে ভ্যাট চালানে পণ্যের ট্যারিফ মূল্য লিখে তার ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। তার নিচে পণ্যের প্রকৃত বিক্রয় মূল্য লিখতে হবে। ট্যারিফ মূল্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট এবং পণ্যের প্রকৃত বিক্রয়মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করবেন। আমদানি পর্যায়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য কিছু পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে। শুদ্ধ আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে এসআরও নং-১৫৯-আইন/২০১২/২৩৮৭/কাস্টমস, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে আমদানি পর্যায়ে কতিপয় পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত রয়েছে।

৬। পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি।— (১) আমদানিকৃত পণ্যের উপর মূল্য সংযোজন কর Customs Act এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক আমদানি শুল্কের মতো এইরূপ একই পদ্ধতি ও সময়ে প্রদত্ত হইবে যেন উহা উক্ত Act-এর অধীন একটি আমদানি শুল্ক; এবং উক্ত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনের অধীন প্রদত্ত বা জারীকৃত বিধিমালা, আদেশসমূহ বা নির্দেশাবলী, যদি থাকে, সাপেক্ষে উক্ত Act এবং তদধীনে জারীকৃত বা প্রদত্ত বিধিমালা, আদেশসমূহ বা নির্দেশাবলী, যতদূর সম্ভব, মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্কের প্রতি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেইরূপে উহা আমদানি শুল্কের প্রতি প্রযোজ্য হয়।

(২) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবসায় কার্য পরিচালনা বা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য বা আমদানীকৃত, ত্রুণকৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের উপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময়ে—

(ক) যখন পণ্য অর্পণ (delivery) বা সরবরাহ করা হয়;

(খ) যখন পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত চালানপত্র প্রদান করা হয়;
 (গ) যখন কোন পণ্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হয় বা অন্যের ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়;
 (ঘ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়।
 (ঙ) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবসায় পরিচালনা বা সম্প্রসারণকালে প্রদত্ত সেবার উপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলির মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময়ে-

- (ক) যখন সেবা প্রদান করা হয়;
 (খ) যখন সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চালানপত্র প্রদান করা হয়;
 (গ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়;
 (ঘ) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহির হইতে বাংলাদেশে সেবার সরবরাহ গ্রহণ করা হইলে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যে কোন পণ্য, পণ্যশ্রেণী বা সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণসহ, অগ্রিম পরিশোধের বা উৎসে কর্তনের বিধান করিতে পারিবে।

(৪ক) উপ-ধারা (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বোর্ড, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্ধারণকৃত তারিখ হইতে যে কোন পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত মূল্যমানের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ আকার ও ডিজাইনের স্ট্যাম্প (Stamp) বা ব্যান্ডরোল (Banderol) বা বিশেষ চিহ্ন বা ছাপ উক্ত পণ্যের মোড়ক বা ধারক বা পাত্রের গায়ে ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং এইরূপ স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা ছাপ এর ব্যবহার, বিতরণ, সংরক্ষণ, তদারকি, পর্যবেক্ষণ, হিসাব সংরক্ষণ ও মোড়কজাতকরণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(ব্যাখ্যাঃ এই উপ-ধারায় স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল অর্থে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট রং, ডিজাইন, পরিমাপ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্বলিত দলিল (Security Instrument)-কে বুঝাইবে।)

(৪কক) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সত্ত্বেও, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বোর্ড কর্তৃক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সেবা গ্রহণকারী বা, ক্ষেত্রমত, সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী কর্তৃক সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারী ট্রেজারীতে জমা করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি কোন প্রকল্পের আওতায় কোন সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর যদি সেবা গ্রহণকারী বা, ক্ষেত্রমত, সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে বোর্ড কর্তৃক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারী ট্রেজারীতে জমা করেন এবং উক্ত সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সমুদয় সেবার অংশবিশেষ সরবরাহের কোন সাব-কন্ট্রোল, এজেন্ট বা অন্য কোন সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সেবা সরবরাহকারীর সাব-কন্ট্রোল, এজেন্ট বা নিয়োগকৃত অন্য কোন সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তির নিকট হইতে, উক্ত সেবার উপর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তন এবং সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদানের দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে পুনরায় উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা যাইবে না।

(৪ককক) বোর্ড, আদেশ দ্বারা সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং

ক্ষেত্রমত, অন্য কোন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেবার কোড উলেখসহ সেবাপ্রদানকারীর তালিকা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪খ) উপ-ধারা (৪কক) এর অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তনকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তিকে অনুরূপ আদায় বা কর্তন সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ—

- (অ) মূল্য সংযোজন করদাতার নিবন্ধন সংখ্যা;
- (আ) প্রদত্ত সেবা বাবদ পরিশোধিত মোট সেবা মূল্য বা কমিশন;
- (ই) মূল্য সংযোজন কর নিরূপনযোগ্য সেবা মূল্য বা কমিশন;
- (ঈ) আদায় বা কর্তনকৃত মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ; এবং
- (উ) প্রয়োজনীয় অন্য কোন তথ্য।

(৪গ) বিলুপ্ত।

(৪ঘ) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর্তনকারী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর সেবা সরবরাহকারীর নিকট হইতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন করিবে।

(৪ঙ) উৎসে কর্তনকারী এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী, মূল্য সংযোজন করের উৎসে কর্তনযোগ্য পরিমাণের জন্য, যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৪চ) পণ্য বা সেবার সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর আংশিক উৎসে কর্তনের ফলে সরবরাহকারী অবশিষ্ট মূল্য সংযোজন কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

(৪ছ) উপ-ধারা (৪কক) অনুযায়ী উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত উপ-ধারার অধীন সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হন তাহা হইলে,

- (অ) উক্ত মূল্য সংযোজন কর, সেবার মূল্য বা কমিশন উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে মাসিক দুই শতাংশ হারে, সুদসহ, আদায়যোগ্য হইবে এবং উহা এইরূপে আদায় করা হইবে যেন তিনি উপ-ধারা (৪কক) এর অধীন একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি;
- (আ) উপ-ধারা (৪কক) এর অধীন উৎসে আদায়কৃত, কর্তিত ও জমাকৃত মূল্য সংযোজন কর, এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র বলবৎ থাকা সাপেক্ষে, ধারা ৩৫ এ উল্লিখিত দাখিলপত্রে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পরিশোধিত কর হিসেবে উলেখ করা যাইবে।
- (এ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কর প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ—
 - (ক) আমদানি পর্যায়ে, আমদানি শুল্কের সাথে;
 - (খ) উৎপাদন পর্যায়ে এবং ক্ষেত্রমত, ব্যবসায়ী পর্যায়ে, চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে; এবং
 - (গ) অন্যান্য পণ্য ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের মাধ্যমে।
- (৬) বোর্ড, আদেশ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী কর্তৃক কর পরিশোধের বিধান করিতে পারিবে।

৬। পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি।— (১) আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের সময় এবং পদ্ধতি: আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে যখন আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয়, তখন আমদানি

পর্যায়ের মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হবে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে কয়েকটি পর্যায়ের ভ্যাট আদায় করা হয়। পর্যায়সমূহ হলো: আমদানি পর্যায়, উৎপাদন পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় (ব্যবসায়ী পর্যায়) এবং সেবা পর্যায়। আমদানি পর্যায়ের কৌন্ সময়ে এবং কি পদ্ধতিতে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে, তা এখন আমরা আলোচনা করবো। আমদানি পর্যায়ের যখন আমদানি শুল্ক আদায় করা হয় এবং সে পদ্ধতিতে উহা আদায় করা হয়, তখন এবং সে একই পদ্ধতিতে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক আদায় করতে হবে। ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক আদায় সংক্রান্ত যে সকল বিধি-বিধান রয়েছে, তা আমদানি পর্যায়েরও প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া, আমদানি শুল্ক আদায় করার জন্য যে সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোও যতদূর সম্ভব আমদানি পর্যায়ের ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক আদায় করার জন্য প্রযোজ্য হবে। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আমদানি পণ্য খালাস করার জন্য যে তারিখে বিল-অব-এন্ট্রি দাখিল করা হয়, সে তারিখের শুল্ক-করাদির হার প্রযোজ্য হয়। আমদানি পণ্যচালান শুল্কায়ন (Assessment) করার পর, প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি কাস্টম হাউসের সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করতে হয়। অতঃপর পণ্য খালাসের আদেশ দেয়া হয়। এ সকল কাজ আমদানিকারকের পক্ষে সিএন্ডএফ এজেন্ট সম্পাদন করে থাকে। অনেক আমদানিকারক আছেন যাদের প্রচুর আমদানি হয়, তারা নিজেদের পণ্য নিজেরাই খালাস করেন। অর্থাৎ তারা নিজেরাই সিএন্ডএফ এজেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। নিজেদের আমদানিকৃত পণ্য নিজেরা খালাস করার জন্য তাদের Self-clearing সিএন্ডএফ এজেন্ট লাইসেন্স রয়েছে। আমদানি পর্যায়ের ভ্যাট আরোপের জন্য পণ্যের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণের নিমিত্তে উক্ত পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের সাথে আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) এবং রেগুলেটরী ডিউটি (যদি থাকে) যোগ করা হয়। যোগকৃত সর্বমোট মূল্যের ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করা হয়।

(২) উৎপাদন পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধের সময় এবং পদ্ধতি: কোনো পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যা সর্বাত্মে সংঘটিত হয় তা সংঘটিত হওয়ার সময়ে।

(ক) যখন উক্ত পণ্য সরবরাহ প্রদান করা হয়। উৎপাদন স্থান হতে পণ্যটি ক্রেতার নিকট সরবরাহ প্রদান করা একটি কাজ। কখন পণ্যটি সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে তা বিবেচনার বিষয়। যদি মূল্য পাওয়ার আগে বা চালানপত্র ইস্যু করার আগে পণ্যটি সরবরাহ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে সরবরাহ প্রদানের সময়ে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ পণ্য বা সেবার সরবরাহ দেয়ার কাজটি যদি অন্যান্য কাজের আগে ঘটে থাকে, তাহলে সরবরাহ দেয়ার সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যখন উক্ত পণ্যের চালানপত্র প্রদান করা হয়। এমন হতে পারে যে, পণ্যটি সরবরাহ করা হয়নি বা পণ্যের মূল্য পাওয়া যায়নি কিন্তু পণ্যের বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়েছে। এমন হলে চালানপত্র ইস্যু করার সময়ে প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

(গ) যখন কোনো পণ্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হয় বা অন্যের ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করলেও ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। পণ্য যদি অন্য কাউকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রেও উক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যদি এমন হয় যে, পণ্যের চালানপত্র ইস্যু করা হয়নি বা পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। অর্থাৎ পণ্যটি ফ্যাক্টরীর মালিক নিজে ব্যবহার করেছেন বা ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদেরকে বা অন্য কাউকে বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। তাহলে পণ্যটি প্রদান করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়। অনেক সময় পণ্যের মূল্য পূর্বে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ পণ্যটি সরবরাহ দেয়া হয়নি বা পণ্যের বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়নি কিন্তু পণ্যের মূল্য পাওয়া গেছে। অনেক সময় পণ্যের আংশিক মূল্য অগ্রিম গ্রহণ করা হয়। যখন পণ্যের মূল্য সর্বাত্মে

পাওয়া গেছে, তা আংশিক মূল্য হোক বা পূর্ণ মূল্য হোক, তখনই উক্ত পণ্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

আমরা উপরে চারটি পরিস্থিতি দেখেছি। উক্ত পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি সংঘটিত হলেই প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। তাই, আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, উক্ত পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে কোনো একটি পরিস্থিতি সংঘটিত হয়েছে কি-না। একটি পরিস্থিতি সংঘটিত হয়ে গেলেই প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীগণ চলতি হিসাব সংরক্ষণ করেন। তারা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে অর্থ অগ্রীম জমা প্রদান করে চলতি হিসাব রেজিস্টারে অর্থের স্থিতি (Balance) রাখেন। উপরে বর্ণিত চারটি পরিস্থিতির মধ্যে কোনো একটি পরিস্থিতি সংঘটিত হলেই প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক তারা চলতি হিসাবের স্থিতি থেকে বিয়োগ করে দেন। এভাবে উৎপাদকগণ ভ্যাট পরিশোধ করেন। যে সকল সেবা প্রদানকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন, তারাও উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কিন্তু যে সকল সেবা প্রদানকারী রেয়াত গ্রহণ করেন না, তারা চলতি হিসাব সংরক্ষণ করেন না বিধায় ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে অগ্রীম অর্থ জমা প্রদান করে রাখেন না। এমন সেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত চারটি পরিস্থিতির মধ্যে কোন একটি প্রথমে সংঘটিত হওয়ার সময়ে ভ্যাট প্রদেয় হয় কিন্তু আসলে পরবর্তী মাসে দাখিলপত্র জমা দেয়ার আগে এমন সেবা প্রদানকারীগণ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ অর্থ জমা প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাস্তব ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে যখন ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করা হয় এবং পণ্য সরবরাহ প্রদান করা হয়, তখন ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। কারণ, চালানপত্র বিক্রয় রেজিস্টারে (মূসক-১৭) এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিয়ে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়।

পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের সময় এবং পদ্ধতি

উৎপাদন পর্যায়ে এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের জন্য একই পদ্ধতি অনুসৃত হতে হবে। যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে আলোচিত চারটি কার্যক্রমের মধ্যে কোনো একটি সংঘটিত হয়ে গেলেই পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট প্রদেয় হবে। তবে, ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের জন্য আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে, স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে পূর্বে বর্ণিত নিয়ম সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়। ৪% ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র জমা প্রদানের সময় ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। আর প্যাকেজ ভ্যাট অর্থাৎ ছোটো ছোটো দোকানদারদের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ ভ্যাট মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হয়। বার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধের ক্ষেত্রে বছরের প্রথমেই পরিশোধ করে দিতে হবে। আর মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রতি মাস শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা প্রারম্ভে পরিশোধ করতে হবে।

(৩) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধের সময় এবং পদ্ধতি: পণ্য এবং সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি প্রায় একই রকম। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যে কাজ প্রথমে সংঘটিত হয় সে সময়ে।

(ক) যখন সেবা প্রদান করা হয়। সেবা প্রদান করার কাজটি যদি প্রথমে সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ উক্ত সেবার বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়নি এবং সেবার মূল্য এখনও পাওয়া যায়নি কিন্তু সেবাটি

প্রদান করা হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতি হলে, অর্থাৎ সেবা প্রদানের কাজটি যদি প্রথমে সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে তখনই প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদেয় হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যখন সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চালানপত্র প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, মূল্য এখনও পরিশোধ করা হয়নি এবং সেবাটি এখনও প্রদান করা হয়নি কিন্তু উক্ত সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করা হয়েছে। তাহলে চালানপত্র ইস্যু হওয়ার সময় ভ্যাট প্রদেয় হয়েছে। সেবাটি প্রদান করা না হলেও এবং মূল্য পাওয়া না গেলেও চালানপত্র ইস্যু হওয়ার সময় ভ্যাট পরিশোধ করে দিতে হবে।

(গ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়। অনেক সময় মূল্য অগ্রীম পরিশোধ করা হয়। বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অগ্রীম মূল্য পরিশোধ করা একটি স্বাভাবিক বিষয়। অনেক সময় অগ্রীম আংশিক মূল্য পরিশোধ করা হয়। আবার, অনেক সময় অগ্রীম পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়। সেবা সরবরাহ করা হয়নি বা সেবার বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়নি কিন্তু যদি আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে তাহলে মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, আইনের বিধান অনুসারে, উক্ত তিনটি কাজের মধ্যে কোনো একটি কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলেই ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধের বাস্তব পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো।

রেয়াত গ্রহণকারী সেবা প্রদানকারী

যে সকল সেবাপ্রদানকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন, তাদেরকে চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করতে হয়। সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা প্রদান করে চলতি হিসাবে স্থিতি (Balance) রাখতে হয়। কোনো সেবার বিপরীতে সাধারণত: ভ্যাট চালান ইস্যু করলে, উক্ত ভ্যাট চালান চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া হয় এবং তখন চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতি থেকে প্রযোজ্য ভ্যাট বিয়োগ করা হয়। যেমন: ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সাধারণত: উপকরণ কর রেয়াত নিয়ে থাকে। তাই, তাদের চলতি হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী যখন মূসক চালান ইস্যু করে তখন বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) উক্ত চালানটি এন্ট্রি দেয়। চালানটি চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে প্রযোজ্য ভ্যাট চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতি থেকে বিয়োগ করে। উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণকারী সেবা প্রদানকারীগণ এভাবে তাদের সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে থাকেন।

রেয়াত গ্রহণ করেন না এমন সেবা প্রদানকারী

যে সকল সেবা প্রদানকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন না, তারা চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন না। তাদের বেলায় ভ্যাট পরিশোধ করার বাস্তব পদ্ধতি একটু আলাদা এবং সহজ। এ ধরনের সেবা প্রদানকারীগণ যেহেতু উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন না, সেহেতু ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬) সংরক্ষণ করেন না। তারা বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭) সংরক্ষণ করেন। সেবার বিপরীতে ভ্যাট চালান ইস্যু করার পর তারা 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে উহা এন্ট্রি করেন। প্রযোজ্য ভ্যাট

পরিশোধ করেন না। এভাবে সারা মাস প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট চালান ইস্যু করতে থাকে এবং বিক্রয় রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে থাকে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দাখিলপত্র জমা প্রদানের পূর্বে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে ভ্যাটের অর্থ জমা প্রদান করে। কোনো কর মেয়াদের (সাধারণত: ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাস) দাখিলপত্র জমা প্রদান করতে হয় পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে। ১৫ তারিখে সরকারী ছুটি থাকলে ১৪ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানটি পূর্বের সারা মাসে কত সেবা প্রদান করেছে তা হিসাব করে এবং উক্ত সেবার ওপর সর্বমোট কত টাকা ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে তা হিসাব করে থাকে। এরপর পরিশোধযোগ্য প্রকৃত ভ্যাটের পরিমাণ অর্থ ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে থাকে। দাখিলপত্রের সাথে ট্রেজারী চালানোর মূল কপি সার্কেলে দাখিল করে।

সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ

আমাদের দেশে বর্তমানে অনেক ধরনের সেবা বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। সেবা আমদানি একটা বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম। পণ্য আমদানির মতো সেবা আমদানি স্বচ্ছ নয়। অর্থাৎ অনেক সময় সেবা কখন, কিভাবে আমদানি হয় তা বোধগম্য হয় না এবং ভ্যাট অফিসারদের নজরে আসে না। যেমন: কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করার জন্য বিদেশ থেকে কনসালট্যান্ট আসেন। তাঁরা সেবা প্রদান করে চলে যান। কনসালট্যান্ট কখন আসেন, কখন তাঁরা সেবা প্রদান করেন এবং কখন দেশত্যাগ করেন, তা ভ্যাট দপ্তরের নজরদারিতে তেমন একটা থাকে না। এ সকল কারণে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি একটু ভিন্ন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) তে সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ সংক্রান্ত বিধান লিপিবদ্ধ আছে যা নিম্নে বিধৃত হলো।

সেবা আমদানি হলে আমদানিকারক ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তবে, আমদানিকারকের ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। সেবার মূল্য পরিশোধ করতে হবে ব্যাংকের মাধ্যমে। তাই, ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয় তখন। অর্থাৎ আংশিক মূল্য পরিশোধ করা হলে, তখন সর্বমোট সেবামূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে দিতে হবে। এখানে সেবা প্রদানের প্রকৃত সময় বা সেবার বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করার সময় গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ সেবাপ্রদানকারী সেবা প্রদান করে চলে যাবেন। অতঃপর যখন সেবার মূল্য পরিশোধ করা হবে, তা যত দেরীতে হোক না কেন, তখন উক্ত সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। সেবার বিপরীতে যখন ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন ব্যাংক সেবার মূল্য বিদেশে সেবা প্রদানকারীকে পাঠিয়ে দেবে এবং প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায়/কর্তন করে যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করবে।

(৪) বোর্ড, মুসক অগ্রীম পরিশোধ বা উৎসে কর্তনের জন্য বিধান করতে পারবে। আমরা মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৬ আলোচনা করছি। ইতোপূর্বে আমরা ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৩) আলোচনা করার সময় দেখেছি যে, দেশে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং বিদেশ থেকে সেবা আমদানির ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে এবং কি পদ্ধতিতে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। এখন আমরা ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৪) নিয়ে আলোচনা করবো। এই উপ-ধারার মাধ্যমে ব্যবসায়ী (পাইকারী ও খুচরা) পর্যায়ের ভ্যাট, আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম পরিশোধের বিধান করা হয়েছে যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

আমদানি পর্যায়ে Advance Trade VAT (ATV) আদায়

আমরা জানি, পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করা হয় তিনটি পর্যায়ে: (১) আমদানি পর্যায়ে; (২) উৎপাদন পর্যায়ে; এবং (৩) ব্যবসায়ী (পাইকারী ও খুচরা) পর্যায়ে। ১৯৯৬ সালে আমাদের দেশে মাত্র কয়েকটি পণ্যের ওপর প্রথমে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আরোপ করা হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে প্রতি বছর ইহা সম্প্রসারিত করা হতে থাকে। ২০০৪ সালে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ভ্যাটের পরিধি সম্প্রসারিত করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী পর্যায়ে আমাদের দেশে সঠিক পরিমাণ ভ্যাট আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, আমাদের দেশের ব্যবসায়ী পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া, আমাদের ভ্যাট প্রশাসনে যথেষ্ট জনবল নেই। তাই, লক্ষ লক্ষ পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ছোট ছোট দোকানদার, কমিশন এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, ডিলার ইত্যাদির নিকট থেকে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, সকল ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সঠিকভাবে ভ্যাট আদায় না করলে বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এমত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে আদায় করে নেয়ার জন্য আমদানি পর্যায়ে Advance Trade VAT (ATV) আদায় পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। কারণ, আমাদের দেশে অধিকাংশ ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হয়। উক্ত পণ্য আমদানির পর বিক্রি করা হবে। বিক্রি পর্যায়ে ব্যবসায়ী ভ্যাট আদায় করতে হবে। তাই, ব্যবসায়ী পর্যায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য সংযোজন বিবেচনা করে উক্ত মূল্য সংযোজনের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে আদায় করে নেয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। যা আমদানি পর্যায়ে Advance Trade VAT (ATV) হিসেবে পরিচিত। আমদানি পর্যায়ে Advance Trade VAT (ATV) আদায় করা হয় শুধুমাত্র বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর। অর্থাৎ যে পণ্য আমদানির পর বিক্রি করা হবে সে পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে Advance Trade VAT (ATV) আদায় প্রবর্তন করা হয়। এটিভি আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী এসআরও নং-২৪২-আইন/২০১২/৬৫৯-মুসক, তারিখ: ২৮ জুন, ২০১২ বর্ণিত আছে।

(৪ক) বোর্ড, স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহারের জন্য আদেশ দিতে পারবে। বর্তমানে সিগারেট, বিড়ি, মিনারেল ওয়াটার, সফট ড্রিংকস এবং টয়লেট সাবানের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহারের বিধান প্রচলিত আছে। এসকল প্রতিটি আইটেমের জন্য আলাদা আলাদা বিধি আছে। এই উপ-ধারার মাধ্যমে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায়ের জন্য স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহারের বিধান করা হয়েছে। নিম্নে উহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

স্ট্যাম্প (Stamp) ও ব্যান্ডরোল (Banderol) ব্যবহারের বিধান

স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল এর ব্যবহার ভ্যাট আদায় নিশ্চিত করার জন্য একটি পদ্ধতি। পৃথিবীর অনেক দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কোনো কোনো আইটেমে এই পদ্ধতি চালু আছে। আমাদের দেশে ৫ (পাঁচ)টি আইটেমের ওপর স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি চালু আছে। আইটেমগুলো হলো: (১) সিগারেট; (২) বিড়ি; (৩) কোমল পানীয় (Soft Drinks); (৪) মিনারেল ওয়াটার এবং (৫) টয়লেট সাবান। বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ছাপিয়ে প্রস্তুত করে। স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোলের ব্যবহারকারীগণ স্থানীয় ভ্যাট অফিসের মাধ্যমে রিকুইজিশন দিয়ে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল নিয়ে যান। তারা পণ্য উৎপাদনস্থল থেকে সরবরাহ দেয়ার পূর্বে পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা মোড়কে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল এঁটে দেন। যে সংখ্যক স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার করা হয়, সে হিসেবে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ

করা হয়। তবে, বিড়ির ক্ষেত্রে ব্যাভরোল ব্যবহারের পদ্ধতি একটু আলাদা। বিড়ির ব্যাভরোল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে প্রেরণ করা হয়। বিড়ি উৎপাদকগণ সরকারী ট্রেজারীতে অর্থ জমা প্রদান করে বিড়ির ব্যাভরোল ক্রয় করেন। অর্থাৎ বিড়ির ব্যাভরোল ক্রয় করার সময় তারা সরকারী রাজস্ব (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক) পরিশোধ করে দেন। এরপর তারা বিড়ির প্যাকেটে উক্ত ব্যাভরোল এঁটে বিড়ি বাজারজাত করেন। অর্থাৎ কোনো প্যাকেটে ব্যাভরোল আঁটা থাকলে বুঝা যাবে যে, এই বিড়ির প্যাকেটের বিপরীতে সরকার রাজস্ব পেয়েছে। ব্যাভরোল আঁটা না থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই, বলা যায় যে, বিড়ির ক্ষেত্রে ব্যাভরোল হলো রাজস্ব। ব্যাভরোল বিক্রি হলেই সরকার রাজস্ব পেয়ে যায়।

বিড়ি ব্যতীত অন্য ৪ (চার)টি আইটেমের বেলায় পদ্ধতি একটু ভিন্নতর। বিড়ির ক্ষেত্রে ব্যাভরোল কিনলেই সরকার রাজস্ব পেয়ে যায়। কিন্তু অন্য ৪টি আইটেমের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প বা ব্যাভরোল বিনামূল্যে সরবরাহ দেয়া হয়। উক্ত পণ্যসমূহের উৎপাদনকারীগণ পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা মোড়কে স্ট্যাম্প বা ব্যাভরোল ব্যবহারের হিসাব রাখেন। যে পরিমাণ স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল তারা ব্যবহার করেন, সে পরিমাণ পণ্য খালাস করা হয়েছে। সে হিসেবে প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক তারা সরকারী কোষাগারে পরিশোধ করেন। বাজারে যদি স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ছাড়া উক্ত পণ্য পাওয়া যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, উক্ত পণ্যের ওপর সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করা হয়নি। আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই, এই ৪টি আইটেমের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প বা ব্যাভরোল রাজস্ব নয় - বরং সিকিউরিটি স্ট্যাম্প। আরো কয়েকটি সেক্টরে উৎপাদনকারীগণ স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ব্যবহার করার জন্য পদ্ধতি নির্ধারণের অনুরোধ করে যাচ্ছেন। সাধারণত: এক বা কয়েকজন উৎপাদনকারীর যদি অধিকাংশ মার্কেট শেয়ার থাকে, তাহলে উক্ত আইটেমের ওপর স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল প্রবর্তন করতে উক্ত উৎপাদকগণ আগ্রহী হন। কারণ, ছোটো ছোটো উৎপাদকগণ দূর-দূরান্তে বা মফস্বল এলাকায় ভ্যাট অফিসারদের নজরদারীর অন্তরালে রাজস্ব পরিহার করার কারণে বড় বড় উৎপাদকগণ বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হন। তাই, বড় বড় উৎপাদকগণ স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ব্যবহারে আগ্রহী হন।

(৪কক) এই উপ-ধারার মাধ্যমে মূসক উৎসে কর্তনের বিধান করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর মাধ্যমে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই বই-এর পৃষ্ঠা নং ৪৯৩ থেকে ৫০০ অনুগ্রহ করে দেখুন। উক্ত সাধারণ আদেশটি তথ্য সন্নিবেশিত আছে। নিম্নে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান

এই উপ-ধারার মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে, কোনো সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে আদায় করা যাবে। এজন্য বিধিতে পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। সেবা গ্রহণকারী যখন সেবার মূল্য পরিশোধ করবেন, তখন তিনি প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসমূলে আদায়/কর্তন করে যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। এভাবে উৎসে ভ্যাট আদায় করার নিয়ম করার কারণ হলো, অনেক সেবা প্রদানকারী ভ্যাট প্রদানের প্রয়োজন থাকার পরও ভ্যাট প্রদান করে না। তারা ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে না এবং ভ্যাট সংক্রান্ত দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে না। তাই, তাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় নিশ্চিত করার জন্যে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। সাধারণত: যে সকল সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিহার করার আশংকা বেশি থাকে, সে সকল সেবার ক্ষেত্রে

ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়। এর ফলে, অন্ততপক্ষে যে সকল সেবা উৎসে কর্তনকারীর নিকট প্রদান করা হয়, সে সকল সেবা থেকে সরকার যথাযথ পরিমাণ ভ্যাট পায়। উৎসে ভ্যাট কর্তনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধি প্রণয়ন করেছে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালায় বিধি-১৮ক, ১৮খ এবং ১৮ঙ উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে প্রণীত।

শর্ত: বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি কোনো প্রকল্পে যদি কোনো কনট্রাক্টর কাজ করে, তাহলে এই কনট্রাক্টরের বিল থেকে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে। এই কনট্রাক্টর যদি তার কাজ সাব-কনট্রাক্ট দেয়, তাহলে সাব-কনট্রাক্টর তার পণ্য/সেবা ক্রয়ের সময় মূসক পরিশোধ করেছে এমন প্রমাণ দাখিল করলে, সাব-কনট্রাক্টরের বিল থেকে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে না।

(৪ককক) উৎসে ভ্যাট কর্তনের জন্য সেবার তালিকা নির্ধারণ: কোন্ কোন্ সেবার ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, বোর্ড তার তালিকা নির্ধারণ করতে পারবে। এই উপ-ধারার বিধানবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দুটি আদেশের মাধ্যমে ৩৫টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করেছে। আদেশ দুটি হলো: সাধারণ আদেশ নং-৬৩/মূসক/২০১১ তারিখ: ২৯ জুন, ২০১১ এবং ৬/মূসক/২০১১ তারিখ: ৭ আগস্ট, ২০১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-০৩ এ উক্ত ৩৫টি উলিখিত আছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ৩৫টি সেবার মধ্যে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা ব্যতীত অন্যান্য সকল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। অনেকে বিভিন্ন পরিস্থিতি উল্লেখ করে প্রশ্ন করে থাকেন যে, এমতপরিস্থিতিতে উক্ত ৩৪টি সেবার মধ্যে কোনো একটি সেবার ওপর থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না। জবাব হলো, উক্ত ৩৪টি সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক অবশ্যই ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেবা প্রদানকারী ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করুন বা না করুন; সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করে সেবা প্রদান করুন আর ভ্যাট পরিশোধ না করে সেবা প্রদান করুন; সেবা প্রদানকারী ট্রেজারী চালান দাখিল করুন বা না করুন; বা অন্য যে কোনো পরিস্থিতিই হোক না কেনো, সেবা গ্রহীতা কর্তৃক ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত ৩৪টি সেবার মধ্যে 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবা অন্তর্ভুক্ত আছে। অতি সম্প্রতি বিধান করা হয়েছে যে, 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী যদি ভ্যাট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে তাহলে এই সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না।

(৪খ) উৎসে ভ্যাট কর্তনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান: উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে "মূসক-১২খ" ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। এই উপ-ধারার মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে, উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর কর্তনকারী সেবা প্রদানকারীকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। প্রত্যয়নপত্রে কতিপয় তথ্য উল্লেখ থাকবে। যেমন: ভ্যাট পরিশোধকারীর ভ্যাট নিবন্ধন সংখ্যা, সেবার মূল্য বা কমিশন, ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য বা কমিশন, আদায় বা কর্তনকৃত ভ্যাট এর পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় অন্য কোনো তথ্য। এই প্রত্যয়নপত্র প্রদান করার জন্য একটি ফরম নির্ধারণ করা হয়েছে যা "মূসক-১২খ" নামে পরিচিত। এই পুস্তকের ফরম অংশে উক্ত ফরমটি উল্লেখ করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন।

(৪গ) বিলুপ্ত।

(৪ঘ) সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবার ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন: এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংকুচিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সর্বমোট ৩৪টি সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। তন্মধ্যে ৯টি সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা এবং অবশিষ্ট ২৫টি স্বাভাবিক হারে (১৫%) ভ্যাট প্রযোজ্য সেবা। সংকুচিত

ভিত্তিমূল্যের সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। স্বাভাবিক হারের সেবার ক্ষেত্রে ১৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

(৪৬) সরবরাহকারী এবং উৎসে কর্তনকারীর যৌথ দায়িত্ব: এই উপ-ধারার মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে, পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী এবং উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনের জন্য যৌথভাবে দায়ী থাকবেন। এখানে যৌথ দায়িত্ব প্রদান করার কারণ হলো, অনেক সময় উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভুলক্রমে উৎসে ভ্যাট কর্তন করেন না কিন্তু পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী বিষয়টি জানা থাকে সত্ত্বেও পণ্য বা সেবা গ্রহণকারীকে তা অবহিত করেন না। এ জন্যে উভয়কে যৌথভাবে দায়ী করা হয়েছে। যৌথভাবে দায়ী করার ফলে, ভ্যাট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বকেয়া হিসেবে আদায়ের জন্য উভয়কে দাবীনামা জারীসহ আইনের আওতায় অন্যান্য কার্যক্রম নিতে পারবে।

(৪৮) উৎসে আংশিক কর্তনের পর অবশিষ্ট ভ্যাট প্রদান: এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, সরবরাহের বিপরীতে ভ্যাট উৎসে কর্তনকারী আংশিক উৎসে কর্তনের ফলে অবশিষ্ট ভ্যাট পরিশোধের দায় হতে অব্যাহতি পাবেন না। উল্খ্য, এই বিধানটি বর্তমানে অকার্যকর হয়ে গেছে। এই বিধানটির বর্তমানে আর প্রয়োজন নেই। আমরা জানি, ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ কোনো সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ৩% ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছিল। তখন এই বিধানটির প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ উৎসে ৩% ভ্যাট কর্তন করার পর অবশিষ্ট ভ্যাট সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হতো। ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে এই বিধান বাতিল করা হয়। তাই, এখন আর এই বিধানটির প্রয়োজন নেই।

(৪৯) ভ্যাট উৎসে কর্তনে ব্যর্থ হলে দায়-দায়িত্ব: এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, যদি কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উৎসে ভ্যাট কর্তন না করেন এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করেন, তাহলে উক্ত অর্থ যে প্রতিষ্ঠান কর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে তার নিকট থেকে ২% মাসিক সুদসহ আদায় করা হবে। যদি উৎসে কর্তন করার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (১৫ কার্যদিবস) সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করেন, তাহলে ভ্যাট বিভাগের কমিশনার ভ্যাট কর্তনকারী ব্যক্তিকে এবং যার ওপর কর্তিত ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার দায়িত্ব ছিল তাকে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) করে ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করতে পারবেন [ধারা-৩৭ (৩খ)]। ইতোপূর্বে দেখা গেছে যে, অনেক প্রতিষ্ঠান ভ্যাট উৎসে কর্তন করে রাখলেও যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতো না। তাই, এরূপ বিধান করা হয়েছে। বর্তমানে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার পর ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দেয়ার বিধান আছে। বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তন এবং যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) ভ্যাট পরিশোধের পদ্ধতি: নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মূসক প্রদান করতে হবে:

- (ক) আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্কের সাথে;
- (খ) উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে;
- (গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের মাধ্যমে।

আমরা জানি যে, পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে, উৎপাদন পর্যায়ে ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে এবং সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদান পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান করতে হয়। ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা দিয়ে। সরকারী খাতে অর্থ জমা দেয়ার জন্য অনেকগুলো অর্থনৈতিক কোড রয়েছে। ট্রেজারী চালানের ফরম এবং অর্থনৈতিক কোডসমূহ এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং

৬৩৩ এ লিপিবদ্ধ আছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিন। নিম্নে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আমদানির ক্ষেত্রে: পণ্য যখন আমদানি করা হয়, তখন আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট, রেগুলেটরী ডিউটি, অগ্রিম আয়কর, এটিভি যা প্রযোজ্য হয় তা পরিশোধ করতে হয়। আমদানি পণ্য শুল্কায়ন শেষে ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে এই অর্থ পরিশোধ করতে হয়। আমাদের দেশের সিংহভাগ আমদানি হয় চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মাধ্যমে। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের অভ্যন্তরে সোনালী ব্যাংকের শাখা রয়েছে, যেখানে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে অর্থ জমা দেয়া যায়। তাছাড়া, ঢাকা কাস্টম হাউস, আইসিডি কমলাপুর, বেনাপোল কাস্টম হাউস এবং মংলা কাস্টম হাউসেও একইভাবে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ জমা নেয়ার ব্যবস্থা আছে। উলেখ্য, এ সকল কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উক্ত কাস্টম হাউসে অবস্থিত ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ জমা প্রদান করতে হবে। অন্য কোথাও অবস্থিত ট্রেজারী কার্যক্রম সম্পাদনকারী সোনালী ব্যাংকের অন্য কোনো শাখায় অর্থ জমা প্রদান করা যাবে না। অনেক আমদানিকারক যাদের নিয়মিত প্রচুর আমদানি হয় তারা তাদের অর্থ উক্ত কাস্টম হাউসের সোনালী ব্যাংকে কাস্টমস কমিশনারের এ্যাকাউন্টে অগ্রিম জমা করে রাখেন। যখন অর্থ পরিশোধ করার প্রয়োজন হয়, তখন এই এ্যাকাউন্টে তার হিসাব থেকে অর্থ বিয়োগ করে ট্রেজারীতে জমা প্রদান করা হয়। অন্যান্য ছোটো ছোটো শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকে অর্থ জমা প্রদান করতে হয়।

উৎপাদন, ব্যবসা ও সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে: সকল উৎপাদনকারী "চলতি হিসাব পুস্তক" (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করেন। তারা যখন কোনো পণ্য বিক্রি করেন, তখন চলতি হিসাবের স্থিতি (Balance) থেকে প্রযোজ্য ভ্যাট বিয়োগ করে ভ্যাট পরিশোধ করেন। উলেখ্য, তাকে পূর্ব থেকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান করে চলতি হিসাবের স্থিতিতে যোগ করে রাখতে হয়। অর্থাৎ তিনি ভ্যাটের অর্থ অগ্রিম পরিশোধ করে রাখেন। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট শাখায় অর্থ জমা দিতে হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংকে বা ট্রেজারী কার্যক্রম সম্পাদনকারী সোনালী ব্যাংকের যে কোনো শাখায় অর্থ জমা প্রদান করা যায়। যে সকল ব্যবসায়ী এবং সেবাপ্রদানকারী "চলতি হিসাব পুস্তক" সংরক্ষণ করেন, তারাও উক্তভাবে অর্থ জমা প্রদান করেন। যে সকল ব্যবসায়ী এবং সেবাপ্রদানকারী "চলতি হিসাব পুস্তক" সংরক্ষণ করেন না, তারা দাখিলপত্র জমা দেয়ার পূর্বে ভ্যাটের অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন।

(৬) সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক ভ্যাটের অর্থ জমা প্রদান: কোনো নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধের জন্য সেবা গ্রহণকারীকে দায়িত্ব দেয়া যাবে। এই বিধান অনুসারে "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবার ক্ষেত্রে (যা সাধারণত: আমরা বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট বলে বুঝে থাকি) সেবা গ্রহণকারীকে মূসক পরিশোধের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধের বিধান আছে। অন্যান্য সকল সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহণকারীর নিকট থেকে ভ্যাটের অর্থ আদায় করে সেবা প্রদানকারী সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করে থাকেন। স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিকের ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। ভাড়া গ্রহীতা ভাড়ার অর্থ মালিককে দিয়ে দেবেন। অতঃপর ভাড়া গ্রহীতা ভ্যাটের অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে, ট্রেজারী চালান স্থানীয় ভ্যাট সার্কেল অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। বর্তমানে "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৯ শতাংশ। উলেখ্য, শুধুমাত্র বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য ভাড়াকৃত স্থান ও স্থাপনার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য

হবে। আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থান ও স্থাপনার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও ৩০০ বর্গফুট পর্যন্ত আয়তনের কোন স্থান ও স্থাপনার ক্ষেত্রে ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। ছোট ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য ৩০০ বর্গফুট পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে ভাড়াগ্রহণ ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট আরোপের পর তারা তাদের ওপর থেকে বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট মওকুফ করার জন্য আবেদন জানাতে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটের প্রাক্কালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট শর্তসাপেক্ষে মওকুফ করা হয়েছে। শর্ত হলো তাদের কার্যক্রম ২০১৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে হবে। অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। তাদের জন্য বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট একটি অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে দাঁড়ায়। তারাও একইভাবে বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট মওকুফ করার জন্য আবেদন জানিয়ে আসছিল। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটের প্রাক্কালে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত বা টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্ত সকল প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক বাড়ি ভাড়া গ্রহণ ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। রপ্তানিকারকগণ এই ক্ষেত্রে ভ্যাট নিবন্ধিত উৎপাদকদের আওতাভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন প্রায়শই উত্থাপিত হয় যে, ফ্যাক্টরী ছাড়াও হেড অফিস যদি বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্থাপন করা হয়, তাহলে উক্ত বাড়ি ভাড়া ভ্যাটমুক্ত হবে কি-না। উত্তর হলো "না"। হেড অফিস বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্থাপন করলে বাড়ি ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। কারণ, ভ্যাট ব্যবস্থায় নিবন্ধিত ব্যক্তির অঙ্গন সুস্পষ্টরূপে বুশ্বিন্টের মাধ্যম নির্দিষ্টকৃত হতে হয়। "মূসক-৭" ফরমের মাধ্যমে তা ঘোষিত হতে হয়। এই ঘোষণার বাইরের কোন স্থাপনা নিবন্ধিত প্রাঙ্গন হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, অন্য কোন স্থাপনা নিবন্ধিত প্রাঙ্গনের কোনো সুবিধা পাবে না। তাই, হেড অফিসের জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়া হলে বাড়ি ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

৭। সম্পূরক শুল্ক আরোপ।— (১) বিলাস পণ্য, অত্যাৱশ্যক নহে এবং সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত এবং অন্যান্য পণ্য ও সেবা যাহার উপর জনস্বার্থে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যুক্তিযুক্ত তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত এমন পণ্য ও সেবা যাহা বাংলাদেশে সরবরাহকৃত, আমদানিকৃত বা প্রদত্ত হয় উহার উপর উক্ত তফসিলে উল্লিখিত হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে।

(২) সম্পূরক শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবার মূল্য হইবে,

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, আমদানি শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে Customs Act এর Section 25 অথবা section 25A এর অধীন আমদানী শুল্ক আরোপনীয় মূল্যের সহিত আমদানী শুল্ক যোগ করিয়া যে মূল্য হয় সেই মূল্য;

(খ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে, প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক এবং করযোগ্য অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক উক্ত পণ্যের ক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্য পণ্য যাহাতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না;

(গ) বাংলাদেশে প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে, সেবা প্রদান বাবদ সর্বমোট প্রাপ্তি যাহাতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না; এবং

(ঘ) যে পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হইবে সেই পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে এই আইনের ধারা ৫(৩) এ বর্ণিত খুচরা মূল্য উক্ত পণ্যের মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) মূল্য সংযোজন কর যে সময় ও পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হইবে।

৭। সম্পূরক শুল্ক আরোপ।— এ পর্যায়ে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে, সম্পূরক শুল্ক কি? ভ্যাট আইনের আওতায় তিনটি কর আদায় করা হয়। যথা: (১) ভ্যাট; (২) সম্পূরক শুল্ক; এবং (৩) টার্নওভার কর। নিম্নে সম্পূরক শুল্ক বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

সম্পূরক শুল্ক বলতে আমরা কি বুঝি?

'সম্পূরক' শব্দটির অর্থ হলো অতিরিক্ত। স্বাভাবিকের চেয়ে কোনো কিছু অতিরিক্তকে সম্পূরক বলা হয়। 'সম্পূরক শুল্ক' এমন একটি কর যা স্বাভাবিক করের অতিরিক্ত। আমরা জানি, আমাদের দেশে মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় তিনটি কর আদায় করা হয়। মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় মূলত: আদায় করা হয় ভ্যাট। ভ্যাট আদায় করাই মূল্য সংযোজন কর আইনের মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত: ভ্যাট ব্যবস্থার আওতায় ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩% হারে টার্নওভার কর আদায়ের বিধান করা হয়েছে। তাই, টার্নওভার করও মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় আদায় করা হয়। উল্খ্য, আমাদের দেশে যে পরিমাণ টার্নওভার কর আদায় করা হয় তা যৎসামান্য। আমাদের দেশে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ১৬ (ষোলো) হাজার। এই খাতে বর্তমানে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৬ (ছয়) কোটি টাকা মাত্র যা যৎসামান্য বললেও বেশী বলা হবে। তাই, টার্নওভার কর নিয়ে আমাদের অনেক ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। তৃতীয়ত: ভ্যাট এবং টার্নওভার কর ব্যতীত আর একটি কর মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় আদায় করা হয়, তা হলো সম্পূরক শুল্ক। সম্পূরক শুল্ক আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে আদায় করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত নেই। আমদানি পর্যায়ে এবং উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপের জন্য দু'টি তালিকা রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইনের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত পণ্যসমূহের ওপর আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। তবে, উক্ত তফসিলের কয়েকটি শিরোনাম সংখ্যার বিপরীতে উল্লিখিত H. S. Code এর আওতাধীন পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্কের হার শূন্য। উক্ত শিরোনামসমূহ হলো: ০৪.০২, ২৭.১১ এবং ৭২.০৯। অনুগ্রহ করে তৃতীয় তফসিল দেখুন (পৃষ্ঠা নং ৩৯৭ থেকে ৪২৮)। উৎপাদন পর্যায়ে কোন্ কোন্ পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে তা এসআরও নং-১৮৪-আইন-/২০১২/৬৪২-মূসক। তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২ এ বর্ণিত আছে। সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হবে বিলাস পণ্যের ওপর (যেমন: গাড়ি); অত্যাবশ্যিক নয় এমন পণ্যের ওপর (যেমন: টাইলস) এবং সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যের ওপর (যেমন: সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি)।

(১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য: আমরা ওপরের বর্ণনায় জেনেছি যে, কোন্ কোন্ পণ্যের ওপর আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। উপ-ধারা (১) এ সাধারণভাবে কোন্ কোন্ পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হতে পারে তা বর্ণিত রয়েছে। তা হলো বিলাস পণ্য (Luxury Goods), অত্যাবশ্যিক নয় এমন পণ্য (Unnecessary Goods), সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্য (Socially Undesirable Goods) এবং অন্যান্য পণ্য (Other Goods)। মূল্য সংযোজন কর আইনের তৃতীয় তফসিলের মাধ্যমে এবং এসআরও নং-১৮৪-আইন-/২০১২/৬৪২-মূসক। তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে যে সকল পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে তা উক্ত ক্যাটাগরীসমূহের আওতায় পড়বে।

সম্পূরক শুল্ক কোন্ মূল্যের ওপর আরোপ করা হবে?

ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এ ৪টি দফা রয়েছে। ৪টি দফায় ৪ ধরনের পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক আরোপের জন্য ভিত্তিমূল্য কি হবে সে বিষয়ে বিধান বর্ণিত আছে। নিম্নে উহা আলোচনা করা হলো।

উপ-ধারা (২) এর দফা (ক): আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপের ভিত্তি

আমদানি পর্যায়ে কোনো পণ্যচালানের ওপর শুল্ক-করাদি আদায়ের জন্য প্রথমে উক্ত পণ্যচালানের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (Assessable Value) নির্ধারন করা হয়। শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের সাথে আমদানি শুল্কের পরিমাণ যোগ করে এবং যদি উক্ত পণ্যের ওপর রেগুলেটরী ডিউটি (আরডি) থাকে তা যোগ করে যে মূল্য পাওয়া যায় তা হবে উক্ত পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপের জন্য ভিত্তিমূল্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি পণ্যচালানের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা)। এই পণ্যের ওপর আমদানি শুল্কের হার ২০%। সে হিসেবে আমদানি শুল্কের পরিমাণ হবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)। এই পণ্যের ওপর আরডি আরোপিত আছে ৫%। সে হিসেবে আরডির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা। এখন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (৫,০০,০০০/-), আমদানি শুল্ক (১,০০,০০০/-) এবং আরডি (২৫,০০০/-) যোগ করতে হবে। যোগ করে পাওয়া গেল ৬,২৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা)। এই ভিত্তির ওপর সম্পূরক শুল্কের হার প্রয়োগ করতে হবে। এই পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্কের হার যদি ২০% হয়, তাহলে এই পণ্যচালানের ওপর সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ হবে (৬,২৫,০০০.০০ X ২০%) = ১,২৫,০০০.০০ টাকা। বিষয়টি গাণিতিকভাবে নিম্নে পেশ করা হলো।

Assessable Value + Customs Duty + Regulatory Duty X Rate of Supplementary Duty = Supplementary Duty
Tk. 5,00,000.00 + 1,00,000.00 + 25,000.00 = 6,25,000.00 X 20% = SD 1,25,000.00.

ধারা-৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ): উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপের জন্য মূল্যভিত্তি

পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। উক্ত ঘোষিত মূল্য ভ্যাট বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট হ'তে অনুমোদন করাতে হয়। মূল্য ঘোষণা ফরমে উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল উপকরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। পণ্যটি উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের নাম, প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ এবং তার মূল্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। উপকরণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার পর উক্ত পণ্য উৎপাদনে যে সকল খাতে মূল্য সংযোজন হবে তা লিপিবদ্ধ করতে হয়। বিভিন্ন খাতে মূল্য সংযোজন হ'তে পারে। যেমন: কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, যন্ত্রপাতির অবচয় (Depreciation), পরিবহন ব্যয়, ব্যাংক সুদ, কমিশন, বিভিন্ন চার্জ ও ফি, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, খুচরা যন্ত্রাংশ, মুনাফা ও অন্যান্য ব্যয় ইত্যাদি। উপকরণ এবং মূল্য সংযোজন যোগ করে যে মূল্য পাওয়া যাবে তা বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হ'তে হবে। অনুমোদিত হলে, এই মূল্যের ওপর সম্পূরক শুল্কের হার প্রয়োগ করতে হবে। অনুমোদিত মূল্য এবং সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ যোগ করে তার ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। ধরা যাক, এক কোটা শ্যাম্পু উৎপাদনে ঘোষিত

উপকরণের মূল্য ৩৪ টাকা। এবং ঘোষিত মূল্য সংযোজন ২৮ টাকা। উপকরণ এবং মূল্য সংযোজন যোগ করলে দাঁড়ায় $(৩৪+২৮)=৬২$ টাকা। শ্যাম্পুর ওপর সম্পূরক শুল্কের হার ১৫%। তাহলে এক্ষেত্রে শ্যাম্পুটি বিক্রি করার সময় সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াবে $(৬২ \times ১৫\%) = ৯.৩০$ টাকা। এবং ভ্যাটের পরিমাণ দাঁড়াবে $(৬২+৯.৩০ = ৭১.৩০ \times ১৫\%) = ১০.৬৯$ টাকা। উৎপাদকের চলতি হিসাব পুস্তকের (মূসক-১৮) স্থিতি থেকে প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক বিয়োগ করে উক্ত পণ্য বিক্রয় করতে হবে। উল্লেখ্য, চলতি হিসাব রেজিস্টারে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্কের জন্য আলাদা আলাদা স্থিতি রাখতে হবে।

ধারা-৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ): সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক আরোপের ভিত্তি

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা বাবদ যে মূল্য গ্রহণ করা হয়, যা ভ্যাটের ভাষায় "সর্বমোট প্রাপ্তি" হিসেবে বিবেচিত। সে মূল্যই হলো সম্পূরক শুল্ক আরোপের জন্য ভিত্তিমূল্য। সেবার ক্ষেত্রে প্রথমে "সর্বমোট প্রাপ্তি"র ওপর সম্পূরক শুল্কের হার প্রয়োগ করে সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। অতঃপর "সর্বমোট প্রাপ্তি"র সাথে সম্পূরক শুল্ক যোগ করা হয়। যোগ করে যে মূল্য পাওয়া যায়, তার ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যায়।

ধারা-৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ): খুচরা মূল্যভিত্তিক পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক আরোপের ভিত্তি

এ বিষয়টি বুঝতে হলে, প্রথমে ভ্যাটের ক্ষেত্রে খুচরাভিত্তিক মূল্য বলতে কি বুঝায় তা জানতে হবে। ইতোপূর্বে ধারা-৫ এর উপ-ধারা (৩) আলোচনার সময় আমরা খুচরাভিত্তিক মূল্য বিষয়ে জেনেছি। তবুও এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় ভ্যাট ব্যবস্থায় খুচরাভিত্তিক মূল্য আলোচনা করা হলো। আমাদের দেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এবং বিএসটিআই এর বিধান অনুসারে পণ্যের গায়ে, ধারকে, মোড়কে পণ্যের খুচরা মূল্য এবং পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণ (Contents) লেখা থাকতে হয়। আমরা প্রায় সকল পণ্যের গায়ে এরূপ লেখা দেখে থাকি। ভ্যাটের সাথে উক্ত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের (Maximum Retail Price) তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। সাধারণত: পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য যাই হোক না কেন, ভ্যাট প্রদানের জন্য উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দিতে হয়। ঘোষিত এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত মূল্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়, তা সে পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য যা-ই হোক না কেন। সাধারণত: কোনো পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের তুলনায় ভ্যাট প্রদানের জন্য অনুমোদিত মূল্য অনেক কম হয়। কারণ, উহা উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট প্রদানের জন্য মূল্য। তবে, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক আরোপের বিধান করা হয়েছে। পণ্যসমূহ হলো সিগারেট, এ্যারোসোল এবং ডিসইনফেকট্যান্ট। এই পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট মওকুফ করা আছে। উৎপাদন পর্যায়ে বিভাগীয় কর্মকর্তা যে মূল্য অনুমোদন করে থাকেন, তা সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য হিসাবে পণ্যের গায়ে, ধারকে, মোড়কে উল্লেখ থাকে। উৎপাদন পর্যায়ে সরাসরি উক্ত মূল্যের ওপর ভ্যাটের হার এবং সম্পূরক শুল্কের হার প্রয়োগ করে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

ধারা-৭ এর উপ-ধারা (৩): সম্পূরক শুল্ক প্রদানের সময়

মূল্য সংযোজন কর যে সময়ে এবং যে পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়, সে একই সময়ে এবং একই পদ্ধতিতে সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করা হয়। এ বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। যখন পণ্য

সরবরাহ করা হয়; যখন সরবরাহ সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয়; যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায় - এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো ঘটনা প্রথমে ঘটলেই সে সময়ে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করে দিতে হবে। পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে অর্থ জমা দিয়ে চলতি হিসাব রেজিস্টারে স্থিতি (Balance) রাখতে হয়। উক্ত স্থিতি থেকে বিয়োগ করে সম্পূরক শুল্ক প্রদান করতে হয়। সেবার ক্ষেত্রে দাখিলপত্র দাখিলের পূর্বে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সম্পূরক শুল্ক বাবদ অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

৮। টার্নওভার কর।— (১) করযোগ্য পণ্যের প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি, যাহার ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই তিনি তাহার বার্ষিক টার্নওভারের তিন শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করিবেন।

(১ক) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আদায়ের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) সর্বোচ্চ কি পরিমাণ টার্নওভারের ওপর টার্নওভার কর প্রদেয় হইবে তাহা নির্ধারণ, টার্নওভার করদাতাগণের তালিকাভুক্তি ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা প্রদান, প্রদেয় টার্নওভার কর নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতি, নিরূপণের বিরুদ্ধে আপীল, অপরাধ ও দণ্ডসমূহ, পণ্য আটক, ন্যায়-নির্ণয়ন, বাজেয়াপ্তি ও জরিমানা আরোপ এবং তৎসমূহ সম্পর্কিত আপীল, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা, হিসাবরক্ষণ, কম পরিশোধিত বা বকেয়া কর আদায়, ভুলবশতঃ বা অধিক পরিশোধিত কর প্রত্যর্পণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ড, জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনা এবং যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্বক সরকারী গেজেটে জারীকৃত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্তসাপেক্ষে, যে কোন পণ্য বা সেবাকে 'টার্নওভার' কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) বোর্ড, জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এবং যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্বক সরকারী গেজেটে জারীকৃত আদেশ দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট পণ্য, পণ্যশ্রেণী বা সেবা প্রদানকারীকে বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ নির্বিশেষে ধারা ১৫ এর আওতায় নিবন্ধিত হওয়াসহ মূল্য সংযোজন কর প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। টার্নওভার কর।— টার্নওভার কর বিষয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে, টার্নওভার কর বলতে আমরা কি বুঝি? নিম্নে উহা আলোচনা করা হলো।

টার্নওভার কর বলতে আমরা কি বুঝি?

আমরা জানি, মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় আমাদের দেশে ৩টি কর আদায় করা হয়। তা হলো: (১) ভ্যাট; (২) সম্পূরক শুল্ক; এবং (৩) টার্নওভার কর। টার্নওভার কর হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদকদের বা সেবা প্রদানকারীদের সহযোগিতার জন্য ভ্যাটের হারের নিম্নে একটি করহার যা আমাদের দেশে বর্তমানে ৩%। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক ও সেবা প্রদানকারীগণ বৃহৎ উৎপাদক ও সেবা প্রদানকারীদের সাথে একই রকম করভার নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। তাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য ৩% হারে টার্নওভার করের বিধান করা হয়েছে। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় যে সকল উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার অর্থাৎ বার্ষিক বিক্রয় ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, তাদেরকে ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদানের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয়। তবে, কিছু কিছু পণ্য ও সেবা রয়েছে যাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাট প্রদান করতে হবে, তা তাদের উৎপাদনের বা সেবা প্রদানের পরিমাণ যা-ই হোক না কেনো। যে সকল উৎপাদক এবং সেবা প্রদানকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাট প্রদান করতে হবে, তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৮৩-আইন/২০১২/৬৪১-মুসক, তারিখ: ৭ জুন, ২০১২ এ বর্ণিত আছে। বাধ্যতামূলক ভ্যাটের আওতায় প্রধান

প্রধান আইটেমগুলো হলো: ফলের রস, মিনারেল ওয়াটার, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক, সিগারেট, বিড়ি, জর্দী, গুল, ঔষধ ইত্যাদি। তাছাড়া, বর্তমানে প্রায় ৬৮টি সেবা বাধ্যতামূলক ভ্যাটের আওতায় রয়েছে। বিস্তারিত তালিকা দেখার জন্য অনুগ্রহ করে এসআরওটি দেখুন (পৃষ্ঠা নং ৫৩১ থেকে ৫৩৫)।

ধারা-৮ এর উপ-ধারা (১): টার্নওভার করের হার ৩ শতাংশ

এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, যে সকল প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা ব্যবসা বা সেবা প্রদানের পরিমাণ ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদেরকে ১৫% হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। বরং তাদেরকে ৩% হারে টার্নওভার কর পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৬ (ষোলো) হাজার প্রতিষ্ঠান টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত রয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই উৎপাদক বা প্রস্তুতকারক। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৫টি হেডিংভুক্ত পণ্যকে বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাট প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। এর মধ্যে কতিপয় ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সেবার ক্ষেত্রে ৬৮টি সেবাকে বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধনের বিধান করা হয়েছে। তাই, অধিকাংশ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত রয়েছে। আমাদের দেশে কয়েক লক্ষ ব্যবসায়ী ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত আছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউই টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত নেই। উল্খ্য, আমাদের দেশে বার্ষিক টার্নওভার কর আদায় হয় প্রায় ৬ (ছয়) কোটি টাকা মাত্র যা আমাদের মোট রাজস্ব আদায়ের বিবেচনায় যৎসামান্য। টার্নওভার কর মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার একটি বিচ্যুতি (Distortions)। ৩% টার্নওভার করের ফলে বাজারে অসম ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার পরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ৩% হারে টার্নওভার করের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-৮ এর উপ-ধারা (২): টার্নওভার কর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে

এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, টার্নওভার কর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। এই বিষয়গুলো হলো: (১) সর্বোচ্চ কি পরিমাণ টার্নওভারের ওপর টার্নওভার কর প্রদেয় হবে। বিধি-৪ এর মাধ্যমে এই সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ কারোর সরবরাহ বা সেবা প্রদানের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে, তিনি ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদান করবেন। (২) টার্নওভার করদাতাগণের তালিকাভুক্তিকরণ ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা প্রদান; (৩) প্রদেয় টার্নওভার কর নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতি; (৪) নিরূপনের বিরুদ্ধে আপীল; (৫) অপরাধ ও দণ্ডসমূহ; (৬) পণ্য আটক; (৭) ন্যায়-নির্ণয়ন; (৮) বাজেয়াপ্তি ও জরিমানা আরোপ এবং সে বিষয়ে আপীল; (৯) কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা নির্ধারণ; (১০) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন; (১১) বকেয়া টার্নওভার কর আদায়; (১২) প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। উল্খ্য, টার্নওভার কর সংক্রান্ত এসকল যাবতীয় বিষয় মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৪ এ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। উহা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

ধারা-৮ এর উপ-ধারা (৩): টার্নওভার কর হ'তে অব্যাহতি প্রদান

এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনে যেকোনো পণ্য বা সেবাকে টার্নওভার কর হ'তে অব্যাহতি দিতে পারবে। উল্খ্য, এ পর্যন্ত কোনো পণ্য বা সেবাকে টার্নওভার কর হ'তে অব্যাহতি দিয়ে কোনো আদেশ জারী করা হয়নি। অর্থাৎ যে সকল প্রতিষ্ঠান

বাধ্যতামূলক ভ্যাটের আওতায় নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা বা তার কম হলে তারা টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

ধারা-৮ এর উপ-ধারা (৪): বাধ্যতামূলক ভ্যাট

এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, কিছু কিছু পণ্য বা সেবা ৩% টার্নওভার কর প্রদান করার সুবিধা পাবে না। অর্থাৎ তাদের বার্ষিক উৎপাদন বা সেবা প্রদানের পরিমাণ ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা বা তার কম হলেও তারা ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে না। তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ১৫% ভ্যাট প্রদান করতে হবে। এই উপ-ধারার বিধানবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এসআরও নং-১৮৩-আইন/২০১২/৬৪১-মূসক, তারিখ: ৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে প্রায় ৪৫টি হেডিংভুক্ত পণ্যসমূহকে এবং প্রায় ৬৮টি কোডভুক্ত সেবাসমূহকে আবশ্যিকভাবে ভ্যাট প্রদান করার আদেশ প্রদান করেছে। যে সকল পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভ্যাট প্রদান করতে হবে সেগুলো হলো: সকল প্রকার ফলের রস এবং ফ্রুট ড্রিংক, মিনারেল ওয়াটার, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক, সকল প্রকার সিগারেট, বিড়ি, জর্দা এবং গুল, এন্টিসেপ্টিক, ডিসইনফেকট্যান্ট ও ঔষধ, পেইন্টস, পিগমেন্টস, ভার্নিসেস ও পলিসেস, কসমেটিক্স, কেশ পরিচর্যায় ব্যবহৃত সামগ্রী, শেভ-পূর্ব, শেভিং অথবা শেভ পরবর্তীতে ব্যবহার্য প্রশাধন সামগ্রী, শরীরের দুর্গন্ধ এবং ঘাম দূরীকরণে ব্যবহৃত সামগ্রী, সুগন্ধযুক্ত বাথসল্ট এবং অন্যান্য গোসল সামগ্রী, তরল সাবানসহ সকল প্রকার সাবান (লব্ধী সাবান ব্যতীত), সকল প্রকার দিয়াশলাই, সকল প্রকার মশার কয়েল, সকল প্রকার ইট, সকল প্রকার সিরামিক এবং পোরসিলিনের তৈরি পণ্য, এমএস প্রোডাক্ট, বৈদ্যুতিক পাখা, ড্রাইসেল ব্যাটারি ও স্টোরেজ ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাস্ব, রাবার ও প্লাস্টিক ফোম।

যে সকল সেবাসমূহের ওপর আবশ্যিকভাবে ভ্যাট প্রদান করতে হবে সে সকল সেবাসমূহ হলো: হোটেল, রেস্তোরাঁ, ডেকোরেশন ও ক্যাটারিং, মোটর গাড়ির গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ, ডকইয়ার্ড, নির্মাণ সংস্থা, পণ্যাগার, বন্দর, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ছাপাখানা, নিলামকারী সংস্থা, ভূমি উন্নয়ন সংস্থা, ভবন নির্মাণ সংস্থা, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স, বা ইন্টারনেট সংস্থা, সিম কার্ড সরবরাহকারী, ইনডেনটিং সংস্থা, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং সংস্থা, কমিউনিটি সেন্টার, চলচ্চিত্র স্টুডিও, জরিপ সংস্থা, চলচ্চিত্র প্রদর্শক (প্রেক্ষাগৃহ), চলচ্চিত্র পরিবেশক, আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র, ওয়াশা, স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী, বীমা কোম্পানি, কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস, পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং-এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম, ইজারাদার, অডিট এ্যান্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্ম, শিপিং এজেন্ট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল লঞ্চ সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল রেলওয়ে সার্ভিস, যোগানদার, বিদেশী শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক, স্যাটেলাইট ক্যাবল অপারেটর, স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটর, সিকিউরিটি সার্ভিস, হেলথ ক্লাব ও ফিটনেস সেন্টার, খেলাধুলার আয়োজক, পরিবহন ঠিকাদার, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, বোর্ড সভায় যোগদানকারী, উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী, ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী, বিদ্যুৎ বিতরণকারী, চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা, গ্যাসশিট প্রলেপকারী প্রতিষ্ঠান, নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা, ক্রেডিট কার্ড

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিনিময়কারী (মানি চেঞ্জার) প্রতিষ্ঠান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টেইলারিং শপ ও টেইলার্স, এ্যামিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক, পিকনিক স্পট ও গ্যুটিং স্পট, ভবন, মেঝে ও অঙ্গন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা, লটারীর টিকেট বিক্রয়কারী, অনুষ্ঠান আয়োজক, মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এবং স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী।

(৮ক), (৮খ) (৮গ) বিলুপ্ত।

৮ঘ। বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন।— বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দেশের সমগ্র এলাকা বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট পরিসীমা বা শ্রেণীর করদাতার নিকট হইতে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও আবগারী শুল্ক আদায় ও তত্ত্বাবধানের জন্য উক্ত শ্রেণীর করদাতাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Taxpayer Unit বা LTU) গঠন করিতে পারিবে।

৮ঘ। বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন।— ধারা-৮ (ঘ) এর মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) গঠন করার বিধান করা হয়েছে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) হলো একটি কমিশনারেট যেখানে ভ্যাট প্রদানকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্য ভ্যাট কমিশনারেটসমূহের প্রশাসনিক এলাকা ভৌগোলিকভাবে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু এলটিইউ (ভ্যাট) কমিশনারেটের প্রশাসনিক এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ। সারা দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান এলটিইউ কমিশনারেটের আওতায় আনা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-০১/মুসক/২০১২ তারিখ: ০৩/০১/২০১২ অনুসারে, পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছরে গড় বার্ষিক ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠান এলটিইউ কমিশনারেটের আওতাভুক্ত হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটির প্রধান হলেন সদস্য (মুসক বাস্তবায়ন ও আইটি)। কোন প্রতিষ্ঠান এলটিইউতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন করলে উক্ত কমিটি আবেদনটি বিচার বিশেষণ করে থাকে। তবে, এলটিইউতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) এর বেশি হবে না। বর্তমানে এলটিইউ কমিশনারেটের আওতায় প্রায় ১৬৮ (এক শত আটষট্টিটি) প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এলটিইউ কমিশনারেট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সনিকটে ২য় ১২তলা সরকারী কার্যভবনের ৭ম তলায় অবস্থিত। এখানে সার্কেল, বিভাগ এবং কমিশনারেট একই দপ্তরে অবস্থিত হওয়ায় ভ্যাটদাতাগণ এক দপ্তর থেকে সকল সেবা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান এলটিইউ কমিশনারেটের আওতায় আসতে আগ্রহী। বেশি প্রতিষ্ঠান এলটিইউতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহী হলে আরো একটি এলটিইউ দপ্তর খোলার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, আয়কর প্রশাসনেও এরূপ বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) রয়েছে।

৯। কর রেয়াত।— (১) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী প্রতি কর মেয়াদে তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার উপর প্রদেয় উৎপাদ করের (output tax) বিপরীতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথাঃ-

- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- (খ) টার্নওভার করের আওতাভুক্ত করদাতার নিকট হইতে সংগৃহীত উপকরণের উপর পরিশোধিত টার্নওভার কর;
- (গ) পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;

(ঘ) প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোন দফায় পুনঃব্যবহারযোগ্য মোড়কের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ঙ) করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত হইলেও কোন দালান-কোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুস্বীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, পুনঃসংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ, সকল প্রকার আসবাবপত্র, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ইত্যাদি ক্রয় বা মেরামতকরণ, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা, যানবাহন, ইত্যাদি ভাড়া বা লীজ গ্রহণ, ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং সেবার উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(চ) করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, বিভিন্ন পণ্য ও সেবা এবং উহাদের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের হারের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর;

(ছ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ছছ) ধারা ৫ এর—

(অ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পণ্যের করযোগ্য মূল্য ভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(আ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;

(জ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(জজ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪ক) এ উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;

(ঝ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ঞ) পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারী এবং ক্রেতার নিবন্ধন সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন নিবন্ধন সংখ্যা সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি বা চালানপত্রে উল্লিখিত উপকরণ কর;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহির হইতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ মূল্য বা পণ্য মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত থাকা ও সরকারী ট্রেজারীতে উক্ত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রমাণপত্র থাকা সাপেক্ষে রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;

(ট) অন্যের অধিকারে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্যের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ঠ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ড) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে যে কারণে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টির অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর; এবং

(ঢ) পণ্য বা সেবার উপকরণের ক্রয় মূল্য এক লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব হইলে এবং উহার সমুদয় বা আংশিক ক্রয় মূল্য ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যতিত পরিশোধিত হইলে, সেক্ষেত্রে উক্ত ক্রয়মূল্যের উপর পরিশোধিত উপকরণ করঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত দলিলাদি করদাতা তাহার অধিকারে পাওয়া সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে একই কর মেয়াদে সমুদয় উপকরণ তাহার উৎপাদন, সরবরাহ বা সেবা প্রদানস্থলে প্রবেশ করাইতে ব্যর্থ হইলে অথবা ভুলবশতঃ একই করমেয়াদে রেয়াত গ্রহণে অসমর্থ হইলে উক্ত উপকরণ উৎপাদন, সরবরাহ বা সেবা প্রদানস্থলে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করানো সাপেক্ষে পরবর্তী দুইটি করমেয়াদের যে কোন তারিখে উক্ত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি উক্তরূপ কর রেয়াত গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ধারা ৩৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গৃহীত রেয়াত নাকচ করিয়া চলতি হিসাব বা দাখিলপত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের ফলে কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট হইলে তিনি, উক্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে নির্দেশ প্রদানের তারিখ হইতে পনের কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(২খ) উপ-ধারা (২ক) এর অধীন কোন লিখিত আপত্তি দাখিল করা হইলে, উক্ত কর্মকর্তা লিখিত আপত্তি দাখিলের তারিখ হইতে পনের কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি দাখিলকারী ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানপূর্বক, উহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তার অনুরূপ কোন আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৩) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি যিনি মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য নহে এমন পণ্যও সরবরাহ করেন বা এমন সেবাও প্রদান করেন তিনি মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে বা প্রদত্ত সেবায় মোট উপকরণের যে পরিমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই পরিমাণের অনুপাতে উৎপাদনের বিপরীতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা ব্যবসায়ী কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধিত উপকরণ উৎপাদনস্থল, সেবা প্রদান বা ব্যবসায়স্থলে সংরক্ষণকালে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের উপকরণ কর বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

৯। কর রেয়াত।— (১) এই ধারাটি বেশ বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এখানে ৬ (ছয়)টি উপ-ধারা রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইনে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে তন্মধ্যে ধারা-৯ একটি অন্যতম ধারা। উপকরণ এবং রেয়াত সংক্রান্ত বিষয় ধারা-২, ধারা-৯ এবং বিধি-১৯ এ বর্ণিত আছে। ধারা-২ এ বলা আছে যে, কি কি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কি কি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। ধারা-৯ এ বলা আছে যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রেয়াত পাওয়া যাবে না। আর বিধি-১৯ এ বলা আছে যে, কোন্ কোন্ সেবার ক্ষেত্রে আংশিক রেয়াত পাওয়া যাবে। উপকরণ কর রেয়াত বুঝতে হলে এই দু'টি ধারা এবং একটি বিধির বিধান সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে। কোন্ কোন্ উপকরণের ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না তা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আছে। সাধারণ ভাষায় এই বিষয়সমূহকে রেয়াতের নেগেটিভ লিস্ট বলা হয়। ইতোপূর্বে ইহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

ধারা-৯ এর উপ-ধারা (১): রেয়াতের নেগেটিভ লিস্ট

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের উপকরণের ওপর ভ্যাট পরিশোধিত থাকতে পারে। কিন্তু অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের সরবরাহের ওপর যেহেতু ভ্যাট প্রদান করতে হবে না, তাই এই পণ্যের উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত দেয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হারিকেন একটি ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য। কিন্তু হারিকেনে ব্যবহৃত কয়েকটি উপকরণের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। এই উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না।

(খ) টার্নওভার করার আওতাভুক্ত করদাতার নিকট থেকে সংগৃহীত উপকরণের ওপর পরিশোধিত টার্নওভার কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। কোনো ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যদি টার্নওভার করার আওতাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ৩% হারে টার্নওভার কর পরিশোধ করে উপকরণ সংগ্রহ করে; অতঃপর প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ করে; তাহলে উপকরণের ওপর পরিশোধিত টার্নওভার কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, টার্নওভার করযুক্ত পণ্য উৎপাদন করে যিনি বিক্রি করেন তিনিও রেয়াত পাবেন না। আবার, টার্নওভার কর পরিশোধ করে যিনি উপকরণ কিনবেন তিনিও রেয়াত পাবেন না।

(গ) পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত সম্পূরক শুল্ক রেয়াত পাওয়া যাবে না। রেয়াত পাওয়া যাবে শুধু ভ্যাট। সম্পূরক শুল্ক এবং টার্নওভার কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। তবে উল্লেখ্য যে, পণ্য রপ্তানি করলে, রপ্তানি পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য সকল শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত) রেয়াত পাওয়া যাবে।

(ঘ) প্রথমবার ব্যতীত অন্যকোনো দফায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য মোড়কের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। অনেক মোড়ক আছে যা বারবার ব্যবহার করা হয়। যেমন: কোকের বোতল, পানির জার, অক্সিজেনের সিলিন্ডার ইত্যাদি। সাবানের মোড়ক একবার ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এসকল মোড়ক বহুবার ব্যবহৃত হয়। এসকল মোড়ক যতবারই ব্যবহার করা হোক না কেন, শুধুমাত্র প্রথমবার রেয়াত নেয়া যাবে। পরবর্তী ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ঙ) কোনো দালানকোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। দালানকোঠা নির্মাণ ছাড়াও সুস্বীকরণ, আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ, সংস্কারকরণ, মেরামতকরণ কাজের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। আসবাবপত্র, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোকসরঞ্জাম, জেনারেটর ইত্যাদি ক্রয় বা মেরামতের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন, যানবাহন ইত্যাদি ভাড়া বা লিজ গ্রহণ ইত্যাদির ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না।

(চ) বিধি ১৯ এ বর্ণিত সেবাসমূহের নির্ধারিত শতাংশের অতিরিক্ত: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৯ এর মাধ্যমে কতিপয় পণ্য ও সেবা উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর্থিক রেয়াত প্রদানের বিধান করা হয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে উক্ত বিধিতে নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উক্ত বিধিতে বীমা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিতরণের ওপর ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়ার বিধান করা হয়েছে। টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফ্রাইট ফরোয়ার্ডার্স, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, ওয়াসা, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, যোগানদার, সিকিউরিটি

সার্ভিস, আইন পরামর্শক, পরিবহন ঠিকাদার ও ঋণপত্র সেবা যদি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এসকল সেবার ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর ৬০ (ষাট) শতাংশ রেয়াত নেয়ার বিধান করা হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনো সেবা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হলে, উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট শতভাগ রেয়াত নেয়া যাবে।

(ছ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ের বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভ্রমণের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসের টিকেট কেনা হ'তে পারে। এখানে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এই ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। আবার, এমন হ'তে পারে যে, কোনো ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ কিছু মেহমান দাওয়াত করে রেস্তোরাঁয় আপ্যায়ন করলো। সেখানে বিল পরিশোধ করা হলো। এই বিলের মধ্য ১৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে। এই ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। কর্মচারীর কল্যাণে যদি ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ কোনো কিছু কিনে সরবরাহ দেয় এবং এই ক্রয়ের ওপর যদি ভ্যাট পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে একটি রাস্তা তৈরীর জন্য সিমেন্ট ক্রয় করা হয়, তাহলে সিমেন্টের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। কারণ, ইহা উন্নয়নমূলক কাজের আওতায় পড়েছে।

(ছছ)

(অ) মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত নেই এমন পণ্য: আমরা জানি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। মূল্য ঘোষণার মধ্যে দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রথমত: উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ; এবং দ্বিতীয়ত: উক্ত পণ্য উৎপাদনে যে সকল খাতে মূল্য সংযোজন করা হয়েছে তার বিবরণ। মূল্য ঘোষণার মধ্যে যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা আছে, সে সকল উপকরণের অতিরিক্ত যদি অন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তাহলে উক্ত অতিরিক্ত ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ রেয়াত নিতে হ'লে অবশ্যই উক্ত উপকরণ মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

(আ) প্যাকেজ ভ্যাটের ব্যবসায়ী: আবার, ২৬.৬৭% মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে ৪% ভ্যাট পরিশোধকারী ব্যবসায়ী এবং প্যাকেজ ভ্যাট (৯,০০০/-, ৭,২০০/-, ৫,৪০০/-, ২,৭০০/-) পরিশোধকারী ক্ষুদ্র দোকানদারগণ তাদের উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত পাবেন না।

(জ) সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা প্রদানকারী: যে সকল সেবা প্রদানকারী সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা প্রদান করেন, সে সকল সেবা প্রদানকারী তাদের উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে কোনো রেয়াত নিতে পারবেন না। বর্তমানে ২১টি সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাট পরিশোধের বিধান আছে। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৫২৭ থেকে ৫৩০ তে সেবাসমূহ উল্লেখ করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। আগামী পাঠে রেয়াতের নেগেটিভ লিস্ট এর ওপর আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

(জজ) প্যাকেজ ভ্যাটের আওতাভুক্ত দোকান: প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় ব্যবসায়ীগণ তাদের ক্রয়কৃত উপকরণের ওপর রেয়াত পাবেন না। প্যাকেজ ভ্যাট কি, তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। ছোট ছোট দোকানদারগণ প্যাকেজ ভ্যাট প্রদান করেন। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে সকল ছোট ছোট দোকান প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় নির্বাচন করা হয়, সে সকল দোকান বছরে ৯,০০০/- টাকা; অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে সকল ছোট ছোট দোকান নির্বাচন করা হয়, সে সকল দোকান বছরে ৭,২০০/- টাকা; জেলা শহরের পৌর এলাকায় যে সকল ছোট ছোট দোকান নির্বাচন করা হয়, সে সকল দোকান বছরে ৫,৪০০/- টাকা এবং এই এলাকাসমূহ ব্যতীত

অন্যান্য এলাকায় যে সকল ছোট ছোট দোকান নির্বাচন করা হয়, সে সকল দোকান বছরে ২,৭০০/- টাকা প্যাকেজ ভ্যাট প্রদান করবে। প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানকারী ছোট ছোট দোকানদারগণ কোনো রেয়াত নিতে পারবেন না। প্যাকেজ ভ্যাট মাসিক এবং বার্ষিক এককালীন ভিত্তিতে পরিশোধ করা যায়। উলেখ্য, স্থানীয় দোকান মালিক সমিতি প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ভ্যাট দপ্তরের অফিসার একত্রে সার্ভে করে প্যাকেজ ভ্যাটের আওতাভুক্তিযোগ্য দোকানের তালিকা প্রস্তুত করে থাকেন। উপরের (ছহ)(আ)-তেও এই একই বিধান বর্ণিত আছে।

(ঝ) ট্যারিফ মূল্যের পণ্য: যারা ট্যারিফ মূল্যের পণ্য সরবরাহ করেন বা সেবা প্রদান করেন, তারা রেয়াত পাবেন না। ট্যারিফ মূল্য কি, তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কোনো কোনো পণ্য ও সেবার ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এরূপভাবে নির্ধারিত মূল্যকে ট্যারিফ মূল্য বলা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১২ তারিখ: ০৭/০৬/২০১২ এর মাধ্যমে পণ্য ও সেবার ওপর বর্তমানে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে। অনুগ্রহ করে আদেশটি দেখুন। পৃষ্ঠা নং- . . থেকে . . । একটি বিষয় এখানে উলেখ করা প্রয়োজন। তা হলো, যে সকল পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে, সে সকল পণ্যের ভ্যাট ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতেই নির্ধারণ/প্রদান করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে রেয়াত পাওয়া যাবে না। ইতোপূর্বে বিধান ছিল যে, উৎপাদনকারী ইচ্ছা করলে ট্যারিফ মূল্যবিশিষ্ট পণ্য স্বাভাবিক মূল্যে সরবরাহ করতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করিয়ে, অনুমোদিত মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে, উক্ত পণ্য সরবরাহ করতে পারতেন। তখন তিনি রেয়াত নিতে পারতেন। বর্তমানে এই বিধান বলবৎ নেই।

(ঞ) অন্য ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের বিপরীতে আমদানি বা ক্রয়: যে বিল-অব-এন্ট্রি বা ভ্যাট চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণ আমদানি/ক্রয় করা হয়েছে, সে বিল-অব-এন্ট্রি/ভ্যাট চালানপত্রে পণ্য উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারীর বা ব্যবসায়ীর অর্থাৎ আমদানিকারক বা ক্রেতার ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর উলেখ থাকতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, উপকরণ সদর দপ্তরের ঠিকানায় আমদানি/ক্রয় করা হয়। আবারো দেখা যায় যে, একই মালিকানাধীন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার করে আমদানি/ক্রয় করা হয়েছে, শুধুমাত্র সে প্রতিষ্ঠানই রেয়াত নিতে পারবে। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান উক্ত উপকরণের ওপর রেয়াত নিতে পারবে না। তবে, যদি কোন প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে "মূসক-৯" ফরমে আবেদনের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয় এবং যদি এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির পূর্বের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে পূর্বে এলসিকৃত আমদানিপণ্যের গুণায়নের ক্ষেত্রে বিল-অব-এন্ট্রিতে পূর্বের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর উলেখ থাকবে। এক্ষেত্রে উক্ত বিল-অব-এন্ট্রির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে।

(ট) অন্যের অধিকারে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্যের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, উপকরণ আমদানি করা হয়েছে কিন্তু ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে উক্ত উপকরণ খালাস করা হয়েছে। উপকরণ এখন ব্যাংকের গুদামে রয়েছে। অর্থাৎ উপকরণ অন্যের অধিকারে রয়েছে। এই উপকরণের ওপর আমদানিকারকের দখল নেই। এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। যতটুকু উপকরণের মূল্য ব্যাংকের কাছে পরিশোধ করা হয়, ব্যাংক ততটুকু উপকরণ আমদানিকারককে প্রদান করবে। আমদানিকারক ততটুকু উপকরণ নিজ অঙ্গনে নিয়ে এসে আনুপাতিক হারে ঐ উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। আবার,

এমন হতে পারে যে, উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকারক ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে উপকরণ খালাস করেছেন। উপকরণ আমদানিকারকের গুদামে রয়েছে কিন্তু ব্যাংক গুদাম তালাবদ্ধ করে রেখেছে। আমদানিকারক যতটুকু মূল্য পরিশোধ করেন, ব্যাংক ততটুকু উপকরণ খালাস প্রদান করে। এক্ষেত্রেও একইভাবে আমদানিকারক খালাসকৃত উপকরণের ওপর আনুপাতিক হারে ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকারক যথানিয়মে উহা খালাস করে এনেছেন। কিন্তু আমদানিকারকের অঙ্গনে উপকরণ রাখার মতো যথেষ্ট স্থান নেই। ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত অন্য একটি গুদামে (এস ০০৫.১০: পণ্যাগার) উপকরণ রাখা হয়েছে। আমদানিকারক উক্ত গুদাম থেকে কিছু কিছু উপকরণ নিজ অঙ্গনে নিয়ে আসেন এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহার করেন। তিনি যতটুকু উপকরণ নিয়ে আসবেন ততটুকু উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। তিনি উক্ত গুদামে উপকরণ রাখা বাবদ যে চার্জ বা ফি প্রদান করবেন, তার ওপর উক্ত গুদাম মালিকের নিকট ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এই ভ্যাটও আমদানিকারক রেয়াত নিতে পারবেন।

(ঠ) ক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৬) অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। উপকরণ আমদানি/ক্রয়ের পর নিজ অঙ্গনে নিয়ে আসতে হবে। একটি চালানে যদি একাধিক যানবাহন প্রয়োজন হয়, তাহলে সমুদয় উপকরণ নিজ অঙ্গনে নিয়ে আসার পর, ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অতঃপর চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রেয়াত নিতে হবে। ক্রয় হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার পর দুই ইংরেজি পঞ্জিকা মাসের মধ্যে রেয়াত নিতে হয়। অর্থাৎ মে মাসের যে কোন তারিখে ক্রয় হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হলে, পরবর্তী দুই ইংরেজি পঞ্জিকা মাসের যে কোনো দিনে অর্থাৎ জুন ও জুলাই মাসের যে কোন দিনে চলতি হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রেয়াত নেয়া যাবে। পরবর্তী দুই ইংরেজি পঞ্জিকা মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আর রেয়াত নেয়া যাবে না। ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ না করে রেয়াত নেয়া যাবে না। প্রকৃতঅর্থে উপকরণ নিয়ে আসার পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে সাথে সাথেই চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি করে রেয়াত নিতে হয় এবং সকলে এভাবেই রেয়াত নেই। তবুও দুই কর মেয়াদ সময় দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, যদি কোন কারণে রেয়াত নেয়া সম্ভব না হয় তাহলে যেন তিনি যথেষ্ট পান। পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত না নিলে আর রেয়াত নেয়া যাবে না। রেয়াত তামীদ হয়ে যাবে।

(ড) ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে সাময়িক শুদ্ধায়নকৃত আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে রেয়াত: অনেক সময় নানা কারণে আমদানিস্তরে পণ্যের চূড়ান্ত শুদ্ধায়ন করা সম্ভব হয় না। তখন সাময়িক শুদ্ধায়ন করে পণ্য খালাস দেয়া হয়। শুদ্ধ-করাদির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলে, আপাতত: নির্ধারিত শুদ্ধ-করাদির বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করে, সাময়িক শুদ্ধায়নের মাধ্যমে পণ্য চালান খালাস করা হয়। পরবর্তীতে শুদ্ধ-করাদির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করার পর চূড়ান্ত শুদ্ধায়ন করা হয়। চূড়ান্ত শুদ্ধায়ন করার পর, প্রযোজ্য শুদ্ধ-করাদি পরিশোধ করে বিল-অব-এন্ট্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এভাবে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে যদি কোনো উপকরণ আমদানি করা হয়, তাহলে উক্ত উপকরণের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। কারণ, রেয়াত নিতে হবে উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট। তাই, যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়নি, তা রেয়াত নেয়া যাবে না। তবে, পণ্য চালান চূড়ান্ত শুদ্ধায়নের পর প্রশ্ন আসতে পারে যে, কোন তারিখ থেকে পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেয়া যাবে। কারণ, সাধারণ ক্ষেত্রে উপকরণ উৎপাদনস্থলে পৌঁছানোর পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি করে, এরপর

পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে উপকরণ অনেক পূর্বে ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হয়তোবা দুই কর মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই, যখন পণ্য ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে খালাস নেয়া হবে, তখন পণ্য চালানটি চূড়ান্ত শুদ্ধায়নের পর শুদ্ধ-করাদি ব্যাংকে জমা দেয়ার তারিখ থেকে রেয়াত নেয়ার জন্যে দুই কর মেয়াদ গণনা করতে হবে। অর্থাৎ শুদ্ধ-করাদি ব্যাংকে জমা দেয়ার তারিখের পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। আবার, এমনও হ'তে পারে যে, পণ্যের আংশিক শুদ্ধ-করাদি পরিশোধ করা হয়েছে, এবং অপর আংশিক শুদ্ধ-করাদির বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে যে উপকরণের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে, সে উপকরণ উৎপাদনস্থলে নেয়ার পর, ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার পর দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। আর যে অংশের জন্যে ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, সে অংশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শুদ্ধায়নের পর, ব্যাংক গ্যারান্টি নিষ্পত্তি হওয়ার পর, শুদ্ধ-করাদি জমা প্রদানের তারিখ হ'তে দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে।

(ঢ) উপকরণের মূল্য যদি এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি হয়, আর এই উপকরণ যদি ক্যাশ পেমেন্ট করে কেনা হয়, তাহলে এরূপ উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ উপকরণের মূল্য এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে নন-ক্যাশ পেমেন্ট করতে হবে। ডিডি, টিটি, চেক, পে-অর্ডার, এলসি, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য যদি নগদে পরিশোধ করা হয়, তাহলে উক্ত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। মানুষের মধ্যে নন-ক্যাশ লেন-দেনের অভ্যাস গড়ে তুলার জন্যে এরূপ বিধান করা হয়েছে। নন-ক্যাশ লেন-দেন করলে বিভিন্ন স্থানে রেকর্ড থাকে। যার ফলে, পরবর্তীতে অডিট করা সহজ হয়। এরফলে দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং কালো টাকার ব্যবহার হ্রাস পায়। রেয়াতের নেগেটিভ লিস্ট এর ওপর আলোচনা সম্পন্ন হলো। এই লিস্টের বাইরে যা-কিছু উপকরণ হিসেবে বিবেচ্য [ধারা ২(গ) অনুযায়ী], তার ওপর পরিশোধিত মুসক রেয়াত নেয়া যাবে।

শর্ত: মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধৃত আছে। তা হলো রেয়াত গ্রহণের সময়সীমা। রেয়াত গ্রহণের সময়সীমা হলো সমুদয় উপকরণ ভ্যাট নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার পর এবং উহা ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার পর দুই কর মেয়াদ। এই বিষয়টি অনেকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন না। তাই, এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। আমাদের ভ্যাট আইনে কর মেয়াদ বলতে বুঝায় সাধারণত: ইংরেজী মাসের পূর্ণ এক মাস। অর্থাৎ কোন মাসের প্রথম তারিখ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত। মনে করুন, কোন প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে উপকরণ আমদানি করেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মাধ্যমে। উপকরণ ১০ (দশ) টি ট্রাকে করে চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুরে আমদানিকারকের ভ্যাট নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে আনা হয়েছে। দশটি ট্রাকের শেষ ট্রাক নিবন্ধিত অঙ্গনে প্রবেশ করেছে সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে। সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে উক্ত উপকরণ ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মুসক-১৬) এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। এখন কর মেয়াদ হিসাব করতে হবে পরবর্তী দুই পূর্ণ মাস অর্থাৎ অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস। সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ থেকে অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত নয়। অনেকেই এই বিষয়টিতে ভুল করে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। তা হলো অবশ্যই উপকরণ ভ্যাট নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে হবে এবং উক্ত উপকরণের ওপর আমদানিকারকের পূর্ণ দখল ও কর্তৃত্ব থাকতে হবে। তা না হলে উক্ত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। যদি এমন হয় যে, উপকরণ ভ্যাট নিবন্ধিত অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। তবে, ব্যাংকের কাছে ঋণ থাকার কারণে ব্যাংক উক্ত পণ্য আমদানিকারকের গুদামে তালাবদ্ধ করে রেখেছে। আমদানিকারক যতটুকু উপকরণের মূল্য পরিশোধ করে ব্যাংক ততটুকু উপকরণ গুদাম থেকে খালাস দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে যতটুকু উপকরণ ঋণ পরিশোধ করে খালাস নেয়া হয়, শুধুমাত্র ততটুকু উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে হবে। একবারে সমুদয় উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে না। কারণ, উপকরণের ওপর নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কোন

কর্তৃত্ব নেই। আবার, নিবন্ধিত অঙ্গনে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে যদি অন্য কোন ভ্যাট নিবন্ধিত গুদামে (এস০০৫.১০: পণ্যাগার) উপকরণ রাখা হয়, তাহলে উক্ত গুদাম থেকে যখন উপকরণ আমদানিকারকের নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে নিয়ে আসা হবে, তখন রেয়াত নিতে হবে। উক্ত ভ্যাট নিবন্ধিত পণ্যাগারে উপকরণ সংরক্ষণের জন্য যে বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং তার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তাও রেয়াত নেয়া যাবে। উল্খ্য, নিজ অঙ্গনে স্থান সংকুলান না হলে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত পণ্যাগার ছাড়া অন্য কোন স্থানে উপকরণ রাখা যাবে না।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে এখানে যে পদ্ধতি বিধৃত আছে তার বাইরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি আদেশ আছে। উক্ত আদেশে বর্ণিত আছে যে, অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণের বিষয়টি নজরে আসলে সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা রেয়াত গ্রহণকারীর চলতি হিসাব রেজিস্টারে তা কর্তন ও সমন্বয় করে দেবেন। সাধারণত: এ বিধানটি অনুসরণ করা হয়। কারণ, ধারা ৯ এর উপ-ধার (২), (২ক) এবং (২খ) এ বিধৃত বিধান অনুসারে পত্র দিয়ে নির্দেশ দেয়া, তার আপত্তি দাখিল, আপত্তির ওপর শুনানী অনুষ্ঠান, আদেশ জারী এ সকল কাজে প্রচুর কাল ক্ষেপণ হয়। ফলে, দেখা যায় যে, অনেক সময় রেয়াত গ্রহণের অধিকার না থাকা স্বত্বেও রেয়াত গ্রহণ করে এরূপ কালক্ষেপণের ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় হুমকির মুখে পড়ে। তাই, রেয়াত গ্রহণ করা সঠিক হয়নি, এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে রাজস্ব কর্মকর্তা নিজে উক্ত অতিরিক্ত ও অনিয়মিতভাবে গৃহীত রেয়াত চলতি হিসাব রেজিস্টার থেকে কর্তন করে দেন।

রেয়াত গ্রহণের বিষয়টি ভ্যাট ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা ভ্যাট ব্যবস্থার সাথে জড়িত তাদের রেয়াত গ্রহণের বিধি-বিধানের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাহলে অনেক জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে। রেয়াত সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচুর অডিট আপত্তি এবং মামলা-মোকদ্দমা রয়েছে। রেয়াতের বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তা হলো, আইনের ধারা ২ এ উপকরণের সংজ্ঞা দেয়া আছে। সেখানে বলা আছে যে, কি কি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কি কি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আছে যে, কি কি বিষয়ের ওপর রেয়াত পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ রেয়াতের নেগেটিভ লিস্ট। বিধি ১৯ এ বর্ণিত আছে যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আংশিক রেয়াত পাওয়া যাবে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে সঠিকভাবে রেয়াত গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং রেয়াত গ্রহণ করা এবং গ্রহণ পরবর্তী নানাবিধ জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

(১ক) বিলুপ্ত।

(২) যদি উপকরণ কর রেয়াত পাওনা না হওয়ার পরও কোন ভ্যাট নিবন্ধিত ব্যক্তি রেয়াত নেয়, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত রেয়াত গ্রহণ নাকচ করে রেয়াত গ্রহীতার চলতি হিসাব রেজিস্টার এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে তা সমন্বয় করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন। এখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলতে ভ্যাট সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তাকে বুঝানো হয়েছে। সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করার পর যদি তার নজরে আসে যে, অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে, তাহলে তিনি সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তাকে উহা অবহিত করবেন। রাজস্ব কর্মকর্তা রেয়াত গ্রহণকারীকে পত্র দিয়ে উক্ত রেয়াত সমন্বয়ের নির্দেশ দেবেন। উল্খ্য, তার উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তাও এরূপ নির্দেশ দিতে পারবেন।

(২ক) উক্তরূপ নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকলে নির্দেশদানকারী কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি দাখিল করতে হবে। এখানে নির্দেশ দানকারী কর্মকর্তার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা গৃহীত রেয়াত সমন্বয়ের জন্য নির্দেশ দান করলে বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে আপত্তি দাখিল করতে হবে।

(২খ) আপত্তি গ্রহণকারী কর্মকর্তা আপত্তি দাখিলের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে শুনানী নিয়ে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করবেন। তিনি প্রয়োজনে রেয়াত গ্রহণকারী, সমন্বয়ের নির্দেশ দানকারী এবং প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ করতে পারবেন। শুনানী গ্রহণ করার পর তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে, রেয়াত গ্রহণকারী মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৪২ এর স্বাভাবিক বিধান অনুসারে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল করতে পারবেন।

(৩) ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য একই অঙ্গনে উৎপাদিত হলে রেয়াত গ্রহণের পদ্ধতি: যদি একই অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য পণ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদিত হয়, এমন উপাদকের ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়ার পদ্ধতি কি হবে তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপযোগ্য পণ্য প্রস্তুত করতে বা সেবা প্রদান করতে মোট ক্রয়কৃত উপকরণের যে পরিমাণ ব্যবহার করা হবে তা রেয়াত নেয়া যাবে। বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) এ এরূপ রেয়াত নেয়ার পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এরূপ ব্যক্তি কোন উপকরণ ক্রয় বা আমদানির পর তার অঙ্গনে নিয়ে এসে সমুদয় উপকরণের ওপর রেয়াত নিয়ে নেবেন। রেয়াত নেয়ার জন্যে চলতি হিসাব রেজিস্টারের ৭ নং "রেয়াত" কলামে রেয়াতের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং ৯ নং কলাম "সমাপনী জের" এ উক্ত পরিমাণ যোগ করতে হয়। এরপর তিনি তার স্বাভাবিক উৎপাদন ও বিক্রয় কাজ করবেন। কোন কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তিনি হিসাব করবেন যে, উক্ত করমেয়াদে তিনি যে পরিমাণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বিক্রয় করেছেন সে পরিমাণ পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের সাথে কত টাকা উপকরণ কর জড়িত আছে। উক্ত উপকরণ কর রেয়াত তিনি প্রাপ্য নন। কিন্তু উপকরণ প্রাঙ্গনে আনার পর পরই রেয়াত নেয়া হয়েছে। তাই, উক্তরূপ পরিমাণ রেয়াত এখন কর্তন করতে হবে। তিনি হিসাব করে চলতি হিসাব রেজিস্টারের "প্রদেয়" কলামে (কলাম-৮) উহা লিপিবদ্ধ করে পূর্বে গৃহীত রেয়াতের নেগেটিভ সমন্বয় করবেন এবং উক্ত করমেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করার সময় দাখিলপত্রের ৫ নং ক্রমিকের বিপরীতে লিপিবদ্ধ করে নেগেটিভ সমন্বয় করবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠান বলপেন এবং টুদব্রাশ উৎপাদন করে। বলপেন ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য, টুদব্রাশ ভ্যাটযোগ্য পণ্য। এই উভয় পণ্যের মূল উপকরণ হলো থার্মোপ্লাস্টিক মোল্ডিং কম্পাউন্ড (টিপিএমসি)। তিনি উপকরণ অর্থাৎ টিপিএমসি আমদানি বা ক্রয় করে, উৎপাদনস্থলে নিয়ে এসে প্রথমই সমুদয় উপকরণের ওপর রেয়াত নিয়ে নেবেন। এরপর তিনি প্রতি মাসে হিসাব করবেন যে, উক্ত মাসে তিনি যে সংখ্যক বলপেন বিক্রয় করেছেন, সে সংখ্যক বলপেনের ওপর কত টাকা উপকরণ জড়িত। উক্ত পরিমাণ অর্থ তিনি রেয়াত প্রাপ্য নন। কিন্তু রেয়াত পূর্বেই নেয়া হয়েছে। তাই, এই রেয়াত কর্তন করতে হবে। চলতি হিসাব রেজিস্টারের "প্রদেয়" কলামে এবং দাখিলপত্রের ৫ নং ক্রমিকে লিপিবদ্ধ করলেই উক্ত গৃহীত রেয়াত কর্তন বা নেগেটিভ সমন্বয় করা হয়ে যাবে।

(৪) উপকরণ বিনষ্ট হলে গৃহীত রেয়াত সংক্রান্ত বিধান: উপকরণ যদি কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে করণীয় কি তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। উপকরণ নিয়ে আসার পর পরই রেয়াত নিয়ে নেয়া হয়। এরপর কাম্য যে, উক্ত উপকরণ প্রসেস করে, মূল্য সংযোজন করে, পণ্য উৎপাদন করে উপকরণের চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রি করা হবে। বিক্রির সময় যে ভ্যাট প্রদান করা হবে তা গৃহীত উপকরণ কর রেয়াতের চেয়ে বেশি। কিন্তু কোন কারণে যদি উক্ত উপকরণ দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা না হয়, তাহলে পূর্বে গৃহীত রেয়াত কর্তন করতে হবে। উপকরণ প্রাঙ্গনে নিয়ে আসার পর, উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের পর যদি উক্ত উপকরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহলে কি পদ্ধতিতে রেয়াত কর্তন করতে হবে তা বিধি ৪০ এ বর্ণিত আছে। যা পরবর্তীতে বিধি আলোচনা করার সময় আলোচনা করা হবে। মূলত: উপকরণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে, যদি উহা কোন কাজে ব্যবহার করা না যায় বা স্বল্পমূল্যে

বিক্রি করা না যায়, তাহলে পূর্বে গৃহীত সমুদয় রেয়াত পূর্বের অনুচ্ছেদে বিধৃত পদ্ধতিতে চলতি হিসাব রেজিস্টার ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে কর্তন ও সমন্বয় করতে হবে। আর উপকরণ যদি আংশিক বিনষ্ট হয়, আর উক্ত উপকরণ যদি বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত স্বল্পমূল্যে বিক্রি করা যায়, তাহলে বিক্রয় মূল্যের ওপর যে পরিমাণ ভ্যাট পরিশোধ করা হবে সে পরিমাণ ভ্যাট পূর্বে গৃহীত রেয়াত থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ গৃহীত রেয়াত কর্তন ও সমন্বয় করতে হবে।

১০। উৎপাদ কর প্রদান পরবর্তীকালে হিসাবে সংশোধন।— যে ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক কোন করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বাবদ চালানপত্র প্রদানের পর পণ্যের বিক্রয় বাতিল করা হয় এবং পণ্য ফেরত গ্রহণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত ফেরত গৃহীত পণ্য সরবরাহের উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক চলতি হিসাব ও পরবর্তী দাখিলপত্রের মাধ্যমে তৎকর্তৃক প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে সমন্বয় করিতে পারিবেন।

১০। উৎপাদ কর প্রদান পরবর্তীকালে হিসাবে সংশোধন।— অনেক সময় পণ্যের বিক্রয় বাতিল করা হয় বা অন্য কোনো কারণে পণ্য ফেরৎ গ্রহণ করা হয় বা চালানপত্রে অধিক কর উলিখিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের ওপর যে ভ্যাট বা সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করা হয়েছিল তা সমন্বয় করার প্রশ্ন আসে। সেবার ক্ষেত্রেও এরূপ হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮) এবং পরবর্তী দাখিলপত্রের (মূসক-১৯) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা যাবে। বিধি ১৭ক তে সমন্বয় করার বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে "মূসক-১২" ফরমে ক্রেডিট নোট ইস্যু করে সমন্বয় করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বে ইস্যুকৃত ভ্যাট চালানটি বাতিল করতে হবে এবং একটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হবে। ক্রেডিট নোট ৩ (তিন) প্রস্থে ইস্যু করতে হবে। প্রথম কপি পণ্য বা সেবা যার কাছে বিক্রয় করা হয়েছিল তাকে প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় কপি পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ইস্যুকারীর ভ্যাট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তরে পাঠাতে হবে। এবং তৃতীয় কপি ইস্যুকারী ৬ (ছয়) বছর নিজ অঙ্গনে সংরক্ষণ করবেন। তবে, ক্রেডিট নোট ইস্যু করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত রয়েছে। শর্ত দুটি হলো: (ক) পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের পর যদি ৯০ (নব্বই) দিন পর ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না। এবং (খ) পণ্য বা সেবার গুণগতমান খারাপ হওয়ার কারণে যদি উহা ফেরৎ আসে বা বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না। ক্রেডিট নোট ইস্যুকারী তার চলতি হিসাব রেজিস্টারের কলাম নং ৭ "রেয়াত" কলামে লিখে সমাপনী জেরের সাথে যোগ করে নেবেন। তিনি তার দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে উহা লিপিবদ্ধ করবেন। ডেবিট নোট বিষয়টি এস্থলে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডেবিট নোট এবং ক্রেডিট নোট বিধি ১৭ তে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১১। উদ্বৃত্ত উপকরণ করের নিষ্পত্তি।— যে ক্ষেত্রে কোন কর মেয়াদে রেয়াতযোগ্য উপকরণ কর প্রদেয় উৎপাদ করের অতিরিক্ত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত উদ্বৃত্ত উপকরণ কর নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পরবর্তী কর মেয়াদের চলতি হিসাবে জের টানা হইবে এবং উহা শেযুক্ত কর মেয়াদে উপকরণ কর বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। উদ্বৃত্ত উপকরণ করের নিষ্পত্তি।— কোন মাসে অর্থাৎ কর মেয়াদে যে সকল উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে তার ওপর রেয়াত নেয়া হয়। আবার, উক্ত মাসে পণ্য বা সেবা বিক্রির ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য হলে সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করা হয়। যদি দেখা যায় যে, কোন কর মেয়াদে উপকরণ ক্রয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে এবং উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিক্রয় কম হওয়ার কারণে বেশি উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য হয়েছে এবং কম পরিমাণ ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রদেয়

পরিমাণ ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক রেয়াত থেকে বাদ দিয়ে যে রেয়াত অবশিষ্ট থাকবে তা পরবর্তী মাসের চলতি হিসাবের স্থিতিতে (balance) স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ প্রদেয় করের তুলনায় রেয়াতের পরিমাণ বেশি হলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ পরবর্তী মাসের স্থিতিতে স্থানান্তরিত হবে। এভাবে ক্রমাগতভাবে স্থিতি বাড়তে থাকলে কি করণীয় তা বিধি ৩৪খ-তে আলোচনা করা হবে।

১২। আইন প্রবর্তনের সময়ে মজুদ বাবদ উপকরণ কর রেয়াত।— কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট এই আইন প্রবর্তনের তারিখে উক্ত তারিখের পূর্বে তৎকর্তৃক ক্রীত Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944) এর অধীনে আবগারী শুল্ক আরোপযোগ্য এবং Sales Tax Ordinance, 1982 (XVIII of 1982) এর অধীনে বিক্রয় কর আরোপযোগ্য উপকরণের অথবা এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তী কোন সময়ে নূতনভাবে মূল্য সংযোজন করের আওতায় অন্তর্ভুক্ত কোন পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃতব্য মূল্য সংযোজন কর প্রদত্ত উপকরণের মজুদ থাকিলে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন মেয়াদে ক্রীত উক্তরূপ উপকরণ বাবদ বিধিতে উল্লিখিত হারে ও পদ্ধতিতে প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২। আইন প্রবর্তনের সময়ে মজুদ বাবদ উপকরণ কর রেয়াত।— এখানে মূলত: দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত: যখন ১৯৯১ সালে ভ্যাট আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল, তখন যারা আবগারী ও লবণ আইনের আওতায় নিবন্ধিত ছিলেন তাদের অনেকেরই গুদামে উপকরণ মজুদ ছিল। আবগারী কর ব্যবস্থায় রেয়াত প্রযোজ্য ছিল না। ভ্যাট আইন প্রবর্তনের পর উক্ত মজুদ উপকরণের ওপর কিভাবে রেয়াত নিতে হবে সে বিষয়টি এখানে বলা হয়েছে; এবং দ্বিতীয়ত: ভ্যাট আইন প্রবর্তনের পর ধরা যাক, কোন পণ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে উক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে; এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের যে উপকরণ মজুদ আছে, সে উপকরণের ওপর কিভাবে রেয়াত নিতে হবে তা এখানে বিধৃত হয়েছে। প্রথমোক্ত বিষয়টি বর্তমানে আর বাস্তবে নেই। কারণ, ১৯৯১ সালের পূর্বের কোন উপকরণ আর এখন কারো কাছে মজুদ নেই। তাই, উক্ত বিষয়টি না জানা থাকলেও চলবে। তবে, দ্বিতীয় বিষয়টি জানা দরকার। এখন কোন ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হতে পারে। তখন উক্ত পণ্যের উপকরণ মজুদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কিভাবে রেয়াত নিতে হবে তা জানা দরকার। কোনো অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ওপর যদি এখন মুসক আরোপিত হয়; আর এই পণ্যের যদি উপকরণ মজুদ থাকে, তাহলে কিভাবে রেয়াত নিতে হবে তা বিধি-২১ এ বর্ণিত আছে। বিধি ২১ আলোচনা করা সময় উহা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। মূল কথা হলো, উক্ত ব্যক্তির ২ (দুই) মাসের গড় মজুদ উপকরণের মূল্য এবং প্রকৃত মজুদ উপকরণের মূল্য এ দুয়ের মধ্যে যা কম হয় তার যে মূল্য আছে সে মূল্যের ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ রেয়াত নিতে হবে। তাহলে মজুদ উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া হয়ে যাবে। এরপর উপকরণ আমদানি বা ক্রয় করা হলে স্বাভাবিক নিয়মে রেয়াত নিতে হবে।

১৩। রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত কর প্রত্যর্পণ (Drawback)।— (১) Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Chapter VI-এর বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে বা রপ্তানিকৃত সেবায় বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যে বা সেবায় বা ধারা ৩ এর উপধারা (২) এ উল্লিখিত খাদ্য বা অন্য কোন সামগ্রীতে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর (আগাম প্রদত্ত আয়কর এবং রপ্তানি পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা

এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত, কোন উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত) প্রত্যর্পণ হিসেবে পাওয়ার অধিকারী হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রপ্তানীকৃত বা রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য পণ্য বা সেবা রপ্তানির তারিখের এবং যেক্ষেত্রে নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় রপ্তানি ঋণপত্রের অথবা অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের শর্তমোতাবেক আংশিক জাহাজীকরণের (Partial Shipment) ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানি করা হয় সেক্ষেত্রে সর্বশেষ রপ্তানির তারিখের ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ (Drawback) দাবী করা না হইলে, এই ধারার অধীন প্রত্যর্পণ (Drawback) প্রদেয় হইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায়, “রপ্তানির তারিখ” বলিতে যে তারিখে রপ্তানীকৃত পণ্য বা সেবার মালিক Customs Act এর section 131 এর বিধান অনুযায়ী উক্ত পণ্য বা সেবা রপ্তানির বিল অব এন্ট্রিপোর্ট সর্ফিশিট কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করেন সেই তারিখ বুঝাইবে।

(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে বা রপ্তানীকৃত সেবায় বা রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যে বা সেবায় ব্যবহৃত কোন নির্দিষ্ট উপকরণের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য শুল্ক বা কর প্রত্যর্পণের হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কোন রপ্তানিকারক তৎকর্তৃক বাংলাদেশে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার উপর প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে তৎকর্তৃক রপ্তানীকৃত বা রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যে বা সেবায় বা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত খাদ্য বা অন্য কোন সামগ্রীতে ব্যবহৃত উপকরণের উপর উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রত্যর্পণযোগ্য যাবতীয় কর ও শুল্ক সমন্বয় করিতে পারিবে।

(৩) “মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর”, সরকারি গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা, কোনো রপ্তানিকারককে প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে চালানভিত্তিক বা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানি পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output co-efficient) এর ভিত্তিতে নির্ধারিত সমহার (flat rate) এ রপ্তানীকৃত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত পরিমাণ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শুল্ক ও করসমূহ প্রত্যর্পণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) বোর্ড, সরকারী গেজেটে জারীকৃত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কোন পণ্য বা সেবার উপর কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যর্পণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর প্রত্যর্পণ (Drawback)।— এই ধারায় প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত বিধান বিধৃত হয়েছে। প্রত্যর্পণ বিষয়টি কি তা আমাদের জানা দরকার। কেউ যদি কোনো পণ্য বা সেবা রপ্তানি করে এবং উক্ত পণ্য প্রস্তুত বা সেবা প্রদানের জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয়, সে সকল উপকরণের ওপর যদি শুল্ক-কর পূর্বে পরিশোধ করা থাকে, তাহলে সরকার উক্ত শুল্ক-কর ফেরৎ দিয়ে দেয়। এরূপ ফেরৎ দেয়াকে প্রত্যর্পণ বলে। রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রত্যর্পণ প্রদান করে। কারণ, রপ্তানি হলে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। আর বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের খুবই প্রয়োজন। কারণ, আমাদের অর্থনীতি আমদানি-নির্ভর। বৈদেশিক মুদ্রা না থাকলে আমরা আমদানির মূল্য পরিশোধ করতে পারবো না। আর আমদানি করতে না পারলে আমাদের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়বে। প্রত্যর্পণ আলোচনা করার সময় আরো দুটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। এবং প্রত্যর্পণের সাথে উক্ত দুটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝা দরকার। তা হলো: (১) রেয়াত; এবং (২) রিফান্ড। রেয়াত হলো, কোন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদান করতে যে সকল

উপকরণ প্রয়োজন হয়, উক্ত উপকরণের ওপর যে ভ্যাট পূর্বে পরিশোধ করা থাকে তা উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী চলতি হিসাব রেজিস্টারে জমা করে নেন। এভাবে জমা করে নেয়াকে রেয়াত নেয়া বলা হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয়কৃত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। রেয়াত নেয়ার পর উক্ত উপকরণসমূহ প্রসেস করে, মূল্য সংযোজন করে যখন পণ্য বা সেবা অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তখন অধিক পরিমাণ ভ্যাট সরকারকে প্রদান করা হয়। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একটি সাবান তৈরী করতে সর্বমোট ২০ (কুড়ি) টাকা মূল্যের পাঁচ ধরনের উপকরণ প্রয়োজন হয়। ধরা যাক, এই কুড়ি টাকার মধ্যে ১৭ (সতের) টাকা উপকরণের মূল্য এবং ৩ (তিন) টাকা হলো ভ্যাট। সাবান উৎপাদনকারী উপকরণ ক্রয়ের পর এই ৩ টাকা ভ্যাট তার চলতি হিসাব রেজিস্টারের (মুসক-১৮) রেয়াত কলামে লিখে স্থিতির সাথে যোগ করে রেয়াত নেবেন। এরপর তিনি ১৭ টাকার উপকরণ প্রসেস করে একটি সাবান তৈরী করে ৩০ (ত্রিশ) টাকায় বিক্রি করবেন। বিক্রি করার সময় ৩০ টাকার ওপর ৪.৫ টাকা ভ্যাট দেবেন। অর্থাৎ তিনি ৪.৫ টাকা সরকারকে ভ্যাট দিলেন, ৩ টাকা সরকারের নিকট থেকে নিয়ে নিলেন। অর্থাৎ এই পর্যায়ে তিনি ১.৫ টাকা ভ্যাট দিলেন। এবার আমরা রিফান্ড নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। পরবর্তীতে ইহা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। রিফান্ড হলো যদি কেউ ভুলক্রমে সরকারী খাতে বেশি অর্থ জমা প্রদান করে থাকে, তাহলে তা সরকারের নিকট থেকে ফেরৎ নেয়াকে রিফান্ড বলে। চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে বা আবেদন দাখিল করে রিফান্ড নেয়া যায়। আমরা রেয়াত, রিফান্ড এবং প্রত্যর্পণের পার্থক্য আশা করি বুঝতে পেরেছি। এই ধারায় আলোচনার মূল বিষয় হলো প্রত্যর্পণ।

(১) রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য পণ্য বা সেবার উপকরণের ওপর পরিশোধিত কোন কোন শুল্ক-কর প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয় তা এই উপ-ধারায় উল্লেখ আছে। রপ্তানিকৃত বলে গণ্য বলতে আমরা কি বুঝি তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। যদি কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট সরবরাহ করে এবং প্রকৃত রপ্তানিকারক যদি উক্ত পণ্য বা সেবা তার পণ্য বা সেবায় অন্তর্ভুক্ত করে রপ্তানি করে দেয়, তাহলে প্রথমোক্ত সরবরাহ রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, সরবরাহের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা পেতে হবে এবং সরবরাহ দিতে হবে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি বা দরপত্রের বিপরীতে। রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য পণ্য প্রস্তুত বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক ও কর যেমন: রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়। তবে, অগ্রীম আয়কর এবং গ্যাসের ওপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয় না।

শর্তাংশ: উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে প্রত্যর্পণ গ্রহণের সময়সীমা বর্ণিত আছে। রপ্তানির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণের আবেদন দাখিল করতে হয়। শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে প্রত্যর্পণের আবেদন দাখিল করতে হয়। উক্ত দপ্তরের ঠিকানা হলো: চট্টগ্রাম সমিতি ভবন (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা) ৩২, তোপখানা রোড, ঢাকা। সংক্ষেপে এই দপ্তরকে ডেডো অফিস বলা হয়। এলসি বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের শর্ত মোতাবেক আংশিক ভিত্তিতে জাহাজীকরণ করা হলে সর্বশেষ রপ্তানির তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণের আবেদন দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য, যিনি তার উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রি করেন আবার কিয়দংশ রপ্তানি করেন, তিনি রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত প্রত্যর্পণের অর্থ চলতি হিসাবের মাধ্যমে রেয়াত নিয়ে নেবেন। তিনি প্রত্যর্পণের আবেদন করবেন না। যিনি স্থানীয়ভাবে কোন ভ্যাট প্রদান করেন না, অর্থাৎ শতভাগ রপ্তানি করেন তিনি শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে আবেদন করে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা।—রপ্তানির তারিখ বলতে বিল-অব-এক্সপোর্ট দাখিল করার তারিখ বুঝাবে। অর্থাৎ বিল-অব-এক্সপোর্টে নম্বর এবং তারিখ উল্লেখ থাকে। উক্ত তারিখকে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে রপ্তানির তারিখ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রকৃতঅর্থে রপ্তানি তার পরেও সম্পন্ন হতে পারে।

(১ক) প্রত্যর্পণ প্রদান করার জন্য সরকার হার নির্ধারণ করে দিতে পারবে। উপ-ধারা (১) এ বলা হয়েছে যে, যে পরিমাণ শুল্ক-কর পরিশোধ করা হয়েছে তা প্রত্যর্পণ প্রদান করতে হবে। উপ-ধারা (১ক) অনুসারে, সরকার প্রত্যর্পণের হার নির্ধারণ করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপ-ধারা (১ক) এবং উপ-ধারা (৩) এ একটি বিষয় বর্ণিত আছে। তা হলো সমহারে (flat rate) প্রত্যর্পণ। সমহার বিষয়টি কি তা এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রত্যর্পণ প্রদানের দুটি হার রয়েছে। যথা: (১) প্রকৃত হার (actual rate); এবং (২) সমহার (flat rate)। প্রকৃত হার হলো, কোন রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ঠিক যত টাকা শুল্ক-কর জড়িত আছে তত টাকা হিসাব করে প্রত্যর্পণ দিয়ে দেয়া। ধরা যাক, একজন রপ্তানিকারক প্রতি পিস ৩০০ গ্রাম ওজনের মোট ১০,০০০ পিস টয়লেট সাবান রপ্তানি করেছে। এখন হিসাব করে দেখতে হবে যে, একটি ৩০০ গ্রাম ওজনের টয়লেট সাবানের মধ্যে কত টাকা শুল্ক-কর জড়িত আছে। রপ্তানি বিল-অব-এন্ট্রির বিপরীতে সকল কাগজপত্র বিশেষণ কণ্ডে, উহা নির্ধারণ করে প্রত্যর্পণ দেয়াকে প্রকৃত হারে প্রত্যর্পণ বলে। আর সমহারে প্রত্যর্পণ হলো এক ধরনের গড় হার। এখানে প্রতিটি রপ্তানি চালানোর ক্ষেত্রে হিসাব করা হয় না। পূর্বের বছরে রপ্তানির তথ্যাদি স্টাডি করে একটি আদেশ জারি করে রাখা হয়। উক্ত আদেশ অনুসারে উক্তরূপ পণ্য রপ্তানিকারী সকল রপ্তানিকারককে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়। ধরা যাক, ৫ টি প্রতিষ্ঠান ৩০০ গ্রামের ওজনের টয়লেট সাবান রপ্তানি করে। এক বছরের তথ্য বিশেষণ করে দেখা গেল যে, একটি প্রতিষ্ঠান প্রতি টয়লেট সাবানের ওপর প্রত্যর্পণ পেয়েছে ২.৭৬ টাকা। আর একটি প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ২.৫২ টাকা। আর একটি প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ২.৭৮ টাকা। আর একটি প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ২.৮১ টাকা এবং সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ২.৪৯ পয়সা। এই ৫ টি হারের গড় হলো ২.৬৭ টাকা। এর ভিত্তিতে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) আদেশ জারি করে দিতে পারে যে, যে কোন প্রতিষ্ঠান ৩০০ গ্রাম ওজনের টয়লেট সাবান রপ্তানি করলে গড়ে প্রতি সাবানে ২.৬৭ টাকা হিসেবে প্রত্যর্পণ পাবে। সেক্ষেত্রে আর রপ্তানি চালানভিত্তিক হিসাব করার প্রয়োজন হবে না। তাই, কম সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পণ প্রদান করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, সরকারও সমহার আদেশ জারি করতে পারে। সরকার যদি সমহার আদেশ জারি করে তাহলে উপ-ধার (১ক) অনুসারে জারি করে। আর, ডেডো অফিস যদি সমহার আদেশ জারি করে, তাহলে উপ-ধারা (৩) অনুসারে জারি করে। উপ-ধারা (৩) এর ক্ষমতা ইতোপূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ছিল। রপ্তানিকারকদেরকে দ্রুত প্রত্যর্পণ প্রদানের উদ্দেশ্যে অর্থ আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে এই ক্ষমতা ডেডো অফিসের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

(২) প্রত্যর্পণের অর্থ সমন্বয়: প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে প্রত্যর্পণের অর্থ সমন্বয় করা যাবে। অর্থাৎ কারোর যদি প্রত্যর্পণ পাওনা হয়; আবার, তার যদি মূসক প্রদেয় হয় তাহলে সমন্বয় করা যাবে। এ বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রত্যর্পণ নেয়া যায় দুভাবে। এক. চলতি হিসাবে সমন্বয় করে; দুই. ডেডো অফিসে আবেদন করে। যে সকল রপ্তানিকারক আংশিক রপ্তানি করেন এবং আংশিক দেশের অভ্যন্তরে বিক্রি করেন সে সকল রপ্তানিকারক চলতি হিসাবের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ নেবেন। রপ্তানি করার পর হিসাব করে প্রাপ্য প্রত্যর্পণের অর্থ তিনি চলতি হিসাব রেজিস্টারের "রেয়াত" কলামে লিখে সমাপনী জেরের সাথে যোগ করে নেবেন। তার ডেডো অফিসে আবেদন করার প্রয়োজন হবে না। অপরদিকে, যে সকল রপ্তানিকারকের স্থানীয় পর্যায়ে কোন ভ্যাট সরকারকে দেয়ার প্রয়োজন হয় না, তারা রপ্তানির তারিখের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ডেডো অফিসে আবেদন করে প্রত্যর্পণ নেবেন।

(৩) সমহারে প্রত্যর্পণ: প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে চালানভিত্তিক বা উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output co-efficient) এর ভিত্তিতে সমহারে প্রত্যর্পণ প্রদান করা যাবে। এ বিষয়টি ইতোপূর্বে উপ-ধারা (১ক)-তে আলোচিত হয়েছে। উপ-ধারা (৩) অনুসারে ডেডো অফিস সমহার নির্ধারণ করতে পারে। সমহার নির্ধারণ করতে হলে পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output co-efficient) নির্ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ একটি পণ্যে কোন্ কোন্ উপকরণ কতটুকু কতটুকু ব্যবহার করা হয়েছে তার হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। উক্ত হিসাব অনুসারে সমহার আদেশ জারি করা হয় এবং উক্ত সমহার আদেশ অনুসারে সমহারে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়।

(৪) এই বিষয়টি বিধি ৩১ক-তে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে টেন্ডারের বিপরীতে যদি দেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হয় এবং যদি বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত সরবরাহ রপ্তানি হিসেবে গণ্য হবে বিধায় উক্ত রপ্তানি পণ্য বা সেবার উপকরণের ওপর পরিশোধিত শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে।

১৪। অব্যাহতি।— (১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন পণ্য বা পণ্য শ্রেণির আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত যে কোন সেবাকে এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(১ক) বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে (reciprocal basis) বাস্তবায়নের জন্য, যে কোন পণ্যের আমদানি, সরবরাহ গ্রহন বা সেবা গ্রহন-কে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, বিশেষ আদেশবলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক, করযোগ্য যে কোন পণ্যের আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত সেবাকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। অব্যাহতি।— (১) সরকার ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই আইনে কোন কোন ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। আবার, কোন কোন ক্ষমতা বোর্ডকে প্রদান করা হয়েছে। বোর্ড অর্থ হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। আর, ভ্যাট আইনে সরকার বলতে অর্থমন্ত্রিকে বুঝায়। এই আইনের অধীনে যে সকল ক্ষমতা সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সে সকল ক্ষমতা অর্থমন্ত্রি প্রয়োগ করতে পারেন। এই উপ-ধারা অনুসারে সরকার যে কোনো পণ্য ও সেবাকে যে কোন পর্যায়ে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। তবে, সেখানে সীমা ও শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

(১ক) আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে (reciprocal basis) বাস্তবায়নের জন্য বোর্ড যে কোন পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও সীমা ও শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

(২) বোর্ড যে কোন পণ্য বা সেবাকে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। তবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখ করে বিশেষ আদেশ জারি করতে হবে।

১৫। নিবন্ধন।— (১) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা যে কোন পণ্যের আমদানিকারক বা যে কোন পণ্য বা সেবার রপ্তানিকারককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে উক্তরূপ পণ্য সরবরাহ করেন বা সেবা প্রদান করেন বা আমদানি বা রপ্তানির ব্যবসায় পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথকভাবে নিবন্ধিত হইতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে তাহার করযোগ্য পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা আমদানি বা রপ্তানি ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং সকল হিসাব-নিকাশ একত্রে সংরক্ষণ করেন তাহা হইলে তিনি, স্বেচ্ছায়, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হইতে পারিবেন।

(৩) নিবন্ধনের আবেদনপত্র সর্বতোভাবে যথাযথ বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে তিনি আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করিবেন এবং তাহার ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহাকে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন।

(৩ক) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা আমদানিকারক বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধনপত্রের মেয়াদ বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে এবং উক্ত বিধিতে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে উক্তরূপ নিবন্ধনপত্র মেয়াদান্তে নবায়ন করা যাইবে।

(৪) যদি নিবন্ধনযোগ্য কোন ব্যক্তি নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র পেশ না করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধানের পর সন্তুষ্ট হন যে উক্ত ব্যক্তির এই ধারার অধীন নিবন্ধিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া তাহাকে অবহিত করিবেন এবং যেদিন হইতে উক্ত বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হইয়াছে সেই দিন হইতেই উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের জন্য প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তিকে একটি সমন্বিত (Unified) নিবন্ধন সংখ্যা প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই সমন্বিত নিবন্ধন সংখ্যা প্রদানের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৫। নিবন্ধন।— (১) ভ্যাটযোগ্য কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করলে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে হবে। নিবন্ধন নেবেন আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী এবং সেবা প্রদানকারী। নিবন্ধন নেয়ার জন্যে "মূসক-৬" ফরমে বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হয়। আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রের মধ্যে যা যা প্রযোজ্য তা দাখিল করতে হয়।

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;

(খ) চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/স্বত্বাধিকারী এবং Authorized Signatory এর পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(গ) টিআইএন সার্টিফিকেট;

(ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্র;

(ঙ) ব্যাংক এ্যাকাউন্টের প্রত্যয়নপত্র;

(চ) আমদানিকারকের ক্ষেত্রে হালনাগাদ আইআরসি। তবে, আইআরসি ইস্যু করতে হলে ভ্যাট নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়। তাই, আইআরসি না থাকলে বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে

যে নির্দিষ্ট কত দিনের মধ্যে আইআরসি তিনি দাখিল করবেন। অঙ্গীকারনামা দিয়ে তিনি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে যাবেন। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দাখিল করে আইআরসি ইস্যু করাবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে আইআরসি দাখিল করে যাবেন;

(ছ) রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে হালনাগাদ ইআরসি;

(জ) "মূসক-৭" ফরমে ঘোষণা;

(ঝ) নিবন্ধিত প্রাঙ্গনের নীলনকশা অর্থাৎ বু-প্রিন্ট;

(ঞ) জমির/বাড়ির/ভবনের/প্রাঙ্গনের মালিকানা বা ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র;

(ট) অথরাইজড সিগনেটরীর জন্য অথরাইজেশন পত্র। যিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের দলিলাদিতে স্বাক্ষর করবেন, তাকে স্বাক্ষর করার জন্য অথরাইজেশন দিতে হবে। মালিক অথরাইজেশন প্রদান করবে।

(ঠ) লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেণ্ডাম এবং আর্টিকেল;

(ড) পার্টনারশিপ ব্যবসার ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ চুক্তি;

(ঢ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সদর দপ্তরসহ সকল বিক্রয়কেন্দ্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানের তালিকা।

উল্লেখ্য, প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করা হলে দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র ইস্যু করার বিধান রয়েছে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র নিতে কোন প্রকার চার্জ বা ফী প্রদান করতে হবে না।

(২) দুই বা তার অধিক স্থান হতে কার্যক্রম পরিচালনা করলে সকল স্থানে আলাদা আলাদাভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। অর্থাৎ ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রতিটি ইউনিট আলাদা স্বত্ব। এবং প্রতিটি নিবন্ধিত ব্যক্তি আলাদা স্বত্ব। অনেক সময় গ্রুপ অব কোম্পানীজের ক্ষেত্রে একই গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রতিটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান আলাদাভাবে বিবেচিত হবে; তাদের আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং আলাদাভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তবে, কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমী বিধান আছে।

শর্ত: দুই বা তার অধিক স্থান হতে কার্যক্রম পরিচালনা করলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হওয়া যাবে। বর্তমানে কোন উৎপাদক তার সকল বিক্রয়কেন্দ্রসহ কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নিতে পারে। একইভাবে বাণিজ্যিক আমদানিকারক তার সকল বিক্রয়কেন্দ্রসহ কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নিতে পারে এবং সেবা প্রদানকারী তার সকল শাখাসহ কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নিতে পারে। একাধিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদানের বিধান এখনও প্রণীত হয়নি।

(৩) নিবন্ধনের আবেদন সঠিকভাবে পাওয়া গেলে, দুই কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করে, ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যাসহ মূসক নিবন্ধনপত্র প্রদান করতে হবে।

(৩ক) এই উপ-ধারায় ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করার বিধান করা হয়েছিল। তবে, এখানে উল্লেখ আছে যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে নিবন্ধনপত্র মেয়াদান্তে নবায়ন করা যাবে। উক্তরূপ কোন বিধি প্রণয়ন করা হয়নি। তাই, এই উপ-ধারার বিধান বাস্তবে কার্যকর হয়নি। অর্থাৎ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে হয় না। শুধুমাত্র ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

(৪) বাধ্যতামূলক নিবন্ধন: এই উপ-ধারার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের বিধান করা হয়েছে। যদি কেউ কোন ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এবং তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা থাকে আর তিনি যদি স্বেচ্ছায় আবেদন করে রেজিস্ট্রেশন না নেন, তাহলে বিভাগীয় কর্মকর্তা তাকে নিবন্ধিত করে নিবন্ধনপত্র তার বরাবরে পাঠিয়ে দেবেন। এবং যে তারিখ থেকে তিনি

ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছেন সে তারিখ থেকে তিনি নিবন্ধিত বলে বিবেচিত হবেন। ভ্যাট দপ্তর তার অপরিশোধিত বকেয়া ভ্যাট হিসাব করে আদায় করার ব্যবস্থা নেবেন।

(৫) ভ্যাট এবং আয়করের জন্য একটি সমন্বিত নিবন্ধনপত্র দেয়ার বিষয়ে এই উপ-বিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে, সমন্বিত নিবন্ধন দেয়া হয়নি। এখনও আয়করের জন্য ট্যাক্সপেয়ার্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) এবং ভ্যাটের জন্য বিজিনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর (বিআইএন) চালু রয়েছে। তাই, এই ধারার বিধান বাস্তবে কার্যকর নেই।

১৬। নিবন্ধন হইতে অব্যাহতি।— (১) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণীকে তাহার বা তাহাদের করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত বার্ষিক টার্নওভার এর ভিত্তিতে ধারা ১৫ এর অধীনে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন অব্যাহতি শুধু এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহার বা যাহাদের উক্তরূপ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত বার্ষিক টার্নওভার এর পরিমাণ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত অংকের অধিক না হয়।

(২) বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যে কোন শ্রেণীর আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নিবন্ধনের আবশ্যিকতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

১৬। নিবন্ধন হইতে অব্যাহতি।— (১) সরকার কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে বার্ষিক টার্নওভারের ভিত্তিতে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দিতে পারবে।

শর্ত: সরকার তাদেরকে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দিতে পারবে, যাদের টার্নওভারের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম। বর্তমানে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ হলো ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা। যাদের উৎপাদন বা সেবা প্রদানের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম তাদের ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে না। তাদের টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্তি নিতে হবে। বর্তমানে টার্নওভার করার হার ৩ শতাংশ। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(২) বোর্ড যে কোন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নিবন্ধনের আবশ্যিকতা হতে অব্যাহতি দিতে পারবে। এই বিধানবলে বোর্ড আদেশ নং-৭/মূসক/৯২ তারিখ: ৩১/০৩/১৯৯২ অনুসারে কতিপয় আমদানিকারককে ভ্যাট নিবন্ধনের আবশ্যিকতা হতে অব্যাহতি দিয়েছে। তারা হলেন বিদেশ হতে এ্যাকম্পানিড এবং আনএ্যাকম্পানিড ব্যাগেজ আনয়নকারী যাত্রীগণ। সকল শিক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং সকল সরকারী অফিস। তবে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারী অফিস যদি ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের সাথে জড়িত থাকে তাহলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারী অফিসকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে হবে। যেমন: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন হোটেল পরিচালনা করে থাকে। হোটেলের জন্য তাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। সকল দূতাবাস, জাতিসংঘ ও উহার অঙ্গ সংগঠনসমূহ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও উহার অঙ্গ সংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য সকল কূটনীতিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। কূটনীতিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কারা তা একটি এসআরও-তে বর্ণিত আছে। এসআরও No. S.R.O. 237-Law/2003/2015/Cus. Dated: 02.08.2003। (পৃষ্ঠা নং ৬২৫ থেকে ৬৩০ অনুগ্রহ করে দেখুন)। তবে, এ সকল প্রতিষ্ঠান যদি ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের সাথে জড়িত থাকে তাহলে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে হবে।

১৭। স্বেচ্ছা নিবন্ধন।— (১) ধারা ১৬ অনুযায়ী নিবন্ধন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী হিসাবে স্বেচ্ছায় নিবন্ধনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত আবেদনপত্র সর্বতোভাবে যথাযথ বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে তিনি আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করিবেন এবং তাহার ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহাকে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন।

(২) এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছু থাকুক না কেন, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত, উৎপাদিত বা আমদানিকৃত কোন পণ্যের বিক্রেতা, হস্তান্তরকারী বা ইজারা প্রদানকারী অথবা, দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি যিনি ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর আওতা-বহির্ভূত তিনি ইচ্ছা করিলে করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী হিসাবে স্বেচ্ছায় নিবন্ধনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত আবেদনপত্র সর্বতোভাবে যথাযথ বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে তিনি আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করিবেন এবং তাহার ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহাকে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন; এবং এইরূপ নিবন্ধিত ব্যক্তি এই আইনের অধীন করদাতা হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং এই আইনের অধীন কর নিরূপণ ও পরিশোধ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকল বিধান তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৭। স্বেচ্ছা নিবন্ধন।— এই ধারায় দুটি উপ-ধারা রয়েছে। উপ-ধারা (১) এ বলা হয়েছে যে, যিনি টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য, তিনি স্বেচ্ছায় ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। উপ-ধারা (২) এ বলা হয়েছে যে, যিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ করেন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা প্রদান করেন, তিনিও স্বেচ্ছায় ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, যিনি টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হয়ে ৩ শতাংশ টার্নওভার কর প্রদান করতে পারেন তিনি কেনো ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করবেন। একইভাবে প্রশ্ন আসে পারে যে, যিনি ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত তিনি কেনো ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিয়ে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করবেন। এর কারণ হলো রেয়াত নেয়ার প্রয়োজনে। অনেক সময় এমন হতে পারে যে, টার্নওভার করের আওতায় কোন পণ্য উৎপাদনকারী বা কোন ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী যে উপকরণ ক্রয় করেন তার উপর ভ্যাট পরিশোধ করেন কিন্তু তিনি রেয়াত নিতে পারেন না। কারণ, ভ্যাট আইনের ধারা ৯ অনুসারে টার্নওভার কর প্রদানকারী এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী ও সেবা প্রদানকারী রেয়াত নিতে পারেন না। তাই, এমন উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারী যদি মনে করেন যে, তিনি রেয়াত নেবেন, তাহলে তিনি ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নেবেন এবং ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন পালন করবেন। তবে, আইনে বিধান থাকলেও এ পর্যন্ত কোন টার্নওভার কর প্রদানযোগ্য ব্যক্তি বা ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

১৮। নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যের পরিবর্তন।— নিবন্ধনের আবেদনপত্রে উল্লিখিত নাম, ঠিকানা বা অন্য কোন তথ্যের পরিবর্তন করার ইচ্ছা করিলে নিবন্ধিত ব্যক্তি উক্ত পরিবর্তনের তারিখের অন্যূন চৌদ্দ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উহা অবহিত করিবেন।

১৮। নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যের পরিবর্তন।— নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো তথ্যের পরিবর্তন করতে চাইলে, উক্ত পরিবর্তনের তারিখের কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে "মুসক-৯" ফরমে বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করতে হবে। বিধি-১২তে এর বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত আছে। পরিবর্তন সাধারণত: এরূপ হয় যেমন: প্রতিষ্ঠানটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে অথবা প্রতিষ্ঠানের

অঙ্গনের এলাকা বর্ধিত করা হয়েছে অথবা প্রতিষ্ঠানের লাইন অব প্রডাকশন বৃদ্ধি করা হয়েছে অথবা প্রতিষ্ঠানটি ইতোপূর্বে প্রোপ্রাইটরশীপ ফার্ম ছিল, এখন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে অথবা ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ছিল এখন আরো একটি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে অথবা প্রতিষ্ঠানটি ইতোপূর্বে উৎপাদক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছিল, বর্তমানে আমদানিকারক যোগ করতে হবে ইত্যাদি।

১৯। নিবন্ধন বাতিলকরণ।— (১) কোন নিবন্ধিত অথবা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা করযোগ্য পণ্য আমদানি বা যে কোন পণ্য বা সেবা রপ্তানির ব্যবসায় কার্য পরিচালনা হইতে বিরত হইলে তিনি উক্তরূপ বিরত হওয়ার চৌদ্দ দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক গুণক সম্পর্কিত কোন অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব নাই তাহা হইলে তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক নির্ধার্য তারিখে উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন অথবা তালিকাভুক্তি সংখ্যা বাতিল করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের আলোকে বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান করা হইলে উক্তরূপ নিবন্ধন বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য উল্লেখপূর্বক নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুনানী গ্রহণপূর্বক নিবন্ধন প্রদান সংক্রান্ত তদকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিবন্ধন বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি তদন্তপূর্বক এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, নিবন্ধিত অথবা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অসত্য তথ্য সরবরাহ করিয়া নিবন্ধন অথবা তালিকাভুক্তি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন অথবা ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) অনুসারে নিবন্ধন বাতিল করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত অথবা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া উক্ত ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক সম্পর্কিত কোন অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব যদি থাকে, তাহা নিষ্পত্তি পূর্বক উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার ধারা ১৬ এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কম হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির আর ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধিত থাকার বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক নির্ধার্য তারিখে তাহার নিবন্ধন বাতিল করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল হয় এবং নিবন্ধন বাতিলের তারিখ হইতে কোন কর বা গুণক রেয়াত বা চলতি হিসাবে অন্য কোন জের পাওনা থাকে, তাহা হইলে উক্ত রেয়াত বা জের, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফেরত পাওয়ার অধিকারী হইবে, তবে এই ক্ষেত্রে ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে বিধৃত ছয় মাসের মধ্যে ফেরত প্রদানের দাবী উত্থাপনের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন কোন নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বকেয়া পাওনা রহিয়াছে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া ও যাবতীয় পাওনাদি এমনভাবে আদায় করা হইবে যেন তিনি এই আইনের অধীনে একজন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি।

১৯। নিবন্ধন বাতিলকরণ।— (১) ভ্যাটযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিরত হওয়ার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য "মূসক-১০" ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীর কোন অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব না থাকলে বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদনকারীর নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করবেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি বিধি ১৫-তে বর্ণিত আছে।

শর্ত: কেন্দ্রীয় নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রে কমিশনার বোর্ডে একটি রিপোর্ট প্রদান করবেন। অতঃপর বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুনানী গ্রহণ করে নিবন্ধন বাতিলের সিদ্ধান্ত দিলে বিভাগীয় কর্মকর্তা নিবন্ধন বাতিল করবেন।

(১ক) অসত্য তথ্য দিয়ে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করলে, বিভাগীয় কর্মকর্তা শুনানীর সুযোগ দিয়ে, অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব থাকলে তা নিষ্পন্ন করে, নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করবেন।

(২) কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম হলে উক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তার নিবন্ধন বাতিল করতে হবে এবং তাকে টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্তি প্রদান করতে হবে।

(৩) নিবন্ধন বাতিলের পর যদি চলতি হিসাবে জের থাকে তাহলে উক্ত জেরের অর্থ তিনি রিফান্ড পাবেন। তবে, সেক্ষেত্রে ৬ মাসের মধ্যে রিফান্ড আবেদন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। যে কোনো সময় আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, সাধারণ রিফান্ড নেয়ার ক্ষেত্রে জমা হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে আবেদন করতে হয়।

(৪) নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের পর যদি তার কাছে কোনো সরকারী পাওনা আছে বলে জানা যায়, তাহলে উক্ত পাওনা এমনভাবে আদায়যোগ্য হবে যেন তিনি একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি।

১৯ক। নিবন্ধন ব্যতীত টেভারে অংশগ্রহণে বিধি-নিষেধ, ইত্যাদি।— নিবন্ধন ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন টেভারে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না বা তাহার অনুকূলে কোন কার্যাদেশ প্রদান করা যাইবে না।

১৯ক। নিবন্ধন ব্যতীত টেভারে অংশগ্রহণে বিধি-নিষেধ, ইত্যাদি।— টেভারের সাথে সব সময় ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র দাখিল করতে হবে। যিনি টেভারে অংশগ্রহণ করবেন তাকে অবশ্যই ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। এ বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে পরিপূর্ণভাবে পরিপালন করা হয় না। বিশেষ করে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিধান সকল ক্ষেত্রে মেনে চলে না। যার ফলে, পরবর্তীতে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো সচেতন হতে হবে। তাদের টেভার ডকুমেন্টের সাথে টেভারদাতাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র নিতে হবে।

২০। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের নিয়োগ।— (১) বোর্ড, এই আইন ও বিধি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যে কোন এলাকার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে-

- (ক) সদস্য, মূল্য সংযোজন কর;
- (কক) চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (ককক) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (খ) কমিশনার (আপীল), মূল্য সংযোজন কর;
- (গ) কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর;
- (গগ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল;

- (ঘ) মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মূল্য সংযোজন কর;
 (ঙ) মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;
 (চ) অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক (সিআইসি), মূল্য সংযোজন কর;
 (ছ) যুগ্ম-কমিশনার, যুগ্ম-পরিচালক (সিআইসি) বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
 (জ) উপ-কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
 (ঝ) সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
 (ঞ) রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর;
 (ট) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর;
 (ঠ) অন্য যে কোন পদবীর মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা,-

নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিয়োগকৃত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে অভিহিত হইবে।

২০। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের নিয়োগ।— এই ধারার মাধ্যমে ভ্যাট অফিসারদের নিয়োগ দেয়ার বিধান করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তিকে যেকোন এলাকার জন্য এই ধারায় উল্লিখিত পদমর্যাদার ভ্যাট অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেবে। এভাবে নিয়োগকৃত ভ্যাট কর্মকর্তাগণ মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে যে সকল কর্মকর্তাগণ ভ্যাট ব্যবস্থার সাথে কাজ করছে, তাদেরকে নিজ নিজ পদমর্যাদায় মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হিসেবে এসআরও জারির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২১। ক্ষমতা।— (১) ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এই আইনের দ্বারা বা অধীনে তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাহার উপর অর্পিত কর্তব্য পালন করিবেন; এবং তিনি তাহার অধঃস্তন যে কোন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত বা তাহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের উপর উহা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে, সেইরূপ পরিসীমা নির্ধারণ ও শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার করের পরিমাণ নির্ধারণ ও উহা আদায়সহ তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

২১। ক্ষমতা।— (১) কোনো ভ্যাট কর্মকর্তা তাঁর ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং তার ওপর অর্পিত কর্তব্য পালন করবেন। একজন ভ্যাট কর্মকর্তা তার অধঃস্তন যে কোনো কর্মকর্তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং তার ওপর অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবেন। যেমন: একজন রাজস্ব কর্মকর্তার বিচার ক্ষমতা হলো পণ্যমূল্য বা করযোগ্য সেবামূল্য দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত। সহকারী কমিশনার তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তাই, এই উপ-ধারা অনুসারে সহকারী কমিশনার রাজস্ব কর্মকর্তার বিচার ক্ষমতাভুক্ত যে কোন মামলা বিচার করতে পারবেন।

শর্ত: তবে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে শর্ত আরোপ ও পরিসীমা নির্ধারণ করতে পারবে।

(২) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় তিনটি কর আদায় করা হয়। যথা: (১) ভ্যাট; (২) সম্পূরক শুল্ক; এবং (৩) টার্নওভার কর। ভ্যাট অফিসারগণ এই তিনটি করের পরিমাণ নির্ধারণ এবং উহা আদায়সহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

২২। ক্ষমতা অর্পণ।— (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পরিসীমা ও শর্তাবলি, যদি থাকে, সাপেক্ষে, নাম বা পদবি উল্লেখপূর্বক –

- (ক) যে কোন কমিশনার বা মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর,
- (খ) যে কোন অতিরিক্ত কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক (সিআইসি), মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর,
- (গ) যে কোন যুগ্ম-কমিশনার বা যুগ্ম পরিচালক (সিআইসি) বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক (সিআইসি), মূল্য সংযোজন কর, বা কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর,
- (ঘ) যে কোন উপ-কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন যুগ্ম-কমিশনার, যুগ্ম পরিচালক (সিআইসি) বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর, বা অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক (সিআইসি), মূল্য সংযোজন কর,
- (ঙ) যে কোন সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন উপ-কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর,
- (চ) অন্য যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে এই আইন বা বিধির অধীন সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর,

এর যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) কোন ক্ষেত্রে বোর্ড ভিন্নতর নির্দেশ না দিলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক তাহার অধঃস্তন যে কোন কর্মকর্তাকে, তাহার অধিক্ষেত্রের সর্বত্র বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায়, এই আইন বা বিধির অধীন কমিশনারের বা মহাপরিচালকের বা এই আইনের অধীন অন্য যে কোন কর্মকর্তার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব দান করিতে পারিবেন।

২২। ক্ষমতা অর্পণ।— (১) বোর্ড সহকারী কমিশনার থেকে কমিশনার পর্যন্ত কর্মকর্তাদেরকে তাদের একধাপ উপরের কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। অনেক সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন ভ্যাট অফিসারকে তাঁর একধাপ ওপরের ভ্যাট অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য আদেশ জারী করে। এরূপ আদেশ জারী করাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা বলা হয়। যে কর্মকর্তাকে তাঁর অব্যবহিত ওপরের পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়, সে কর্মকর্তা তাঁর অব্যবহিত ওপরের পদের সকল কাজ সম্পাদন করতে পারেন। তবে, তিনি তাঁর অব্যবহিত ওপরের পদের বিপরীতে কোন দাপ্তরিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হন না। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ চলতি দায়িত্ব ভাতা পান।

(২) কমিশনার বা মহাপরিচালক তাঁর অধঃস্তন যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিশনারের বা মহাপরিচালকের ক্ষমতা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করতে

পারবে। অর্থাৎ কমিশনার যদি মনে করেন যে, তাঁর কোন নির্দিষ্ট ক্ষমতা তিনি তাঁর অধঃস্তন অন্য কোন কর্মকর্তার ওপর ডেলিগেট করে দেবেন, তাহলে তা তিনি করতে পারবেন। যেমন: বিভাগীয় কর্মকর্তা কোন মূল্য অনুমোদন করলে পণ্যের মালিক যদি উক্ত অনুমোদনের কারণে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি কমিশনারের কাছে আপীল করতে পারেন। এরূপ আপীল নিষ্পত্তি করা কমিশনারের দায়িত্ব। কিন্তু কমিশনার যদি মনে করেন যে, তিনি তাঁর এই ক্ষমতা তাঁর অধঃস্তন অন্য কোন কর্মকর্তাকে ডেলিগেট করে দেবেন, তাহলে তা তিনি করতে পারবেন। আবার, তাঁর অধঃস্তন কোন অফিসারের ক্ষমতা তিনি তাঁর অধঃস্তন অন্য কোন অফিসারের ওপর ন্যস্ত করতে পারবেন। যেমন: কমিশনার যদি মনে করেন যে, তার দপ্তরের অতিরিক্ত কমিশনারের ক্ষমতা তিনি যুগ্ম কমিশনারের ওপর ন্যস্ত করবেন, তা তিনি এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক করতে পারবেন। তবে, মাঠ পর্যায়ে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধারণত: কমিশনার বা মহাপরিচাকগণ এরূপে ক্ষমতা ডেলিগেট করেন না বা করার প্রয়োজন হয় না।

২৩। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব অন্য কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্তকরণ।— বোর্ড সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শর্তসাপেক্ষে বা বিনা শর্তে, এই আইনের অধীন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার যে কোন দায়িত্ব অন্য কোন সরকারী কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

২৩। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব অন্য কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্তকরণ।— বোর্ড যে কোনো সরকারী কর্মকর্তার ওপর মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে। অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে যে, কোন অঞ্চলে কোন ভ্যাট অফিস নেই, তবে সেখানে ভ্যাট সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা জরুরী। এমতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রজ্ঞাপন জারী করে উক্ত অঞ্চলে ভ্যাট অফিসারের দায়িত্ব অন্য কোন সরকারী অফিসারের ওপর অর্পণ করতে পারবে। তবে, বোর্ড এখনও এরূপভাবে অন্য কোন বিভাগের কোন অফিসারের ওপর ভ্যাট অফিসারের দায়িত্ব অর্পণ করেনি বা করার প্রয়োজন হয়নি। উল্লেখ্য যে, কাস্টমস আইনেও এরূপ বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুসারে কাস্টমস অফিসারদের কিছু কিছু ক্ষমতা যেমন: চোরাচালানকৃত পণ্য আটক করা ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য বিডিআর, পুলিশ, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, নেভি ইত্যাদি বিভাগের অফিসারদের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

২৪। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান।— (১) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণকে এই আইনের অধীন তাহাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য এতদ্বারা পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও আনসারের যে কোন সদস্য এবং ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এর কর্তৃপক্ষ, মূল্য সংযোজন কর, আবগারী, গুদ, আয়কর ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কর্মকা- পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনকারী সকল সরকারী কর্মকর্তাসহ অন্য যে কোন সরকারী কর্মকর্তা এবং সকল ব্যাংক কর্মকর্তার উপর ক্ষমতা অর্পণ ও দায়িত্ব আরোপ করা হইল।

(২) সরকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা, তাঁকে সহায়তা বা সহায়তা করার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (১) এ উলিখিত কোন সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে যে কোন ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক একাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদিসহ অন্য যে কোন তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা চাহিদাকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৪। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান।— (১) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোন ভ্যাট অফিসার যদি তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কোন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন, তাহলে উক্ত কর্মকর্তা আইনসম্মতভাবে তাঁকে সহায়তা প্রদান করবেন।

- পুলিশ;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও আনসারের যে কোনো সদস্য;
- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন-এর কর্তৃপক্ষ;
- মূল্য সংযোজন কর, আবগারি, শুল্ক, আয়কর ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী সকল সরকারি কর্মকর্তা;
- অন্য যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা;
- সকল ব্যাংক কর্মকর্তা।

(২) সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কোনো কর্মকর্তা, যেকোনো ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক এ্যাকাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদিসহ যেকোনো তথ্য সরবরাহ দেয়ার জন্য পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন সদস্য, কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে অনুরোধ করতে পারবেন। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন। অনেক সময় সহকারী কমিশনারগণ কোন ব্যক্তির ব্যাংকিং তথ্য চেয়ে কোন ব্যাংকে পত্র দিলে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ আদালতের আদেশ দাখিল করার জন্য বলেন। ইহা সঠিক নয়। এই উপ-ধারার বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ যে কোন তথ্য প্রদান করতে বাধ্য। তাছাড়া, ভ্যাট বিভাগের সকল সহকারী কমিশনার এবং তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার ওপর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা আছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা নিজেসই আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

২৪ক। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক সহায়তা প্রদান।— The Customs Act, 1969 (IV of 1969), Gift Tax Act, 1963 (XIV of 1963) কিংবা দান কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২২ নং আইন), Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি উক্ত আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ সরবরাহ করিবেন।

২৪ক। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক সহায়তা প্রদান।— মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ কতিপয় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে তাদের কাজে সাহায্য করবেন, তা এই ধারায় বলা আছে। শুল্ক আইন, গিফট ট্যাক্স আইন কিংবা দানকর আইন এবং আয়কর অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের জন্য ভ্যাট সংক্রান্ত সকল তথ্য উক্ত আইন বাস্তবায়নকারী কোন কর্মকর্তা চাইলে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ সরবরাহ করবেন।

২৫। সমন প্রেরণের ক্ষমতা।— (১) পদমর্যাদায় রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহেন এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা তৎকর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যে কোন তদন্তে যে ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচনা করেন, সাক্ষ্য দেওয়া বা কোন দলিলপত্র বা অন্য কোন বস্তু দাখিল করার জন্য সেই ব্যক্তির উপর, লিখিতভাবে সমন জারির কারণ উল্লেখসহ, সমন জারি করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সমনকৃত যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সশরীরে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)-এর Sections 132 ও 133-এর অধীনে কোন আদালতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা যাইবে না।

(৩) কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা তৎকর্তৃক পরিচালিত যে কোন তদন্ত Penal Code, (Act XLV of 1860) এর Sections 193 ও 228 এর অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫। সমন প্রেরণের ক্ষমতা।— (১) রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নন এমন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কোনো প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তিকে সমন জারি করে তলব করতে পারবেন। অনেক সময় ভ্যাট বিষয়ে কোন তদন্ত চলাকালে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করার প্রয়োজন হতে পারে বা কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে বা কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন দলিলপত্র নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে বা কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু দাখিল করার জন্য বলার প্রয়োজন হতে পারে। এমতপরিস্থিতিতে সমন জারি করা যাবে।

(২) এভাবে কাউকে সমন জারি করে তলব করা হলে তিনি সশরীরে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হতে বাধ্য থাকবেন।

শর্ত: তবে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১৩২ ও ১৩৩ অনুসারে কতিপয় ব্যক্তিকে কোনো আদালতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এরূপ কোনো ব্যক্তিকে মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২৫ এর আওতায় সশরীরে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা যাবে না। এরূপ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হলো শিশু, বৃদ্ধ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এবং সশরীরে হাজির হওয়া থেকে আদালতের আদেশবলে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

(৩) মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত কোনো তদন্ত বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ এর অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যধারার যে গুরুত্ব ভ্যাট অফিসার কর্তৃক পরিচালিত কোনো তদন্ত সে গুরুত্ব পাবে।

২৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উৎপাদনস্থল, সেবাপ্রদানস্থল, ব্যবসায়স্থল ও ঘরবাড়ীতে প্রবেশ, মজুদ পণ্য, সেবা ও উপকরণ পরিদর্শন এবং হিসাব ও নথিপত্র পরীক্ষা করার অধিকার।— (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত—

- (ক) যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা সেবা প্রদানের স্থল বা ব্যবসায়স্থল বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ঘরবাড়ী বা অঙ্গনে প্রবেশের অধিকার থাকিবে;
- (খ) যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়া, মজুদ পণ্য, সেবা ও উপকরণ পরিদর্শন ও তদসংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; এবং
- (গ) যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যে কোন সময় নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত পুস্তক, নথিপত্র ও বাণিজ্যিক দলিলাদিসহ ব্যবসা সংক্রান্ত সকল দলিলাদি পরীক্ষা করিতে, উহা দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে বা উক্ত

দলিলাদি ও ক্ষেত্রমত, পণ্য আটক করিতে বা আটককৃত পণ্য হেফাজত বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উৎপাদনস্থল, সরবরাহস্থল বা ব্যবসায়স্থলে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূল্য সংযোজন কর্মকর্তা, তালাবদ্ধ করিতে বা এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থান কাহারো আবাসস্থল হইলে উক্ত কর্মকর্তা, উক্ত আবাসস্থলের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারীকে যথাযথ নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে, উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তবে ধারা ৪৮ক এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে অনুরূপ নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) এই আইনের অধীন কোন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন স্থানে প্রবেশ করিলে উক্ত স্থানের স্বত্বাধিকারী, তত্ত্বাবধানকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিলাদি বা নমুনা সরবরাহসহ অন্যান্য সকল যুক্তিসঙ্গত সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন কোন তথ্য, দলিলাদি বা নমুনা প্রাপ্তির পর যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কোন রাজস্ব ফাঁকি দিয়াছেন বা কোন অনিয়ম করিয়াছেন তাহা হইলে তৎসম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের জন্য, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূল্য সংযোজন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করাসহ এই আইনের অধীন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায়স্থল পরিদর্শন এবং মজুদ পণ্য, সেবা, উপকরণ ও হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটিরশিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধা দাবীকারী প্রতিষ্ঠানও নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য বক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

২৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উৎপাদনস্থল, সেবাপ্রদানস্থল, ব্যবসায়স্থল ও ঘরবাড়িতে প্রবেশ, মজুদ পণ্য, সেবা ও উপকরণ পরিদর্শন এবং হিসাব ও নথিপত্র পরীক্ষা করার অধিকার— (১) সহকারী কমিশনার নিজে, বা তাঁর নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ভ্যাট অফিসার নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ করতে পারবেন। এখানে কিছু বিষয় বলে রাখা দরকার। তা হলো, ধারা ২৬ হলো তলমশী ও আটক সংক্রান্ত ধারা। এই ধারাকে বলা হয় physical prevention of VAT evasion এর ধারা। এই ধারার অধীনে তলমশী করে, পণ্য, ডকুমেন্টস আটক করে ভ্যাট ফাঁকি রোধ করার চেষ্টা করা হয়। এর পরবর্তী ধারা ২৬ক হলো অডিট সংক্রান্ত ধারা। এই ধারাকে বলা হয় documentary prevention of VAT evasion এর ধারা। এই ধারার অধীনে অডিট করে ভ্যাট ফাঁকি রোধ করার চেষ্টা করা হয়। তলমশী ও আটক সংক্রান্ত কতকগুলো সাধারণ বিষয় হলো, বর্তমানে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তাগণ নিজ ক্ষমতাবলে তলমশী ও আটক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন না। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো ভ্যাট অফিসার তাদেরকে লিখিতভাবে ক্ষমতাপত্র দিলে তবে তারা তলমশী ও আটক কাজ করতে পারবেন। তলমশী ও আটক কাজ পরিচালনা করার সময় তাদেরকে নিজ নিজ দাপ্তরিক পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে এবং কেউ যদি দেখতে চাই তাহলে তাকে দেখাতে হবে। তবে, যে রাজস্ব

কর্মকর্তা ভ্যাট সার্কেল অফিসের দায়িত্বে থাকেন তিনি তাঁর সার্কেলের এলাকায় নিজ ক্ষমতাবলে তলাশী ও আটক কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। বিধি ৭ এ এ-বিষয়ে আরো বিস্তারিত বিধান বর্ণিত আছে। এবার এই উপ-ধারার মূল বক্তব্যে আসি। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার নিকট হতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভ্যাট অফিসার নিম্নের কাজসমূহ করতে পারবেন:

(ক) উৎপাদন, সেবা প্রদান, ব্যবসায়ের স্থান বা ঘরবাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন। তিনি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত বা নিবন্ধিনযোগ্য যে কোনো স্থানে বা সংশ্লিষ্ট কোনো ঘরবাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন।

(খ) তিনি উক্তরূপ স্থানে প্রবেশ করে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারবেন। মজুদ পণ্য, সেবা ও উপকরণ পরিদর্শন করতে পারবেন। এবং এসংক্রান্ত হিসাবপত্র পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে পারবেন।

(গ) ভ্যাট সংক্রান্ত পুস্তক, নথিপত্র ও বাণিজ্যিক দলিলাদি পরীক্ষা করতে পারবেন। উক্তরূপ দলিলাদি দাখিল করার আদেশ দিতে পারবেন। উক্ত দলিলাদি ও পণ্য আটক করতে পারবেন। সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কোন ভ্যাট অফিসার আটককৃত পণ্য বা দলিলাদি হেফাজতের জন্য উক্ত স্থানে তালাবদ্ধ করতে পারবেন। এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ করতে পারবেন।

(২) উক্ত লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যদি কারোর বাসস্থানে প্রবেশ করতে হয় তাহলে নোটিশ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। বাসস্থানের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করে বাসস্থলে প্রবেশ করতে হবে। ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ৩৬ অনসারে ভ্যাট বিভাগের সহকারী কমিশনার ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ওপর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা আছে। তাই, সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই কারো আবাসস্থলে প্রবেশ করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো উৎপাদনস্থলে বা সেবাপ্রদানস্থলে বা ব্যবসায়স্থলে পরিদর্শন বা তলাশী করতে গেলে সেখানে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাওয়া যায় না। অতি প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিরাপত্তাজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে বাসায় নিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে অনেক সময় ভ্যাট ফাঁকি রোধ করার প্রয়োজনে বাসায় প্রবেশ ও তলাশী করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, আইনের বিধান মোতাবেক ভ্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র নিবন্ধিত অঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) এরূপ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিলাদি ও নমুনা সরবরাহ করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত সহায়তা প্রদান করতে হবে। ভ্যাট অফিসার যথাযথ ক্ষমতাপত্র নিয়ে কোন স্থানে প্রবেশ করলে উক্ত স্থানের মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভ্যাট অফিসারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

(৪) এভাবে তলাশী করে প্রাপ্ত তথ্য ও দলিলাদি পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে বা কোনো অনিয়ম হয়েছে তাহলে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে হবে। তবে, এ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করা প্রয়োজন তাহলে তিনি উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। যদি আশংকা থাকে যে, উক্ত ব্যক্তির নথিপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করলে রাজস্ব ফাঁকি উদ্ঘাটিত হবে। যদি আরো আশংকা থাকে যে, ইতোমধ্যে উক্ত ব্যক্তি তার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ সরিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায় করা কঠিন হবে। তাই, এ পর্যায়ে পূর্ব থেকেই তার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করে দেয়া যাবে।

(৫) সার্কেল অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁর নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিজ ক্ষমতায় পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং রাজস্ব কর্মকর্তাগণ নিজ ক্ষমতায় পরিদর্শন, তলাশী ও আটক করতে যেতে পারবেন না। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার নিকট থেকে লিখিতভাবে ক্ষমতা নিয়ে

টার্ন পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। উপ-ধারা-১ এ ইহা বর্ণিত আছে। তবে, উপ-ধারা-৫ অনুসারে, শুধুমাত্র সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা নিজ সার্কেলের এলাকায় নিজ ক্ষমতায় পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

(৬) টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানেও উক্তরূপ পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। টার্নওভার করার আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায় এবং কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায় তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন বা সেবা প্রদানের পরিমাণ ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম (কিছু ব্যতিক্রম আছে) সে সকল প্রতিষ্ঠান ১৫ শতাংশ ভ্যাট দেয়ার পরিবর্তে ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করবে। কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান হলো সে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল প্রতিষ্ঠান কতিপয় শর্ত পালন করলে তাদের কোন ভ্যাট বা টার্নওভার কর পরিশোধ করতে হয় না। তারা কোনরূপ কর প্রদান ছাড়াই পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে। এসকল প্রতিষ্ঠানেও পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কাজ পরিচালনা করা যাবে। কুটির শিল্পের সুবিধা পেতে হলে প্রধানত: তিনটি শর্ত পালন করতে হয়। যথা: (১) প্রতিষ্ঠানটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হতে পারবে না; (২) উক্ত প্রতিষ্ঠানের পম্পেন্ট, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ বছরের যে কোন সময়ে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত হবে না; এবং (৩) প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক টার্নওভার অর্থাৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ৪০ (চলিশ) লক্ষ টাকার বেশি হবে না। এ শর্তসমূহ পালন করলে কমিশনারের কাছে কুটির শিল্প সুবিধা পাওয়ার জন্যে আবেদন করতে হয়। তবে, কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যে সকল প্রতিষ্ঠান উক্ত শর্তসমূহ পালন করলেও কুটির শিল্পের সুবিধা পাবে না। কুটির শিল্প সংক্রান্ত এসআরও নং-১৬৮-আইন-২০০৩/৩৭৬-মূসক, তারিখ: ১২ জুন, ২০০৩ এ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা দেয়া আছে। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬১৫ থেকে ৬২০ অনুগ্রহ করে দেখুন। এই তালিকাকে সাধারণ ভাষায় কুটির শিল্পের নেগেটিভ লিস্ট বলে।

২৬ক। করদাতার কর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান।— (১) যুগ্ম-কমিশনার বা যুগ্ম-পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা, এই আইনের অধীন প্রদেয় করের যথার্থতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষা বা অনুসন্ধানের জন্য যে কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখিতে হইবে, যথা:-

- (ক) এই আইন বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির অতীত কার্যক্রম ;
- (খ) নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত পণের বিনিময়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি বা ধরন ; এবং
- (গ) এই আইনের অধীন প্রদেয় কর নিরূপণ ও আদায় নিশ্চিতকরণকল্পে প্রাসঙ্গিক অন্য কোন বিষয়।

(৩) এই ধারার অধীন নিরীক্ষা বা অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বোর্ড এই আইন এবং বিধির বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশনা জারী করা হইলে উহা মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসৃত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন নিরীক্ষা বা অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এর অধীন জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশনার ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা বা অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া আদেশদানকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিরীক্ষিত কর মেয়াদে এই আইনের অধীন করদাতার প্রদেয় করের দায়-দায়িত্ব উদঘাটিত হইলে, যথাযথভাবে করদায়িত্ব নির্ধারণ, নির্ধারিত করদায়িত্বের মধ্যে অপরিশোধিত করের উপর প্রযোজ্য সুদসহ উক্ত অপরিশোধিত কর আদায়, নিরীক্ষা বা অনুসন্ধানে উদঘাটিত কর ফাঁকি সংক্রান্ত অপরাধ বা অন্যান্য অনিয়ম সম্পর্কে যথাযথ দণ্ড আরোপের জন্য উহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) পুনঃ নিরীক্ষা ও পুনঃ অনুসন্ধান করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিলে কোন ব্যক্তির কোন কর মেয়াদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষিত বা অনুসন্ধানকৃত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত করদাতার অন্য কোন কর মেয়াদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পুনঃনিরীক্ষা এবং পুনঃ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিবে না।

(৭) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির মজুদ পণ্য পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য বোর্ড, আদেশ দ্বারা, যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও শর্তাদি স্থিরক্রমে কোন নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৯) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটির শিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধা দাবীকারী প্রতিষ্ঠানও এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

২৬ক। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষার আদেশদান ও বোর্ড কর্তৃক নিরীক্ষক নিয়োগ—

(১) এই ধারাটি অডিট করা সংক্রান্ত। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় অডিটের ওপর খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। আবগারী কর ব্যবস্থায় মূলতঃ পরিদর্শন, তলশী ও আটক করার মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ করার প্রচেষ্টা নেয়া হতো। কিন্তু ভ্যাট ব্যবস্থায় অডিটের মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ভ্যাট ব্যবস্থা একটি অডিট-নির্ভার ব্যবস্থা। যুগ্ম কমিশনার বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা কোনো প্রতিষ্ঠানে অডিট করার জন্য টীম গঠন করে আদেশ জারি করতে পারেন। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান অডিট করা হবে তার তালিকা তিনি নির্বাচন করবেন। আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অডিট সম্পাদন করে তাঁর কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। অডিট করা হয় বছরওয়ারী হিসাবে। অডিট করার সময় মূলতঃ কয়েকটি বিষয় দেখা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান যে কাঁচামাল আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয় করেছে তা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হওয়ার কথা তা উৎপাদন করে বিক্রি করেছে কি-না এবং উক্ত বিক্রির ওপর সঠিকভাবে ভ্যাট পরিশোধ করেছে কি-না। যে সকল ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কর জমা প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক আছে কি-না। প্রতিষ্ঠানটির যে সকল ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার আবশ্যিকতা ছিল তা সঠিকভাবে করেছে কি-না। প্রতিষ্ঠানটির ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) যে উপকরণের স্থিতি আছে তা গুদামে মজুদ আছে কি-না এবং বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) উৎপাদিত পণ্যের যে স্থিতি আছে তা গুদামে আছে কি-না। প্রতিষ্ঠানে যে বর্জ্য হয় তা ভ্যাটের বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করা হয়েছে কি-না ইত্যাদি।

(২) কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান অডিট করা হবে তা নির্বাচনের সময় কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন: উক্ত প্রতিষ্ঠানের অতীত কার্যক্রম। যে প্রতিষ্ঠানের অতীত কার্যক্রমের রেকর্ড ভালো, সে সকল প্রতিষ্ঠান অডিট করতে হবে না। প্রতিষ্ঠান যে পণ্য উৎপাদন করে বা সেবা প্রদান করে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে রাজস্ব ফাঁকি দেয়া সহজ হয় তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠান

অবশ্যই অডিটের জন্য নির্বাচন করতে হবে। এবং রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

(৩) অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করতে পারবে এবং উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অডিট করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অডিট কাজ পরিচালনা করবেন।

(৪) অডিট করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বোর্ডের নির্দেশনা অনুসারে অডিট সম্পন্ন করে নির্দেশদানকারী কর্মকর্তা বরাবরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অডিট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(৫) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়ার পর তিনি প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। প্রতিবেদনে রাজস্ব ফাঁকি এবং অনিয়মের যে বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে তা তিনি বিচার-বিশেষণ করবেন। তিনি প্রয়োজন মনে করলে অডিটকৃত প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য শ্রবণ করবেন এবং একইসাথে অডিটকারী কর্মকর্তাদের বক্তব্য শ্রবণ করবেন। উভয়ের বক্তব্য বিবেচনা করে তিনি অডিট প্রতিবেদনে কর ফাঁকি এবং অনিয়মের কোনো বিষয় আপাতত: প্রতিষ্ঠিত হয় কি-না তা তিনি বিবেচনা করবেন। তার বিবেচনায় কোনো অনিয়ম বা রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে বলে মনে করলে তিনি বিষয়টি যথাযথ ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন। ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ বিচারকারী কর্মকর্তা। ভ্যাট বিষয়ক মামলা ভ্যাট বিভাগের অফিসারগণ বিচার করেন। কোন পদমর্যাদার অফিসার কতটাকা মূল্যের মামলার বিচার করতে পারবেন তা ধারা ৪০ এ বর্ণিত আছে। রাজস্ব কর্মকর্তা দুই লক্ষ টাকা, সহকারী কমিশনার পাঁচ লক্ষ টাকা, উপ-কমিশনার দশ লক্ষ টাকা, যুগ্ম কমিশনার পনের লক্ষ টাকা, অতিরিক্ত কমিশনার কুড়ি লক্ষ টাকা এবং কমিশনার কুড়ি লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের মামলার বিচার করতে পারবেন। বিস্তারিত জানার জন্য ধারা ৪০ দেখুন। নিরীক্ষার আদেশদানকারী অফিসার অর্থাৎ যুগ্ম কমিশনার নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অডিট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের শুনানী গ্রহণ করে যদি তিনি মনে করেন যে, কোন রাজস্ব ফাঁকি বা অনিয়ম সংঘটিত হয়নি, তাহলে তিনি বিষয়টি সমাপ্ত করে দেবেন। আর তিনি যদি মনে করেন যে কোন অনিয়ম হয়েছে বা কোনো রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে, তাহলে তিনি বিচার করার জন্য উক্ত মামলার মূল্য অনুসারে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন। অতঃপর উক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করবেন, শুনানী নিবেন অতঃপর তিনি চূড়ান্ত আদেশ জারী করবেন। চূড়ান্ত আদেশে তিনি পূর্বে নির্ধারিত ফাঁকির বিষয়টি প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবেন।

(৬) সাধারণত: বিধান হলো এই যে, কোন কর মেয়াদের অডিট একবার করতে হবে। অডিট করবে ভ্যাট কমিশনারেট অফিস এবং মুসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। দুটি প্রতিষ্ঠান যেন একই সময়ে কোন প্রতিষ্ঠানে একই করমেয়াদের অডিট না করে সে বিষয়ে নজর রাখা হয়। তবে, যদি দেখা যায় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর মেয়াদের অডিট পুনরায় করা প্রয়োজন, তাহলে তা করা যাবে।

(৭) এই উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান অডিট করার জন্য বোর্ড বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করতে পারবে। ভ্যাট বিভাগে জনবলের স্বল্পতা থাকায় এবং অডিট একটি বিশেষ ধরনের কাজ হওয়ায় ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সকল প্রতিষ্ঠান অডিট করা সম্ভব হয় না। ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরে অডিট করা সম্ভব হয় না। তাই, এই উপ-ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান অডিট করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করতে পারবে। এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও শর্ত ঠিক করে দিতে পারবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৮-৯৯ সালের দিকে শুধুমাত্র একবার অডিট করার জন্য বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের অডিট থেকে তেমন আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। তাই, এখন আর বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করা হয় না। যদিও আইনে এ বিধান এখনো রয়ে গেছে।

(৮) যদি অডিট করার জন্য কোন বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করা হয়, তবে তিনি একজন ভ্যাট অফিসার হিসেবে বিবেচিত হবেন। একজন ভ্যাট অফিসার যেভাবে অডিট করতে পারেন তিনিও সেভাবে অডিট করতে পারবেন।

(৯) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটির শিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধা দাবিকারী প্রতিষ্ঠানেও অডিট করা যাবে। বাস্তবে এ সকল প্রতিষ্ঠান অডিট করা হয় না বললেই চলে। কারণ, সকল ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানই অডিট করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই, টার্নওভার কর ও কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠান অডিট করার অবকাশ থাকে না।

২৬খ। তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ (Supervised Supply), পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী সংক্রান্ত বিধান।— (১) এই আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশনার কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির উৎপাদনস্থল, সরবরাহস্থল, সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায়স্থল পর্যবেক্ষণ, নজরদারী ও তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনারের যদি বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোন করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্য পণ্য ও করের হিসাব সঠিকভাবে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত পুস্তক ও বাণিজ্যিক দলিলাদিতে উল্লেখ বা দাখিলপত্রে ঘোষণা প্রদান করেন না, অথবা পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করেন না বা চালানপত্র ইস্যু করিলেও আইনানুগভাবে ইস্যু করেন না অথবা কর প্রদানের দায়-দায়িত্ব পরিহারের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষকে করযোগ্য পণ্য ও সেবার লেনদেন বা বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেন না অথবা অসত্য তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত করের দায়-দায়িত্ব নিরূপণের লক্ষ্যে, তিনি যেই সময় পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে করেন সেই সময় পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা ব্যবসায়স্থলে পর্যবেক্ষণ, নজরদারী ও তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লিখিত করদাতার পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নজরদারী ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ পর্যবেক্ষণ বা নজরদারী বা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত করযোগ্য পণ্য বা সেবার লেনদেন বা বিক্রয় বা প্রযোজ্য কর সংক্রান্ত তথ্য কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবেন, যাহার ভিত্তিতে কমিশনার উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট করমেয়াদ বা অন্য যে কোন করমেয়াদের কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী ধারা ৩২ অনুযায়ী চালানপত্র প্রদান করেন না বা অসত্য চালানপত্র প্রদান করেন অথবা ধারা ৩১ মোতাবেক রক্ষিত হিসাবপত্রে বা ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রদত্ত কোন কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বিক্রয় মূল্য বা সর্বমোট প্রাপ্তি সঠিকভাবে প্রদর্শন করেন না, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর সহিত তুলনীয় অভিন্ন অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতিসম্পন্ন অনুরূপ করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর বিক্রয় মূল্য বা সর্বমোট প্রাপ্তি বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিবেচনাপূর্বক প্রথম লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে বিবেচ্য করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর জন্য প্রতি করমেয়াদে ন্যূনতম বিক্রয়ের পরিমাণ, মূল্য সংযোজনের পরিমাণ, প্রদেয় করের ভিত্তিমূল্য বা প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে করদাতার অনুকূলে শুনানীর সুযোগদান সংক্রান্ত আইনের অন্যান্য বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

২৬খ। তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ (Supervised Supply), পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী সংক্রান্ত বিধান— (১) ভ্যাট ব্যবস্থা হলো অডিট-নির্ভর ব্যবস্থা। ভ্যাট ব্যবস্থায় অডিট করে রাজস্ব ফাঁকি উদ্ঘাটনের ওপর জোর দেয়া হয়। ভ্যাট ব্যবস্থার পূর্বের রাজস্ব ব্যবস্থা অর্থাৎ আবগারী ব্যবস্থায় তলশী ও আটক করে রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হতো। আবগারী ব্যবস্থায় আবগারী কর্মকর্তাগণ চালানপত্রে স্বাক্ষর করতেন। আর ভ্যাট ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী নিজেই বা তার প্রতিনিধি চালানপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাই, ভ্যাট ব্যবস্থাকে self clearance system বলা হয়। আবগারী কর ব্যবস্থাকে supervised clearance system বলা হতো। তবে, ভ্যাট ব্যবস্থায় সীমিত আকারে supervised clearance system বহাল রাখা হয়েছে। এই আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) অনুযায়ী করে দেখুন। স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ব্যবস্থা তদারকির জন্য, কমিশনার এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আদেশ জারি করতে পারবেন। আমরা জানি যে, বর্তমানে আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় ৫ (পাঁচ)টি আইটেমের ওপর স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল পদ্ধতি চালু আছে। আইটেমগুলো হলো, সিগারেট, বিড়ি, কোমল পানীয়, মিনারেল ওয়াটার এবং টয়লেট সাবান। উৎপাদনস্তরে উক্ত আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে পণ্য বা প্যাকেটের গায়ে স্ট্যাম্প বা ব্যাভরোল লাগিয়ে বিক্রি করা হয়। স্ট্যাম্প ও ব্যাভরোলের হিসেবে রাজস্ব পাওয়া যায়।

(২) কমিশনার যদি মনে করেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে ভ্যাট ফাঁকি দিচ্ছে এবং রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য সেখানে এরূপ ব্যবস্থা আরোপ করা প্রয়োজন; তাহলে কমিশনার এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আদেশ জারি করতে পারবেন। বিভিন্নভাবে রাজস্ব ফাঁকির প্রক্রিয়াসমূহ হলো: (ক) পণ্য ও সেবার হিসাব সঠিকভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত ডকুমেন্টে প্রদান না করা এবং দাখিলপত্রে প্রদর্শন না করা; (খ) চালানপত্র ইস্যু না করা অথবা সঠিকভাবে ইস্যু না করা; (গ) পণ্য বা সেবার বিক্রয় সম্পর্কে ভ্যাট দপ্তরকে তথ্য প্রদান না করা বা অসত্য তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি। এমতপরিস্থিতিতে কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানে supervised clearance এর আদেশ দিতে পারবেন।

(৩) আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে পণ্য বা সেবা বিক্রির হিসাব গ্রহণ করবেন এবং পণ্য ও সেবা সরবরাহের উক্ত সঠিক হিসাব কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করবেন। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ বা অন্য যে কোনো কর মেয়াদের কর নির্ধারণ করতে পারবেন।

(৪) যদি কোন প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে রাজস্ব ফাঁকি দেয় বলে কমিশনার মনে করেন তাহলে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যায় এমন অভিন্ন অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পন্ন একই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় মূল্য বা সর্বমোট প্রাপ্তি বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণ করতে পারবেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর মেয়াদের ন্যূনতম বিক্রয়ের পরিমাণ, মূল্য সংযোজনের পরিমাণ, প্রদেয় করের ভিত্তিমূল্য বা প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। কমিশনার কর্তৃক এরূপভাবে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করা উক্ত ব্যক্তির জন্য আইনানুগভাবে বাধ্যতামূলক হবে।

(৫) এই ধারায় যে সকল পদক্ষেপের বিষয় বর্ণিত আছে, সে সকল পদক্ষেপ কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর কার্যকর করতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

২৭। বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটক।— (১) সহকারী কমিশনার এর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বাজেয়াপ্তযোগ্য যে কোন পণ্য আটক করিতে পারিবেন এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য আটক করা

সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত পণ্যের মালিক বা উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখলে বা তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছে সে ব্যক্তিকে উক্ত কর্মকর্তার প্রাক-অনুমতি ব্যতীত উক্ত পণ্য অপসারণ, হস্তান্তর বা প্রকারান্তরে বিলিবন্দেজ না করার নির্দেশ দান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির পণ্য আটক করা হইলে, উক্ত পণ্যের ন্যায়-নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় (Pending adjudication), বিধিতে উল্লিখিত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে আটককৃত পণ্য উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে আটককৃত পণ্যের প্রস্তাবিত বাজেয়াপ্তকরণের কারণ উল্লেখ করিয়া পণ্য আটককরণের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে পণ্যের মালিকের উপর কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করিতে হইবে এবং তাহাকে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করার সুযোগ এবং যদি তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার মনোনীত কৌশলির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উপরি-উক্ত দুই মাস মেয়াদ অনধিক অনধিক দুই মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পণ্যের মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য বাজেয়াপ্তির বা অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারণ দর্শাও নোটিশ ব্যতিরেকে প্রদত্ত উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া, আদেশটি পালন করিতে লিখিতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত আদেশের প্রতি এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন আটককৃত কোন পণ্যের মালিকের উপর পণ্য আটকের দুই মাসের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখল হইতে আটক করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হইবে।

২৭। বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটক।— (১) ধারা ২৬, ২৭ এবং বিধি-৭ এ আটকের বিষয় বিধৃত হয়েছে। এ দুটি ধারা এবং একটি বিধি একত্রে পাঠ করলে আটক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভ্যাট কর্মকর্তা বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য আটক করতে পারবেন। যদি পণ্য আটক করে নিয়ে আসা সম্ভব না হয়; তাহলে উক্ত পণ্য অপসারণ, বিক্রয়, হস্তান্তর না করার জন্য তিনি পণ্যের মালিককে বা পণ্য যার দখলে রয়েছে বা যার ব্যবস্থাধীনে রয়েছে তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

শর্ত: আটকৃত পণ্য অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় (Interim Release) প্রদান করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বিচারকারী কর্মকর্তা অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করতে পারবেন। পণ্যের মালিককে উক্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় পেলে, উক্ত পণ্য নিজ হেফাজতে রাখতে হবে। বিচারকারী কর্মকর্তা যে কোন সময় নির্দেশ দিলে উক্ত পণ্য তাঁর নিকট উপস্থাপন করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদানের আদেশে উক্ত শর্তসমূহ বিধৃত থাকে।

(২) পণ্য আটকের ২ (দুই) মাসের মধ্যে পণ্যের মালিকের বরাবরে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে হবে। অতঃপর পণ্যের মালিক লিখিতভাবে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিল করবেন। কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব প্রাপ্তির পর বিচারকারী কর্মকর্তা শুনানীর দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে পত্র জারী

করবেন। শুনানীতে পণ্যের মালিক নিজে বা তার মনোনীত কৌশলী অংশগ্রহণ করতে পারেন। বর্তমানে ভ্যাট পরামর্শক শ্রেণী গড়ে উঠেছে। ভ্যাট পরামর্শকগণ এরূপ শুনানীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অনেকে ভ্যাট পরামর্শক খুঁজে পান না। তাই, তাদের সহায়তার জন্যে ভ্যাট পরামর্শকদের একটি তালিকা www.vatbd.com ওয়েবসাইটের Download VAT Contents মেন্যুতে দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। উলেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সনদপ্রাপ্ত ভ্যাট কনসালট্যান্ট-এর সংখ্যা মাত্র ৫৮ জন। তাই, নিবন্ধিত ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তিকে যার ভ্যাট বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন।

১ম শর্ত: কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করার সময়সীমা কমিশনার আরো ২ (দুই) মাস বাড়িয়ে দিতে পারবেন। যদি বিচারকারী কর্মকর্তা কোন কারণে দুই মাসের মধ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে না পারেন, তাহলে তিনি কেন কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে পারেননি তা উলেখ করে কমিশনারের কাছে সময় বর্ধিতকরণের অনুমতি চাবেন। কমিশনার দুই মাস সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন।

২য় শর্ত: এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত আছে যা সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ (summary adjudication) নামে পরিচিত। পণ্য আটক করা হলে, কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা, জবাব দাখিল করা, শুনানী গ্রহণ করা ইত্যাদি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই দীর্ঘ সময়ে পণ্যের ক্ষতিসাধন হয়ে যেতে পারে বা পণ্যটি তার তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন হতে পারে বা অন্য কোন কারণে পণ্যের মালিক সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের মাধ্যমে পণ্য ছাড় করানোর জন্য আবেদন করতে পারেন। এখানে উলেখ্য যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্যাট ব্যবস্থায় বিচার দুই ধরনের। যথা: (১) স্বাভাবিক বিচার; এবং (২) সংক্ষিপ্ত বিচার। স্বাভাবিক বিচারের ক্ষেত্রে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে হয়। প্রয়োজনে অধিকতর তদন্ত করাতে হয়। শুনানী গ্রহণ করতে হয়। অতঃপর বিচারাদেশ প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে, পণ্যের মালিক ইচ্ছা করলে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ চেয়ে বিচারকারী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে পারেন। আবেদনে কয়েকটি বিষয় উলেখ করতে হয়। যেমন: (ক) আমি অপরাধ স্বীকার করছি; (খ) আমি সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ চাই; (গ) যে কোনো আদেশ আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এমন আবেদন পেলে বিচারক তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে, অর্থদণ্ড ইত্যাদি আরোপ করে, প্রয়োজনে বিমোচন জরিমানা আরোপ করে পণ্য ছাড় দেয়ার আদেশ দেন। ভ্যাট কর্মকর্তাগণ পণ্য আটক করলে উহা ছাড় করানোর জন্য অনেকেই ভ্যাট পরামর্শক নিয়োগ করে থাকেন। অথচ পণ্যের মালিক নিজে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের আবেদন করে পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে ছাড় করানোর ব্যবস্থা করতে পারেন।

(৩) পণ্য আটকের দুই মাসের মধ্যে বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে (চার মাস) যদি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা না হয়; তাহলে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির নিকট থেকে আটক করা হয়েছিল সে ব্যক্তিকে ফেরৎ দিতে হবে।

২৮। আটককৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— ধারা ২৭ এর অধীন আটককৃত যাবতীয় পণ্যের সংরক্ষণ, নিষ্পত্তি বা প্রকারান্তরে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Customs Act এর Section 169 এর বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

২৮। আটককৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— পণ্য আটক করলে অনেক সময় উক্ত পণ্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলে উক্ত পণ্য নিলাম করার প্রশ্ন আসে। নিলাম সংক্রান্ত

বিষয়ে Customs Act এর অধীনে যথেষ্ট বিধানাবলী প্রণীত হয়েছে। Customs Act এর উক্ত বিধানাবলী অনুসারে ভ্যাট আইনের আওতায় আটককৃত পণ্যের নিলাম করতে হবে। ধারা ৬০ (মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ) -এ বলা আছে যে, Customs Act, 1969 এবং Excise and Slat Act, 1944 এর বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োগ করা যাবে। তাই, নিলাম সংক্রান্ত বিষয়ে ভ্যাট আইনে আলাদা কোন বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়নি। Customs Act এর আওতায় প্রণীত নিলাম সংক্রান্ত বিধান অনুসারে ভ্যাট আইনের আওতায় আটককৃত পণ্যের নিলাম করা হয়।

২৯। পণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ।— এই আইনের অধীন কোন পণ্য, বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য ব্যতীত, বিক্রয় এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Customs Act এর Section 201 এর বিধান, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

২৯। পণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ।— একইভাবে Customs Act এর বিধানাবলী অনুসারে আটককৃত পণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিতরণ করতে হবে। Customs Act এর ধারা ২০১ এ এ-বিষয়ে বিধান বর্ণিত আছে। পণ্য পরিবহণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, ওঠানো-নামানোর মজুরী, নিলাম সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ প্রথমে নিলাম বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে তা সরকারী কোষাগারে ১/১১০৩/০০০০/২৬৮১ কোডে জমা দিয়ে রাখতে হবে। "০০০০" এর স্থলে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড লিখতে হবে। কমিশনারেটসমূহের কোডসমূহ হলো ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। অতঃপর উক্ত পণ্য সংক্রান্ত মামলা চলতে থাকবে। মামলা নিষ্পত্তি হলে যদি পণ্যের মালিক জিতে যান তাহলে তিনি সরকারী কোষাগারে জমাকৃত নিলাম বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফেরৎ নিবেন। এজন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফেরতের আবেদন দাখিল করতে হবে। আর যদি সরকার জিতে যায় তাহলে যেহেতু নিলাম বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী খাতে জমা করা হয়েছে, তাই আর কিছু করণীয় নেই।

৩০। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— সরকারের অনুকূলে নিরঙ্কুশভাবে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য বোর্ড, বিধি সাপেক্ষে, যেভাবে চাহিবে সেভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে।

৩০। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা করতে হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক। এখানেও পূর্বের ধারা ২৮ এবং ২৯ সংশ্লিষ্ট। Customs Act এর বিধান মোতাবেক আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, নিলাম, নিলাম বিক্রয়লব্ধ অর্থের বন্টন করার বিধান আছে, সেই একই পদ্ধতিতে ভ্যাট আইনের আওতায় আটকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৩১। হিসাবরক্ষণ।— (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তিকে, কোন নির্দিষ্ট করমেয়াদে, তাহার করদায়িত্ব নিরূপণের সুবিধার্থ তৎকর্তৃক বা তাহার পক্ষে তাহার কোন এজেন্ট কর্তৃক ক্রীত বা সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও নথিপত্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহার ব্যবসায়স্থলে মজুদ রাখিতে হইবে:

(ক) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবা ক্রয়ের বিবরণী এবং তৎসংশ্লিষ্ট চালানপত্র;

- (খ) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বা উক্ত পণ্য বা সেবা রপ্তানির বিবরণী এবং তৎসংশ্লিষ্ট চালানপত্র;
- (গ) চলতি হিসাব;
- (ঘ) মূল্য সংযোজন কর প্রদানের উদ্দেশ্যে চালানের মাধ্যমে ট্রেজারীতে বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী;
- (ঙ) উপকরণ ও প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের মজুদের বিবরণী; এবং
- (ঙঙ) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য অথবা সেবা প্রদান সংক্রান্ত বাণিজ্যিক দলিলাদি;
- (চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে এমন পুস্তক ও নথিপত্র:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি কোন পদ্ধতিতে এবং কি ধরনের পুস্তক ও নথিপত্র সংরক্ষণ করিবেন উহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হিসাব পুস্তকের অতিরিক্ত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত সকল বাণিজ্যিক দলিল বা হিসাব পুস্তকের নাম ও বিবরণ (ফরমেটসহ) সংক্রান্ত ঘোষণা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

৩১। হিসাবরক্ষণ।— ধারা-৩১ এবং বিধি-২২ এ হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণিত আছে। তাই, এ দুটি ধারা ও বিধি একত্রে পড়লে বিষয়সমূহ পরিষ্কার বুঝা যাবে। ভ্যাট একটি হিসাব-নির্ভর ব্যবস্থা। হিসাব হলো ভ্যাট ব্যবস্থার প্রাণ। ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তিকে কিছু নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয়। উক্ত নথিপত্রের মধ্যে রয়েছে কিছু আবশ্যিক এবং কিছু ঐচ্ছিক। বাণিজ্যিক দলিলাদি ঐচ্ছিক। নিবন্ধিত ব্যক্তি তার প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক দলিলাদি সংরক্ষণ করবেন। সাধারণত: মূল্য ঘোষণা, ক্রয় হিসাব, চালানপত্র, বিক্রয় হিসাব, চলতি হিসাব ও দালিখপত্র আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। অবশ্য সকল প্রতিষ্ঠান চলতি হিসাব সংরক্ষণ করে না। এ সকল হিসাবপত্র সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ফরম রয়েছে। ফরমসমূহ এই বইয়ে দেয়া আছে। উল্লেখ্য যে, হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধিত অঙ্গনে। অর্থাৎ তার উৎপাদনস্থল বা ব্যবসার স্থল বা সেবা প্রদানের স্থল বা আমদানি-রপ্তানির স্থলে। অনেক সময় দেখা যায় যে, নিবন্ধিত স্থলে নথিপত্র সংরক্ষণ না করে সদর দপ্তরে নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয়। ইহা বিধিসম্মত নয়। যারা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করেন তাদের সার্ভার নিজ নিবন্ধিত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সার্ভার বিদেশে বা অন্যত্র থাকলে নিবন্ধিত অঙ্গনে ডুপ্লিকেট সার্ভার রাখতে হবে। নিবন্ধিত ব্যক্তিকে মূলত: নিম্নবর্ণিত নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে:

(ক) ক্রয়ের বিবরণী (মূসক-১৬)। এই রেজিস্টারে যাবতীয় ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। ফরম অংশে "মূসক-১৬" ফরম্যাট দেখুন। ক্রয়ের স্বপক্ষে যে সকল চালানপত্র ও আমদানির স্বপক্ষে যে সকল বিল-অব-এন্ট্রি পাওয়া যাবে তাও সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) বিক্রয়/রপ্তানির বিবরণী (মূসক-১৭) ও চালানপত্র (মূসক-১১)। পণ্য বিক্রি করতে হলে তথা সরবরাহ প্রদান করতে হলে মূসক চালান ইস্যু করতে হয়। উক্ত মূসক চালান সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত মূসক চালান বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার অর্থাৎ "মূসক-১৭" রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এভাবে বিক্রয়ের হিসাব লিপিবদ্ধকৃত "মূসক-১৭" রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। "মূসক-১৭" রেজিস্টারের ফরম্যাট ফরম অংশে দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন।

(গ) চলতি হিসাব (মূসক-১৮)। চলতি হিসাব হলো প্রকৃতপক্ষে একটি রেজিস্টার। অনেকে "চলতি হিসাব" বলতে কোন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট বলে বুঝে থাকেন, তা সঠিক নয়। "চলতি হিসাব" রেজিস্টারের ফরম্যাট ফরম অংশে দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। সরকারী খাতে ট্রেজারী চালানের

মাধ্যমে অর্থ জমা প্রদান করে এই রেজিস্টারে স্থিতি (balance) উঠিয়ে রাখতে হয়। ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহের সময় উক্ত স্থিতি থেকে মাইনাস করে ভ্যাট প্রদান করে পণ্য সরবরাহ করতে হয়। ফরম অংশে উক্ত চালানের ফরম্যাট দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন।

(ঘ) ট্রেজারী চালান। ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী খাতে অর্থ জমা প্রদান করতে হয়। সকল ট্রেজারী চালানের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। ট্রেজারী চালানের মূল কপি ভ্যাট সার্কেলে দাখিল করতে হয়। তাই, হিসাব বিবরণীর সাথে ট্রেজারী চালানের ফটোকপি সংরক্ষণ করা উত্তম। উলেখ্য, বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর এবং এ সংক্রান্ত জরিমানা ইত্যাদি কেবলমাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করা যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি E-Payment কর্মসূচী চালু করেছে। তবে, তা এখনও যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। কার্যকর হলে ব্যাংকের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (চেক, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড) সরকারী খাতে অর্থ জমা প্রদান করা যাবে।

(ঙ) উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য মজুদের বিবরণী (মূসক-১৬ এবং মূসক-১৭)। "মূসক-১৬" রেজিস্টারে উপকরণ মজুদের বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকে। এবং "মূসক-১৭" রেজিস্টারের বাম দিকে উৎপাদিত পণ্যের মজুদের বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকে।

(ঙঙ) বাণিজ্যিক দলিলাদি। বাণিজ্যিক দলিলাদি কি তা ইতোপূর্বে সংজ্ঞায় আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদন বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র, তথ্য, দলিলাদিকে বাণিজ্যিক দলিলাদি বলা হয়। প্রয়োজনীয় সকল বাণিজ্যিক দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পুস্তক ও নথিপত্র। বিধি দ্বারা নির্ধারিত না হলেও ভ্যাটদাতা তার নিজস্ব প্রয়োজনে মনে করলে তার নিজস্ব ফরম্যাটে কোন রেজিস্টারাদি সংরক্ষণ করতে পারেন। তবে, ফরম্যাট ভ্যাট অফিসে দাখিল করতে হবে। অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন নেই।

শর্ত: বোর্ড গেজেটের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারী করে নথিপত্র সংরক্ষণের পদ্ধতি ও প্রকারভেদ নির্ধারণ করতে পারবে।

৩২। কর চালানপত্র।— প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান বা পণ্য বা সেবা রপ্তানি বা করযোগ্য আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়কালে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে অথবা বোর্ড কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত অন্য কোন পদ্ধতিতে ও ফরমে একটি সংখ্যানুক্রমিক চালানপত্র প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) করযোগ্য পণ্যের প্রতিটি সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানিকৃত পণ্যের প্রতিটি বিক্রয় বা করযোগ্য সেবা প্রদান বা পণ্য বা সেবা রপ্তানির প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক চালানপত্র প্রদান করা যাইবে না;

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মূল কর চালানপত্র হারাইয়াছে বলিয়া দাবি করেন, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী উক্ত ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে "অনুলিপি মাত্র" চিহ্ন সম্বলিত একটি অনুলিপি প্রদান করিতে পারিবেন।

৩২। কর চালানপত্র।— ধারা-৩২ এবং বিধি-১৬, ১৭ একত্রে পড়তে হবে। বিধি ১৬ তে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালানপত্র ইস্যুর বিধান বর্ণিত আছে। আর বিধি ১৭ তে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে চালানপত্র ইস্যুর বিধান বর্ণিত আছে। পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলেই ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। বর্তমানে মোট চারটি ভ্যাট চালানের ফরম্যাট আছে। যথা: "মূসক-১১", "মূসক-১১ক", "মূসক-১১গ" এবং "মূসক-১১ঘ"। বিধি অংশে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। চালানপত্রটি সংখ্যানুক্রমিক চালানপত্র হতে হবে। উৎপাদন করে সরবরাহ প্রদান করলে চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। উলেখ্য, একই প্রাঙ্গনে যদি ভ্যাটযুক্ত এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ দেয়া হয়, তাহলে উভয় প্রকার পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহকালে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। সেবার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পণ্য রপ্তানি করলেও শূন্য হারে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। অনেক রপ্তানিকারক ভ্যাট চালান ইস্যু করেন না বিধায় প্রত্যর্পন নিতে গেলে সমস্যায় পড়তে হয়। তাছাড়া, আমদানি করার পর বিক্রি করতে হলে এবং স্থানীয়ভাবে কিনে বিক্রি করতে হলে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। মূল কথা হলো, ভ্যাটযুক্ত কোন পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি বা আমদানি করে বিক্রি বা স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে বিক্রি করতে হলে অব্যাহতি প্রযোজ্য ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে।

শর্ত:

(ক) প্রতিটি সরবরাহের জন্য একটিমাত্র চালানপত্র প্রদান করতে হবে। একটি সরবরাহের জন্য একাধিক চালানপত্র প্রদান করা যাবে না। একটি সরবরাহ বলতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্য বা সেবা বুঝায় না। একটি চালানে আপনি যত পরিমাণ পণ্য বা সেবা উলেখ করতে চান, তা একটি সরবরাহ। আপনি প্রয়োজনে একটি চালানে বেশি পণ্য উলেখ না করে একাধিক চালানে কম কম পণ্য উলেখ করে একই সাথে একাধিক চালান এবং সকল পণ্য সরবরাহ দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে যতটি চালান ইস্যু করা হয়েছে, ততটি সরবরাহ বলে গণ্য হবে।

(খ) মূল চালানপত্র যদি কোনো কারণে হারিয়ে যায়; তাহলে "অনুলিপি মাত্র" চিহ্নসম্বলিত অনুলিপি প্রদান করা যাবে। যিনি চালান হারিয়ে ফেলেছেন তিনি সাধারণত: থানায় জিডি করে থাকেন যদিও ভ্যাট আইনে তা উলেখ নেই। এরপর চালান ইস্যুকারীর কাছে আবেদন করলে তিনি নতুন একটি চালান ইস্যু করবেন। উক্ত চালানের ওপরে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে "অনুলিপি মাত্র"। এই চালানে যে ক্রমিক নং ছাপা আছে তা কেটে দিয়ে যে চালান হারিয়ে গেছে সে চালানের ক্রমিক নং লিখতে হবে।

৩৩। নথিপত্র সংরক্ষণের মেয়াদ।— (১) যে নিবন্ধিত ব্যক্তির ধারা ৩১ এর অধীন কোন নথিপত্র সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, তাকে উক্ত নথিপত্র যে করমেয়াদ সম্পর্কিত সেই করমেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী অন্যান্য ৬ (ছয়) বছর উহা বাংলাদেশে সংরক্ষণ করিতে হইবে; তবে, নিবন্ধিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন উদ্ভূত কোন বিরোধ বা তদন্ত বা মামলা অনিশ্চিন্ত থাকিলে, উহা চূড়ান্ত নিশ্চিন্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিরোধ বা তদন্ত বা মামলা সর্শিষ্ট করমেয়াদের নথিপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারীকে বিধিতে উল্লিখিত দলিলাদি অন্যান্য ৬ (ছয়) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩৩। নথিপত্র সংরক্ষণের মেয়াদ।— (১) নথিপত্র কমপক্ষে ৬ বছর নিবন্ধিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। নথিপত্র কর মেয়াদ সমাপ্তির পর ছয় বছর সংরক্ষণ করতে হবে। নথিপত্র নিবন্ধিত স্থানে, বাংলাদেশে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশে সংরক্ষণ করতে বলার অর্থ হলো অনেক প্রতিষ্ঠান ইআরপি বা এসএপি ইত্যাদি ওয়েববেইসড সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করেন। এসকল সফটওয়্যার এর সার্ভার বিদেশে থাকে। আমাদের এ অঞ্চলের সার্ভার সাধারণত: মুম্বাই, হংকং,

সিংগাপুরে থাকে। এরূপক্ষেত্রে duplicate server নিজ নিবন্ধিত অঙ্গনে রাখতে হবে। তবে, কোনো মামলা, তদন্ত, বিরোধ অনিস্পন্ন থাকলে উক্ত মামলা, তদন্ত বা বিরোধ নিস্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) যিনি উৎসে ভ্যাট কর্তন করেন তিনিও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যেমন: উৎসে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমাপ্রদানের ট্রেজারী চালান, "মূসক-১২খ" ফরমে উৎসে ভ্যাট কর্তনের প্রত্যয়নপত্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ছয় বছর সংরক্ষণ করবেন। ছয় বছর পর্যন্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করা এবং ভ্যাট অফিসার উক্ত দলিলাদি চাইলে তা তাকে প্রদর্শন করা বা সরবরাহ করা ভ্যাটদাতা বা উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর দায়িত্ব।

৩৪। নথিপত্র, ইত্যাদি পেশকরণ।— যে কোন সময় কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশ দান করিলে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অধিকার বা নিয়ন্ত্রণাধীন নথিপত্র, বাণিজ্যিক দলিলাদি, ইত্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৪। নথিপত্র, ইত্যাদি পেশকরণ।— মূসক কর্মকর্তা নির্দেশ দিলে নির্দেশিত ব্যক্তি নথিপত্র পেশ করতে বাধ্য থাকবেন। নথিপত্র বলতে ব্যবসা সংক্রান্ত সকল ধরনের দলিলাদি বুঝায়। "বাণিজ্যিক দলিলাদি" সংজ্ঞার মধ্যে সকল ধরনের দলিলাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। দলিলাদি ছাড়াও অন্য কোন কিছু যা ব্যবসায়ের কোন বিষয় প্রকাশ করে তাও বাণিজ্যিক দলিলাদির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অনেকে মনে করেন যে, ভ্যাট চালানপত্র, ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, চলতি হিসাব, দাখিলপত্র ইত্যাদি যে সকল দলিল ভ্যাট সংক্রান্ত হিসাবের জন্য রাখা হয়, শুধু সেসকল দলিলপত্র ভ্যাট অফিসারগণ চাইতে পারেন বা আটক করতে পারেন। এ ধারণা সঠিক নয়।

৩৪ক। মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত দলিলপত্রের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান।— পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর এর নিম্নে নহেন এমন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী ব্যক্তি কোন প্রতারণা করেন নাই অথবা তাহার কোন প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় নাই এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত কাঙ্ক্ষিত দলিলপত্র আবেদনে বর্ণিত উদ্দেশ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা, কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হারে ফিস গ্রহণ করিয়া উক্ত দলিলপত্রের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি সরবরাহ করিতে পারিবেন।

৩৪ক। মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত দলিলপত্রের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান।— ভ্যাট দপ্তরে রক্ষিত কোনো দলিলপত্র যদি কারোর প্রয়োজন হয়; তাহলে তিনি উহা নেয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ সকল দলিলপত্র হতে পারে তার নিজস্ব কোন দলিলাদি যেমন: দাখিলপত্র, মূল্য ঘোষণা বা কোন পত্রের জবাব ইত্যাদি বা হতে পারে কোন ভ্যাট কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ-নির্দেশের কপি ইত্যাদি। সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কোনো কর্মকর্তা আবেদনকারীকে উক্ত দলিলাদি সরবরাহ করার আদেশ দিতে পারবেন। তবে, তিনি সন্তুষ্ট হবেন যে, আবেদনে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই দলিলাদি চাওয়া হয়েছে এবং আবেদনকারীর কোন প্রতারণা করার ইচ্ছা নেই। ডকুমেন্ট নেয়ার জন্য ফি দিতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফি'র পরিমাণ নির্ধারণ করা আছে। ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং এর পর প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ৭ (সাত) টাকা হিসেবে ফী দিতে হবে। উক্তরূপ ফী ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে বিবিধ কোডে ১/১১২৩/০০০০/২৬৮১ জমা দিতে হবে। "০০০০" এর স্থলে কমিশনারেটের কোড লিখতে হবে। কোন কমিশনারেটের কোড কত তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থ জমা দিয়ে ট্রেজারী চালানোর মূল কপিসহ সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে।

৩৫। দাখিলপত্র পেশকরণ।— প্রত্যেক করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রতিটি করমেয়াদের জন্য এই আইনের অধীনে তাহার সকল করদায়িতার বিবরণ সম্বলিত দাখিলপত্র পেশ করিবেন।

৩৫। দাখিলপত্র পেশকরণ।— দাখিলপত্র পেশকরণ সংক্রান্ত ধারা ৩৫ এবং বিধি ২৪। এ দুটি ধারা এবং বিধি একত্রে পড়তে হয়। প্রত্যেক ভ্যাটযোগ্য পণ্যের প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে। দাখিলপত্র পেশ করা ফরম হলো "মূসক-১৯"। সার্কেল অফিসের সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিলপত্র পেশ করতে হয়। কোন করমেয়াদের অর্থাৎ মাসের দাখিলপত্র পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হয়। অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের দাখিলপত্র ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে। ১৫ তারিখ সরকারী ছুটি থাকলে তার আগের তারিখ অর্থাৎ ১৪ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে। দাখিলপত্র দাখিল করতে হয় প্রতিটি কর মেয়াদের জন্য। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় করমেয়াদ বলতে সাধারণত: ইংরেজি পঞ্জিকা বর্ষের এক পূর্ণাঙ্গ মাস বুঝায়। যেমন: জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ইত্যাদি। তবে, কয়েকটি ক্ষেত্রে করমেয়াদ ৩ মাস নির্ধারিত আছে। যথা: ইট, বাণিজ্যিক আমদানিকারক, শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান ও শতভাগ প্রচলন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, ইন্ডেন্টিং সংস্থা, শিপিং এজেন্ট, নির্মাণ সংস্থা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম, ইজারাদার এবং যোগানদার। দাখিলপত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের করদায়িতার বিবরণ সম্বলিত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। দাখিলপত্রকে বলা হয় কোন প্রতিষ্ঠানের আয়না। অর্থাৎ দাখিলপত্রের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

৩৬। দাখিলপত্রের পরীক্ষা।— (১) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধারা ৩৫ এর অধীন পেশকৃত দাখিলপত্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষান্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক তৎকর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অপেক্ষা কম, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রদেয় কর নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দ্বারা, আদেশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে—

(ক) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে; এবং

(খ) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পন্থায়, অপরিশোধিত পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করার নির্দেশ দান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষান্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তৎকর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অপেক্ষা অধিক পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করিয়াছেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে, আদেশ দ্বারা, উক্ত অধিক পরিমাণ পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক তৎকর্তৃক পরবর্তী করমেয়াদে প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের বিপরীতে সমন্বয় সাধনের সুযোগ দান করিবেন।

(৩) ধারা ৩৫ এর অধীন পেশকৃত দাখিলপত্র পরীক্ষাকালে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন করযোগ্য পণ্যের যথাযথ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন অথবা কোন সরবরাহকৃত করযোগ্য পণ্য বা প্রদত্ত করযোগ্য সেবা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কম দেখানো হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত পণ্যের যথাযথ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণ অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত পণ্য বা সেবার পরিমাণ ও উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি ধারা ৩৫ এর অধীন দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হন অথবা উক্ত ধারার অধীন পেশকৃত দাখিলপত্রে কোন ভুল বা ভুল বলিয়া তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে এমন কোন তথ্য সরবরাহ করেন যাহার ফলে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করেন বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ কম হয়, বা রপ্তানির ক্ষেত্রে, যথাযথ পরিমাণের চেয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য বলিয়া দাবি করেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এই আইন বা বিধির অধীন কোন দণ্ডের বিধান ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ দান করার পর, কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের বা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কৃত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রদেয় সঠিক মূল্য সংযোজন কর বা প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্ধারিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান বা নির্ণীত প্রত্যর্পণ উক্ত ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(৫) যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এবং (৪) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন বা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নিজেকে বিরত রাখেন তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ধারা ৩৭ এর অধীন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩৬। দাখিলপত্রের পরীক্ষা।— ধারা-৩৬ এবং বিধি-২৫ এ দাখিলপত্র পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। এ দুটি ধারা ও বিধি একত্রে পড়লে সামগ্রিক বিষয় বুঝতে সুবিধা হবে। (১) সার্কেলে দাখিলপত্র পাওয়া গেলে সার্কেলের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তা দাখিলপত্র যথাশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা করবেন। এবং যদি দেখা যায় যে, প্রকৃত করেণের চেয়ে কম কর পরিশোধ করা হয়েছে; তাহলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত কর পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আদেশ জারী করবেন। এখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলতে সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা। সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করে, রাজস্ব কম পরিশোধিত হলে তা সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। রাজস্ব কর্মকর্তা উক্তরূপ আদেশ জারী করবেন। যদি প্রতিষ্ঠানটি পণ্য সরবরাহের কাজ করে থাকে তাহলে তার চলতি হিসাব রেজিস্টার আছে। সেক্ষেত্রে চলতি হিসাব রেজিস্টারে সমন্বয়ের মাধ্যমে কম পরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠানটি যদি সেবা প্রদান করে থাকে এবং যদি চলতি হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে, তাহলে চলতি হিসাব রেজিস্টারের মাধ্যমে কম পরিশোধিত রাজস্ব পরিশোধ করবে। চলতি হিসাব রেজিস্টার না থাকলে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে কম পরিশোধিত রাজস্ব পরিশোধ করবে। উল্খ্য, যে সকল প্রতিষ্ঠান রেয়াত নেয়, সে সকল প্রতিষ্ঠান চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করে। পণ্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠান চলতি হিসাব সংরক্ষণ করে। যে সকল ব্যবসায়ী স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান করে, সে সকল ব্যবসায়ী চলতি হিসাব সংরক্ষণ করে। যে সকল সেবা প্রদানকারী রেয়াত নেয়, সে সকল সেবা প্রদানকারী চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করে। চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ না করলে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে কম পরিশোধিত রাজস্ব জমা দিতে হবে।

(২) দাখিলপত্র পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, প্রকৃত করেণের তুলনায় বেশি কর পরিশোধ করা হয়েছে; তাহলে বেশি পরিশোধ করা কর পরবর্তী মাসের প্রদেয় করেণের বিপরীতে সমন্বয় করার সুযোগ

দিতে হবে। সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা এই মর্মে আদেশ জারী করবেন যে, ভ্যাটদাতা এত টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করেছে, তা পরবর্তী মাসের দাখিলপত্রে ভ্যাটদাতা সমন্বয় করতে পারবেন। চলতি হিসাব রেজিস্টারের ১২ নম্বর সারিতে লিখে পঞ্জিটিভ সমন্বয় করতে হবে।

(৩) দাখিলপত্র পরীক্ষা করে যদি মনে হয় যে, উক্ত পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output co-efficient) নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করা দরকার; তাহলে সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সমীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন। তিনি যদি মনে করেন যে, করযোগ্য পণ্য বা সেবা হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কম দেখানো হয়েছে তাহলেও তিনি সমীক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

(৪) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি দাখিলপত্র পেশ না করেন। অথবা দাখিলপত্রে ভুল তথ্য প্রদান করেন যার ফলে পরিশোধিত করের পরিমাণ কম হয়। অথবা পণ্য রপ্তানি করে তার পাওনার অতিরিক্ত পরিমাণ প্রত্যর্পণ দাবি করেন। এরূপ ক্ষেত্রে আইনের অন্যান্য বিধানাবলী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মামলা দায়ের করা যাবে। একইসাথে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অর্থাৎ সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানি প্রদান করবেন। এবং উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রদেয় সঠিক পরিমাণ ভ্যাট নির্ণয় করবেন। অথবা সঠিক পরিমাণ প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। উক্তরূপে নির্ধারিত ভ্যাট প্রদান করা উক্ত ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

(৫) উপরের উপ-ধারা (১) অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তিকে কম পরিশোধিত রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়। বা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তির প্রদেয় করের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় বা প্রত্যর্পণযোগ্য সঠিক অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে ধারা ৩৭ এর বিধান অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩৬ক। মূল্য সংযোজন কর সম্মানাপত্র।— (১) পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের সকল দাখিলপত্র পেশকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর সম্মানাপত্র লাভের অধিকারী হইবেন;

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য কমিশনার এর নিকট হইতে সরাসরি, বা প্রযোজ্য, ক্ষেত্রে অনলাইনে সম্মানাপত্রের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন;

(৩) বোর্ড, বিধি দ্বারা সম্মানাপত্র প্রদানের পদ্ধতি, শর্ত ও উপযোগিতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩৬ক। মূল্য সংযোজন কর সম্মানাপত্র।— ভ্যাটদাতাদের নানাভাবে ভ্যাট প্রদানে সরকার উৎসাহিত করে থাকে। সরকারের একটি সামগ্রিক নীতি হলো ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা। ব্যবসায়ীদের সিআইপি মর্যাদা দেয়া হয়, রপ্তানি ট্রফি দেয়া হয় ইত্যাদি। ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটদাতাদের উৎসাহিত করার জন্যে এই ধারার মাধ্যমে সম্মানাপত্র প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইনে ধারা ৩৬ক সন্নিবেশ করে সম্মানাপত্র প্রদানের বিধান করা হয়েছে। (১) পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে যে সকল ভ্যাটদাতা সকল দাখিলপত্র পেশ করে সে-সকল ভ্যাটদাতা ভ্যাট সম্মানাপত্র পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। উল্লেখ্য, ভ্যাট ব্যবস্থায় সাধারণত: প্রতি মাসে দাখিলপত্র পেশ করতে হয়। সে হিসেবে পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের ১২ মাসে ১২টি দাখিলপত্র পেশকারী প্রাথমিকভাবে ভ্যাট সম্মানাপত্র পাওয়ার জন্য যোগ্য হবেন।

(২) সম্মানাপত্র পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ভ্যাটদাতাকে কমিশনার এর নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্মানাপত্র প্রদান করা হয়।

(৩) ভ্যাট সম্মাননাপত্র প্রদানের জন্য জাতীয় বোর্ড বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। উক্ত বিধিতে সম্মাননাপত্র প্রদানের পদ্ধতি, শর্ত ও উপযোগিতা নির্ধারণ করতে পারবে। বোর্ড এ সংক্রান্ত একটি বিধি প্রণয়ন করেছে। আমাদের দেশে ১০ জুলাই তারিখ মূসক দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে এই দিবস উদ্‌যাপন করা শুরু হয়েছে। এবং ১০ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত মূসক সপ্তাহ হিসেবে পালন করা হয়। কারণ, ১৯৯১ সালের ১০ জুলাই তারিখে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছিল এবং ঐ দিনই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ বছরের (২০১২) মূসক দিবসে বেশ কিছু ভ্যাটদাতাকে ভ্যাট সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

৩৭। অপরাধ ও দণ্ডসমূহ।—

(১) নিম্নে টেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লঙ্ঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ড আরোপনীয় হইবে, যথা:—

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপনীয় দণ্ড
(১)	(২)	(৩)
১।	এই আইনের অধীন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হওয়া	অন্যূন দশ হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব বিশ হাজার টাকা।
২।	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোন দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হওয়া	অন্যূন দশ হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব বিশ হাজার টাকা।
৩।	নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্যের কোন পরিবর্তন সম্পর্কে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হওয়া	অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব দশ হাজার টাকা।
৪।	ধারা ২৫ এর অধীন কোন সমনের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হওয়া;	অন্যূন দশ হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা।
৫।	উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) তে উল্লিখিত নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার বা Point of Sales (POS) Software বা কম্পিউটার সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়া	অন্যূন বিশ হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা।
৬।	এই আইনের অন্য কোনো বিধান লঙ্ঘন করা	অন্যূন দশ হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি —

(ক) কর চালানপত্র প্রদান না করেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হইতে অসত্য কর চালানপত্র প্রদান করেন, অথবা

- (খ) তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দুইবার নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুচ্ছ প্রদান করিতে অথবা কোন কর মেয়াদে দাখিলপত্র প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, অথবা
- (গ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হইতে অসত্য দাখিলপত্র প্রদান করেন, অথবা
- (ঘ) বিক্রয় হিসাব পুস্তকে বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ না করিয়া এবং চলতি হিসাব পুস্তকে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর লিপিবদ্ধ না করিয়া পণ্য সরবরাহপূর্বক মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন, অথবা
- (ঙ) ক্রয় হিসাব পুস্তকে উপকরণ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ না করিয়া মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেন, অথবা
- (চ) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে কোন জাল বা মিথ্যা দলিলপত্র প্রদান করিয়া উহার মাধ্যমে কর ফাঁকি দেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেন বা প্রত্যর্পণ গ্রহণ করেন বা গ্রহণের চেষ্টা করেন, অথবা
- (ছ) সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কোন তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন, অথবা
- (জ) এই আইন বা বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এইরূপ কোন নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার বা Point of Sales (POS) Software এ কম্পিউটারে হিসাব সংরক্ষণ না করেন অথবা অনুরূপ কোন নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার বা POS Software এ কম্পিউটারে সংরক্ষিত হিসাব ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন বা উহার অঙ্গচ্ছেদ করেন বা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন অথবা উক্ত নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার বা POS Software এ কম্পিউটারে হিসাব এই আইনের প্রয়োজন মোতাবেক সংরক্ষণ না করেন, অথবা
- (ঝ) সজ্ঞানে মিথ্যা বিবরণ বা মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করেন, অথবা
- (ঞ) মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত কোন নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার বা POS Software বা কম্পিউটার বহি বা অন্য কোন দলিলপত্র পরিদর্শন বা আটক করার জন্য এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তাহার ব্যবসার স্থলে প্রবেশকালে বাধা প্রদান করেন বা প্রবেশ করা হইতে বিরত করেন, অথবা
- (ট) কোনো পণ্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুচ্ছ ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা বা বিশ্বাস করার মত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত পণ্য গ্রহণে বা উহার দখল অর্জনে বা লেনদেনে লিপ্ত হন, অথবা
- (ঠ) জাল বা ভুয়া চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন, অথবা
- (ড) অন্য যে কোনো উপায়ে মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক গুচ্ছ ফাঁকি দেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেন, অথবা
- (ঢ) নিবন্ধিত ব্যক্তি না হইয়াও এইরূপ কোন কর চালানপত্র প্রদান করেন যাহাতে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ উল্লেখ করা থাকে, অথবা
- (ণ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) এর বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু না করিলে বা করণীয় নয় এমন কিছু করেন, অথবা
- (ত) এই আইন বা বিধির অধীন কোন পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চলতি হিসাবে যে পরিমাণ, যাহা দ্বারা জমাকৃত অর্থের এবং প্রদত্ত উপকরণ কর বাবদ প্রাপ্য

- রেয়াতের সমষ্টির দ্বারা প্রদেয় উৎপাদ কর পরিশোধ বা সমন্বয় করা যায়, জের রাখা প্রয়োজন কিন্তু সেই পরিমাণ জের না রাখিয়া পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদান করেন, অথবা
- (খ) দফা (ক) হইতে দফা (ত) এ বর্ণিত যে কোন কার্য করেন বা করিতে সহায়তা করেন,
তাহা হইলে তাহার উক্ত কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের কারণে যদি -
- (অ) কর ফাঁকি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত কর ফাঁকি জনিত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের উপর প্রদেয় করের অন্যান্য অর্ধেক পরিমাণ এবং অনুর্ধ্ব সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;
- (আ) উক্ত অপরাধ কর ফাঁকি ব্যতীত অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যান্য ২০ (বিশ) হাজার টাকা এবং অনুর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২ক) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তি দণ্ডিত হইলেও তিনি ধারা ৫৫ এর বিধান অনুযায়ী অনাদায়ী বা কম পরিশোধিত বা বেশী প্রত্যর্পিত বা ফেরত প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, সুদসহ, প্রদান বা পরিশোধে বা ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

(২খ) কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ না করিলে বা অনাদায়ী থাকিলে বা প্রত্যর্পণ বা ফেরত নিলে তিনি ধারা ৫৫ ও উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বা অন্যান্য শুল্ক ও কর সুদসহ পরিশোধ করিবেন; এবং উক্ত ক্ষেত্রে তাহার উপর এই আইনের অধীন কোন দণ্ড আরোপ করা যাইবে না।

(৩) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি বা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী এই আইনের অধীন প্রদেয় বা উৎসে কর্তিত কর অথবা আরোপিত অর্থদণ্ড অথবা অন্য কোন পাওনা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ বা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, তাহাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিবস হইতে অপরিশোধিত পরিমাণের উপর, ধারা ৪১খ এর ক্ষেত্র ব্যতিত, মাসিক ২ (দুই) শতাংশ হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৩ক) উপ-ধারা (৩) এর অধীন মাসিক দুই শতাংশ হারে সুদসহ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের কারণে এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের দণ্ড সম্পর্কিত কোন বিধানের কার্যকরতা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

(৩খ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এবং (৪খ) এর বিধান অনুযায়ী উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উক্ত ধারাসমূহের অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে,-

(ক) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী আরোপিত সুদসহ উক্ত মূল্য সংযোজন কর তাহার নিকট হইতে এইরূপে আদায় করা হইবে যেন তিনি উক্ত ধারাসমূহের অধীন একজন পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী;

(খ) দফা (ক) এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করিয়া উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যক্তিগত জরিমানা করিতে পারিবেন।

(৪) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে দুইবার এতদুদ্দেশ্যে নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও, করমেয়াদ সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদানে ব্যর্থ হন, অথবা উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৩৮ এ বর্ণিত যে কোন অপরাধ, যে কোন ১২ মাস সময়ে অন্ততঃ দুইবার করেন অথবা যদি কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের জন্য আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আদেশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে নিবন্ধিত হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে,-

(ক) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে এবং তাহার নিবন্ধনও বাতিল করা যাইবে; এবং

(খ) নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে;

(৫) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার মনোনীত কৌশলীর মাধ্যমে শুনানীর সুযোগসহ) প্রদান না করিয়া তাহার উপর এই ধারার অধীন কোন অর্থদণ্ড, কোন স্পেশাল জজের আদালত কর্তৃক দণ্ডারোপ ব্যতীত, আরোপ করা যাইবে না বা তাহার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করা যাইবে না বা তাহার নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি স্পেশাল জজের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইলে অন্যান্য ৩ (তিন) মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের অন্যান্য অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৭। অপরাধ ও দণ্ডসমূহ।— ভ্যাট আইনে অপরাধ দু ধরনের হয়। যথা: (১) অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ; এবং (২) রাজস্ব ফাঁকি ও আটক সংক্রান্ত অপরাধ। অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ হলো সে সকল অপরাধ যেখানে কোনো রাজস্ব ফাঁকি হয় না। তবে, আইনের কোনো বিধান লংঘন হয়। যেমন: আইনে বিধান আছে যে, মুসক নিবন্ধনপত্র নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে, দর্শনীয় স্থানে টানিয়ে রাখতে হবে। কেউ যদি নিবন্ধনপত্র দর্শনীয় স্থানে টানিয়ে না রাখে, তাহলে কোনো রাজস্ব ফাঁকি হয় না। তবে, আইনের বিধান লংঘন হয়। ইহা একটি অনিয়ম। এরূপ অনিয়মের ক্ষেত্রে অনিয়ম মামলা দায়ের করা যায়। আর যদি কোনো রাজস্ব ফাঁকি সংঘটিত হয় বা কোনো পণ্য বা যানবাহন আটক হয়; তাহলে রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলা দায়ের করতে হয়। উপ-ধারা (১) এ যে সকল অপরাধের বিবরণ আছে সেগুলো প্রধানত: অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ। উক্তরূপ অপরাধ প্রমাণীত হলে আরোপনীয় দণ্ডের পরিমাণ আইনের উপ-ধারা (১) এর টেবিলে উল্লেখ করা আছে। তাই, এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না।

(২) এই উপ-ধারায় রাজস্ব ফাঁকি ও আটক সংক্রান্ত অপরাধসমূহ বর্ণিত আছে। যা নিম্নরূপ:

(ক) যদি কোন ব্যক্তি কর চালানপত্র প্রদান না করেন বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হতে অসত্য কর চালানপত্র প্রদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হতে-এর অর্থ হলো চালাপত্রে পণ্যের পরিমাণ কম লেখা বা মূল্য কম লেখা বা ভ্যাটের পরিমাণ কম লেখা ইত্যাদি।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি রাজস্ব প্রদান না করে তাহলে ভ্যাট অফিসার দুই বার পত্র দেবে। তারপরও যদি ভ্যাট প্রদান না করে তাহলে অপরাধ সংঘটিত হবে। আবার যদি দাখিলপত্র জমা দেয়ার মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ যদি দাখিলপত্র দাখিল না করে তাহলে এই উপ-ধারার আওতায় অপরাধ সংঘটিত হবে।

(গ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হতে অসত্য দাখিলপত্র প্রদান করলে অপরাধ সংঘটিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলতে মোট বিক্রয় কম দেখানো বা মোট রাজস্ব কম দেখানো ইত্যাদি।

(ঘ) কোন পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করতে হলে প্রথমে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হয়। অতঃপর বিক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৭) এন্ট্রি দিতে হয়। অতঃপর চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮)তে লিপিবদ্ধ করতে হয়। কেউ যদি এরূপ না করে রাজস্ব ফাঁকি দেয় তাহলে অপরাধ সংঘটিত হবে।

(ঙ) উপকরণ ক্রয় বা আমদানি করার পর নিবন্ধিত অঙ্গনে নিয়ে এসে ক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিতে হয়। মূসক-১৬ রেজিস্টারে এন্ট্রি না দিয়ে কেউ যদি পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করে তাহলে রাজস্ব ফাঁকি হয় এবং অপরাধ সংঘটিত হয়।

(চ) কেউ যদি জাল বা মিথ্যা দলিলপত্র প্রদান করেন;

(ছ) ভ্যাট অফিসার নির্দেশ দেয়ার পরও তথ্য বা দলিলপত্র সরবরাহ না করেন;

(জ) যদি নথিপত্র, ইসিআর বা কম্পিউটার সংরক্ষণ না করেন বা ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন;

(ঝ) যদি মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করেন;

(ঞ) যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মূসক কর্মকর্তাকে তার নিবন্ধিত অঙ্গনে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা যাবে না। ভ্যাট অফিসারের পরিচিতিপত্র (Identity Card) দেখতে চাওয়া যেতে পারে। যদি কেউ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভ্যাট অফিসারকে তার অঙ্গনে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, তাহলে এই দফার অধীন অপরাধ সংঘটিত হবে।

(ট) এই দফাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দফার মর্মার্থ হলো ভ্যাট চালান গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক। ক্রেতা যদি ভ্যাট চালান গ্রহণ না করেন, তাহলে এই দফার অধীন অপরাধ সংঘটিত হবে। এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। কোনো পণ্যের ওপর মূসক ফাঁকি দেয়া হয়েছে জানা থাকলে উহার লেন-দেন বা দখল অর্জন করা যাবে না। এই বিধান অনুসারে, উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর ওপর দায়িত্ব আছে যে, যে সকল সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব নেই (তালিকায় বর্ণিত ৩৪টি সেবা ব্যতীত), সে সকল সেবার ওপর ভ্যাট সেবা প্রদানকারী পরিশোধ করেছে কি-না তা দেখতে হবে। সেবা প্রদানকারী যদি তার স্থানে যথাযথভাবে ভ্যাট পরিশোধ না করে থাকে, তাহলে উৎসে কর্তনকারীতে প্রয়োজ্য ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

(ঠ) জাল বা ভুয়া চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করলে এই দফার অধীন অপরাধ সংঘটিত হবে।

(ড) অন্য যে কোনো উপায়ে কর ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে এই দফার অধীন অপরাধ হবে।

(ঢ) নিবন্ধিত না হয়েও কর চালানপত্র ইস্যু করলে অপরাধ হবে।

(ণ) যদি কোন ব্যক্তি স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ব্যবহার না করেন, তাহলে অপরাধ সংঘটিত হবে। বর্তমানে সিগারেট, বিড়ি, মিনারেল ওয়াটার, সফট ড্রিংকস এবং টয়লেট সাবানের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ব্যবহারের বিধান আছে।

(ত) চলতি হিসাবে জের না রেখে পণ্য অপসারণ করেন বা সেবা প্রদান করেন। চলতি হিসাবে সব সময় পঞ্জিটিভ ব্যালাঙ্গ রাখতে হবে। চলতি হিসাব রেজিস্টারে কত টাকা পঞ্জিটিভ ব্যালাঙ্গ রাখতে হবে, তার কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই। কোন ব্যক্তির সম্ভাব্য বিক্রয় কত হবে, তার কত টাকা ব্যালাঙ্গ প্রয়োজন হবে, তা অনুমান করে সব সময় চলতি হিসাব রেজিস্টারে ব্যালাঙ্গ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, চলতি হিসাব রেজিস্টারে কখনও নেগেটিভ ব্যালাঙ্গ হতে পারবে না। চলতি হিসাব রেজিস্টারের পঞ্জিটিভ ব্যালাঙ্গ না থাকলে এই দফার অধীন অপরাধ সংঘটিত হবে।

(থ) যদি কেউ উপরে বর্ণিত যে কোনো কাজ করেন বা করতে সহায়তা করেন, তাহলে তা অপরাধ হবে। উপরে বর্ণিত সকল কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। উক্তরূপ কোন অপরাধ সংঘটিত হলে

যদি (অ) কোন রাজস্ব ফাঁকি হয়, তাহলে উক্তরূপ ফাঁকির কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ সমপরিমাণ অর্ধদণ্ড আরোপ করা যাবে। এবং (আ) উক্তরূপ অপরাধের ফলে যদি কোন রাজস্ব ফাঁকি না হয়ে কোন অনিয়ম হয় তাহলে কমপক্ষে ২০ (কুড়ি) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্ধদণ্ড আরোপ করা যাবে।

(২ক) প্রথমত: উপ-ধারা (১) বা (২) অনুযায়ী যদি কোন মামলা দায়ের করা হয়, তাহলে সে মামলার কার্যক্রম যথানিয়মে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পন্ন হবে। মামলায় অপরাধ প্রমাণীত হলে উক্ত উপ-ধারাসমূহে বর্ণিত হারে দণ্ড আরোপিত হবে। বিচারাদেশে ফাঁকিকৃত রাজস্ব পরিশোধের বিষয়ে উল্লেখ থাকবে না। ধারা ৩৭ অনুসারে শুধু অর্ধদণ্ড আরোপ করা যাবে। অনাদায়ী বা কম পরিশোধিত বা বেশি প্রত্যর্পিত বা ফেরত প্রদত্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য ধারা ৫৫ অনুসারে দাবীনামা ও কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে হবে। এবং আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ ফাঁকিকৃত বা কম পরিশোধিত বা বেশি প্রত্যর্পিত বা ফেরত প্রদত্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য কার্যক্রম এবং দণ্ড আরোপের জন্য কার্যক্রম আলাদাভাবে গ্রহণ করতে হবে। অর্থ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে আইনে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। ইতোপূর্বে ধারা ৩৭ এবং ধারা ৫৫ এর কার্যক্রম একসাথে এক কারণ দর্শাও নোটিশে বা দাবীনামাতে গ্রহণ করা হতো। উচ্চতর আদালতের এক আদেশে এ দুটি ধারার কার্যক্রম আলাদাভাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অতঃপর আইনে সংশোধনী এনে এ দুটি ধারার কার্যক্রম আলাদাভাবে গ্রহণ করার জন্য সুস্পষ্ট বিধান করা হয়েছে।

(২খ) যদি কোন ব্যক্তি ভুলবশত: বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে রাজস্ব পরিশোধ না করেন বা তার কাছে রাজস্ব অনাদায়ী থাকে বা তাকে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয় বা অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়; তাহলে তাকে ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক কারণ দর্শাও নোটিশ ও দাবীনামা জারী করতে হবে। এরপর ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) মোতাবেক যদি দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে, ভুলবশত: উক্ত অর্থ অপরিশোধিত ছিল বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে উক্ত অর্থ অপরিশোধিত ছিল, তাহলে ধারা ৩৭ এর অধীনে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। এবং ধারা ৩৭ এর অধীনে কোন অর্ধদণ্ড আরোপ করা যাবে না। এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো "ভুলবশত: বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে" এ দুটি বিষয় নির্ধারণ করা কঠিন হবে। এবং এই পয়েন্ট থেকে আরো নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হবে বলে আমার আশংকা হয়।

(৩) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, যখন পরিশোধ করা হয় তখন রাজস্বের অতিরিক্ত মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে। উৎসে কর্তৃত মূসক যদি কর্তনের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী খাতে জমা প্রদান করা না হয়, তাহলেও একইভাবে যে তারিখে জমা প্রদানের আবশ্যিকতা ছিল আর যে তারিখে জমা প্রদান করা হয়েছে এই পার্থক্যজনীত সময়ে মাসিক ২ শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে। তবে, ধারা ৪১৯ অনুসারে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি হলে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করা না হয়, তাহলে মাসিক ৩ শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে।

(৩ক) উপরের বিধানমতে সুদসহ বকেয়া পরিশোধ করলেও মামলা করা যাবে। অর্থাৎ যদি কারো কাছে সরকারের পাওনা থাকে এবং তিনি কিছুদিন পর সুদসহ পাওনা পরিশোধ করে দেন, তাহলে বিলম্বে পরিশোধের অপরাধ থেকে তিনি দায়মুক্ত হবেন না। তার বিরুদ্ধে ধারা ৩৭ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে এবং অর্ধদণ্ড আরোপ করা যাবে।

(৩খ) উৎসে ভ্যাট কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে বিধান কি তা এই উপ-ধারায় বর্ণিত আছে। যদি কোন উৎসে কর্তনকারী উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও কর্তন না

করেন, তাহলে উপরে বর্ণিত হারে সুদসহ উক্ত অর্থ উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে এমনভাবে আদায় করা হবে যেন তিনি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী। আর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর যদি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করেন তাহলে (১) উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী ব্যক্তি; (২) কর্তিত অর্থ জমা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি; এবং (৩) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রত্যেককে কমিশনার ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা করে ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। এবং উক্ত অর্থ উপরে বর্ণিত হারে সুদসহ জমা প্রদান করতে হবে। ইতোপূর্বে অনেক প্রতিষ্ঠান উৎসে অর্থ কর্তন করে রাখতো কিন্তু যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতো না। বিশেষ করে বড় বড় অংকের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটতো। তাই, এই বিধান করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বড় বড় অংকের টাকা উৎসে কর্তন করে সরকারী খাতে জমা না দেয়ার ঘটনা তেমন একটা দেখা যায় না।

(৪) এই উপ-ধারায় ব্যবসা অঙ্গন তালাবদ্ধ করে দেয়া এবং নিবন্ধন বাতিল করে দেয়ার পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় পরিস্থিতিতে এরূপ করা যায়। তাহলো, এক. যদি কোন ব্যক্তি কর মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও যথাযথভাবে কর পরিশোধ না করেন এবং ভ্যাট অফিসার দুইবার নোটিশ দেয়ার পরও তিনি কর মেয়াদ সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে যথাযথভাবে রাজস্ব পরিশোধ না করেন; দুই. ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৩৮ এ কিছু অপরাধ বর্ণিত আছে। এই অপরাধগুলো অনিয়ম সংক্রান্ত নয়। এই অপরাধগুলো হলো রাজস্ব ফাঁকি সংক্রান্ত বা পণ্য আটক সংক্রান্ত। যদি কোন ব্যক্তি ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যে এমন কোন অপরাধ দুই বার করেন; তিন. ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) এ বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের জন্য আদেশ দেয়ার বিধান করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধনের আবশ্যিকতা থাকা সত্ত্বেও এক মাসের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন না করেন। এসকল অপরাধের জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তি হলে তার নিবন্ধন বাতিল করা যাবে এবং তার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করে দেয়া যাবে। এবং নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি হলে তার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করে দেয়া যাবে।

(৫) এই ধারার অধীন অর্থদণ্ড আরোপ, ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করা এবং নিবন্ধন বাতিল করা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শুনানী দিতে অগ্রহী হলে তার শুনানী না নিয়ে করা যাবে না। তিনি নিজে বা তার কোন মনোনীত প্রতিনিধি বা কোন মনোনীত ভ্যাট পরামর্শক শুনানী দিতে পারবেন।

(৬) স্পেশাল জজের আদালতে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে স্পেশাল জজ কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড দিতে পারবেন। তিনি ফাঁকিকৃত রাজস্বের কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। উল্খ্য, এ ধারার বিধান মোতাবেক এ পর্যন্ত স্পেশাল জজের আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি।

৩৭ক। স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনা।— (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) অথবা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অপরাধসমূহের জন্য স্পেশাল জজ কর্তৃক দণ্ডারোপ করার ক্ষেত্রে তদকর্তৃক উহা এমনভাবে বিচার্য হইবে যেন উক্ত অপরাধসমূহ Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ।

(২) স্পেশাল জজ, সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন পদমর্যাদার কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট হইতে, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার দপ্তর বা এখতিয়ারাধীন এলাকা বিচারকার্য পরিচালনাধীন স্পেশাল জজের এখতিয়ারাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৭ক। স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনা।— (১) এই উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, স্পেশাল জজের আদালতে এই আইনের অধীন মামলা দায়ের করা হলে তিনি Criminal Law Amendment Act, 1958 এর অপরাধ যেভাবে বিচার করেন সেই একইভাবে এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলার বিচার কাজ সমাধা করবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্পেশাল জজ আদালতে বিচারের বিষয় ভ্যাট আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পর আজ পর্যন্ত স্পেশাল জজ আদালতে এ সংক্রান্ত কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। উল্লেখ্য, অর্থ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইনে সংশোধনী এনে স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার কাজ করার বিধান করা হয়েছিল।

(২) স্পেশাল জজ আদালতে কিভাবে মামলা দায়ের করা হবে, তা এই উপ-ধারায় বলা হয়েছে। স্পেশাল জজ আদালতে মামলা দায়ের করতে হলে প্রথমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হতে অনুমতি নিতে হবে। এরপর সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা স্পেশাল জজের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত স্পেশাল জজের আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি।

(৩) স্পেশাল জজ আদালতে যদি মামলা দায়ের করা হয়, তাহলে মামলা দায়েরকারী কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন এলাকা (যে এলাকায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে) স্পেশাল জজের এখতিয়ারাধীন এলাকা হিসেবে গণ্য হবে।

৩৭খ। স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।— (১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ এবং ক্ষেত্রমত, অধিকতর তদন্ত, সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ফ্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ আদেশসহ আবশ্যিক অন্য যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

৩৭ঘ। স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।— (১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করতে পারবেন। তাছাড়া, তিনি অধিকতর তদন্ত করতে পারবেন; তিনি সম্পত্তি অবরুদ্ধ করতে পারবেন; ফ্রোক করতে পারবেন; বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং তাঁর বিবেচনামতে প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন বিচার্য কোন মামলায় অধিকতর তদন্তের নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। তবে, সেক্ষেত্রে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। উক্ত সময়সীমা ৬ (ছয়) মাসের বেশি হতে পারবে না।

৩৮। বাজেয়াপ্তকরণ।— যদি—

(১) কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি নিবন্ধিত হওয়ার পূর্বে কোন করযোগ্য পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন বা করযোগ্য পণ্যের ব্যবসায় নিয়োজিত হন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি—

(ক) কোন করযোগ্য পণ্য চালানপত্র ব্যতিরেকে ব্যবসায় অঙ্গন হইতে অপসারণ করেন, বা

(কক) চালানপত্রে প্রদর্শিত কর অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার উপর প্রযোজ্য কর পরিশোধ ব্যতীত পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করেন; বা

(খ) করযোগ্য এইরূপ কোন পণ্য চালানপত্র সহ ব্যবসায় অঙ্গন হইতে অপসারণ করেন যাহার গন্তব্য স্থান পর্যন্ত উক্ত চালানপত্র উহার সহিত না থাকে, বা

(গ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) এ বর্ণিত বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন,
তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি, তাহার প্রতিনিধি বা উক্তরূপ কর্মকান্ডের সহিত জড়িত যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের অনূন্য অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

৩৮। বাজেয়াপ্তকরণ।— (১) এই ধারায় কতিপয় অপরাধের বিষয় বর্ণিত আছে। উক্ত অপরাধসমূহ সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হয়। যদি কোন ব্যক্তি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত না হয়ে কোন পণ্য প্রস্তুত করেন বা কোন পণ্যের ব্যবসা করেন, তাহলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

(২) (ক) যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন ভ্যাটযোগ্য পণ্য ভ্যাট চালান ছাড়া বিক্রি করেন, তাহলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

(কক) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করেন কিন্তু চালানপত্রে উল্লিখিত ভ্যাট পরিশোধ করেন না, তাহলে উক্ত পণ্য বা সেবা বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

(খ) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন পণ্য চালান সরবরাহ করেন কিন্তু ভ্যাট চালানপত্র যদি পণ্য চালানের সাথে না থাকে তাহলে উক্ত পণ্য চালান বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে। ভ্যাট চালানপত্র সব সময় পণ্য চালানের সাথে থাকতে হবে। বিক্রয় স্থান থেকে পণ্য চালানের সাথে ভ্যাট চালানপত্র দিয়ে দিতে হবে। সারাপথ ভ্যাট চালানপত্র পণ্য চালানের সাথে থাকবে। পণ্য চালান গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পর উক্ত ভ্যাট চালানপত্র ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি করতে হবে। এরপর উক্ত চালানপত্র ৬ (ছয়) বছর উক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, পণ্য ট্রাকে করে রওয়ানা হয় কিন্তু ভ্যাট চালানপত্র উক্ত গাড়িতে থাকে না। ট্রাকের পেছনে অন্য কোন গাড়িতে অন্য কারোর কাছে ভ্যাট চালানপত্র থাকে। ইহা আইনসম্মত নয়।

(গ) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তার পণ্যে স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ব্যবহার না করেন, তাহলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে। আমরা জানি যে, বর্তমানে সিগারেট, বিড়ি, মিনারেল ওয়াটার, সফট ড্রিংকস এবং টয়লেট সাবানের ওপর স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ব্যবহার করার নিয়ম আছে। স্ট্যাম্প/ব্যাভরোল ছাড়া যদি এই পণ্যগুলো বাজারে পাওয়া যায়, তাহলে তা বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

উক্তরূপ অপরাধ করলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্ত হবে। এবং প্রযোজ্য করের কমপক্ষে অর্ধেক এবং সর্বোচ্চ সমপরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করা যাবে।

৩৯। বাজেয়াপ্তির সীমা।— (১) এই আইনের অধীন কোন পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ বলিতে উক্ত পণ্য যে মোড়কে পাওয়া যায় সেই মোড়ক এবং উহাতে প্রাপ্ত সকল বস্তুও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত যে কোন প্রকার যানবাহনও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য যানবাহন আটক করা হইলে বিধিতে উল্লিখিত কর্মকর্তা উহার এবং উহাতে পরিবহনকৃত পণ্যের ন্যায়-নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়

(Pending adjudication), বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন জলযানের বাজেয়াপ্তকরণ বলিতে উহার ট্যাকল, সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৯। বাজেয়াপ্তির সীমা।— (১) পণ্য বাজেয়াপ্ত করতে হলে পণ্যের মোড়ক এবং এর মধ্যে প্রাপ্ত সকল বস্তু বাজেয়াপ্ত করতে হবে। পণ্যের ক্ষেত্রে মোড়ক একটি জরুরী প্রয়োজনীয় অংশ। মোড়ক ছাড়া কোন পণ্য পরিবহন করা কঠিন। তাছাড়া, মোড়ক ছাড়া কোন পণ্যের কার্যকারিতাও অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাই, পণ্যের সাথে মোড়ক আটক ও বাজেয়াপ্ত করার বিধান করা হয়েছে।

(২) উক্ত পণ্য পরিবহনের যানবাহন বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে। পণ্য যে যানবাহনে পরিবহন করা হয়, যদি পণ্যটি বাজেয়াপ্ত হয়, তাহলে উক্ত যানবাহনও বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে। কারণ, যানবাহন আইন ভঙ্গ করতে পণ্যকে সাহায্য করেছে। আইনের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনকারী যেমন দায়ী তেমনি অপরাধের সহযোগিতাকারীও সমানভাবে দায়ী হয়। তাই, পণ্যের সাথে যানবাহনও আটক ও বাজেয়াপ্ত করার বিধান করা হয়েছে।

শর্ত: তবে, উক্ত আটককৃত যানবাহন অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় (interim release) নেয়া যাবে। বিচারকারী কর্মকর্তার কাছে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে গাড়ির মালিকানার স্বপক্ষে দলিলাদি এবং গাড়ি মালিক সমিতির সুপারিশ এবং অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হয়। অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করা হলে বিচারক যখন, যেখানে উক্ত যানবাহন হাজির করার আদেশ দেন সেখানে উহা হাজির করতে হবে। কাস্টমস আইনে বিধান আছে যে, কোন যানবাহন যদি একবার অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করা হয়, তারপর উক্ত যানবাহন যদি আবারো অপরাধ করে এবং আবারো যদি আটক করা হয়, তাহলে দ্বিতীয়বার অপরাধের ক্ষেত্রে আর উক্ত যানবাহন অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করা যাবে না। যেহেতু কাস্টমস আইনের বিধি-বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে ভ্যাট আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, সেহেতু ভ্যাট আইনের ক্ষেত্রেও কোন যানবাহন দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে আর অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করা হয় না।

(৩) কোন জলযান বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে উহার ট্যাকল, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে। জলযানে অনেক সাজসজ্জা ইত্যাদি থাকে। যান বাজেয়াপ্ত হলে উক্ত সকল দ্রব্যসহ বাজেয়াপ্ত হবে।

৪০। ন্যায়-নির্ণয়নের ক্ষমতা।— এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধির অধীনে বাজেয়াপ্তকরণ এবং অর্ধদণ্ড বা অর্ধদণ্ড আরোপকরণ সংক্রান্ত মামলাসমূহের ন্যায়-নির্ণয়ন করা হইবে,—

- (ক) আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে Customs Act, 1969- এর section 179-এর বিধান অনুযায়ী; এবং
- (খ) পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত টেবিল অনুযায়ী—

টেবিল

ন্যায়-নির্ণয়নের ধরন	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ক্ষমতা
-----------------------	-------------------------	--------

ন্যায়-নির্ণয়নের ধরন	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ক্ষমতা
(অ) পণ্য বা সেবা বাজেয়াপ্তকরণ এবং কর ফাঁকি অথবা বাজেয়াপ্তকরণ বা কর ফাঁকি সংশ্লিষ্ট অর্ধদণ্ড আরোপ	কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে;
	অতিরিক্ত কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা হইলে;
	যুগ্ম-কমিশনার	পণ্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা হইলে;
	উপ-কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইলে;
	সহকারী কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হইলে;
	রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা হইলে;
(আ) দফা (অ) তে বর্ণিত কর ফাঁকি ব্যতীত অন্যান্য অনিয়মের ক্ষেত্রে অর্ধদণ্ড আরোপ	বিভাগীয় কর্মকর্তা	পূর্ণ ক্ষমতা।

ব্যাখ্যা।- এই টেবিলে বর্ণিত “পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য” নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আটককৃত পণ্য বা সেবা বহনকারী যানবাহনের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪০। ন্যায়-নির্ণয়নের ক্ষমতা।— ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ভ্যাট আইনে দুই ধরনের মামলা হয়: (১) অনিয়ম মামলা; এবং (২) রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলা। সকল অনিয়ম মামলার ক্ষেত্রে ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগীয় কর্মকর্তা মামলার বিচার করবেন। রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলার ক্ষেত্রে মামলার অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী বিচারকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত হবে। রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলার ক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের ১ নং কলামে বর্ণিত কর্মকর্তা তার বিপরীতে ২ নং কলামে বর্ণিত পরিমাণ মূল্যের মামলার বিচার করবেন। উল্লেখ্য, এখানে পণ্যের মূল্যের সাথে যানবাহনের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে না। আরো উল্লেখ্য, কাস্টমস আইনের মামলার ক্ষেত্রে পণ্য এবং যানবাহনের মূল্য একত্রে হিসাব করা হয়।

কর্মকর্তার পদবী	কর্মকর্তার বিচার ক্ষমতা
(১)	(২)
কমিশনার,	মামলা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ২০ (কুড়ি) লক্ষ টাকার বেশি হলে;
অতিরিক্ত কমিশনার	মামলা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ২০ (কুড়ি) লক্ষ টাকা পর্যন্ত;
যুগ্ম কমিশনার	মামলা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত;
উপ-কমিশনার	মামলা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত;
সহকারী কমিশনার	মামলা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত;
রাজস্ব কর্মকর্তা	মামলা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ২ (দুই) লক্ষ টাকা হলে;

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল অনিয়ম মামলার বিচার করবেন বিভাগীয় কর্মকর্তা। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, তা হলো, যেহেতু ভ্যাট আইনে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর অধঃস্তন কোন কর্মকর্তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেহেতু কোন কর্মকর্তা তাঁর অধঃস্তন কোন কর্মকর্তার বিচারভুক্ত কোন মামলার বিচার করতে পারবেন। অর্থাৎ একজন অতিরিক্ত কমিশনার তাঁর নিজ বিচার ক্ষমতাভুক্ত মামলাসহ তাঁর অধঃস্তন যে কোন কর্মকর্তা যেমন: যুগ্ম কমিশনার বা উপ-কমিশনার কর্মকর্তার বিচার ক্ষমতাভুক্ত মামলার বিচার করতে পারবেন।

৪১। বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা আরোপ।— যখন এই আইন বা বিধি অনুযায়ী কোন পণ্য বাজেয়াপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা পণ্যের মালিককে বাজেয়াপ্তির বিকল্প হিসেবে উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় কর, অন্যান্য সরকারী পাওনা, অর্থদণ্ড এবং উক্ত কর্মকর্তার বিবেচনায় উপযুক্ত জরিমানা প্রদানপূর্বক উক্ত পণ্য বিমোচনের সুযোগ দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীনে যে পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেই পণ্যের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

৪১। বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা আরোপ।— কোনো বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে বিমোচন জরিমানা আরোপ করে পণ্যের মালিকের অনুকূলে পণ্য খালাস দেয়ার বিধান এই ধারায় আছে। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, বিচার কাজ সমাপ্তির পর অপরাধ প্রমাণীত হয়েছে। উক্ত অপরাধ অনুসারে পণ্য বাজেয়াপ্ত করার বিধান আছে। এখন পণ্য বাজেয়াপ্ত করতে হবে। পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয় সরকারের অনুকূলে। অর্থাৎ পণ্য বাজেয়াপ্ত করলে উক্ত পণ্য সরকারের সম্পত্তি হয়ে যায়। সাধারণত: সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলাম করা হয় এবং নিলামে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। তবে, এই ধারায় পণ্য বাজেয়াপ্ত করার পর বিমোচন জরিমানা আরোপ করে পণ্যের মালিকের অনুকূলে ফেরৎ দেয়ার বিধান করা হয়েছে। তবে, বিমোচন জরিমানা ছাড়াও উক্ত পণ্যের ওপর প্রদেয় কর, অন্যান্য সরকারী পাওনা, অর্থদণ্ড পরিশোধ করতে হবে। বিমোচন জরিমানার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা হার নেই। বিচারকারী কর্মকর্তা যে পরিমাণ জরিমানা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে মনে করবেন, তিনি সেই পরিমাণ বিমোচন জরিমানা আরোপ করবেন। সাধারণত: পণ্যের মূল্য বিবেচনা করে এবং উক্ত পণ্যের ওপর প্রদেয় কর, অন্যান্য সরকারী পাওনা, অর্থদণ্ড পরিশোধ করার পর কতটাকা বিমোচন জরিমানা আরোপ করলে উহা পরিশোধ করে পণ্য খালাস নেয়া মালিকের জন্য ক্ষতিকর হবে না তা বিবেচনা করে বিমোচন জরিমানা আরোপ করা হয়। এ পর্যায়ে বিমোচন জরিমানা কি সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বিমোচন জরিমানা বলতে কি বুঝায়?

কোনো পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হলে তা সরকারের সম্পত্তি হয়ে যায়। তবে, উক্ত পণ্যের ওপর বিমোচন জরিমানা আরোপ করে, পণ্যের মালিককে উক্ত পণ্য ফেরৎ প্রদান করা যায়। বিমোচন জরিমানার অর্থ হলো উক্ত পণ্য থেকে অপরাধ মোচন করে দেয়া। এই জরিমানার কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই বা কোন হার নেই। বিচারকারী কর্মকর্তা যে পরিমাণ উপযুক্ত মনে করেন, তিনি সে পরিমাণ বিমোচন জরিমানা আরোপ করেন। বিমোচন জরিমানা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরিশোধ করে উক্ত পণ্য খালাস নিতে হয়। খালাস না নিলে উক্ত পণ্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং নিলামে বা অন্যবিধভাবে নিষ্পত্তি করতে হয়।

শর্ত: আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্য বিমোচন জরিমানা আরোপ করে খালাস দেয়া যাবে না। আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি

ধারা ৪১ক থেকে ৪১ট পর্যন্ত ১১টি ধারা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত। অর্থ আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে এই ধারাসমূহ ভ্যাট আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুদ্ধ, মূল্য সংযোজন কর এবং আয়কর সংক্রান্ত প্রায় ২২ (বাইশ) হাজার মামলা বর্তমানে বিভিন্ন আদালতে ও দপ্তরে বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলাগুলোর সাথে জড়িত আছে প্রায় ১৭ (সতের) হাজার কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে এই মামলাগুলো অনিষ্পন্ন থাকায় একদিকে এই বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব অনাদায়ী হয়ে আছে; অন্যদিকে এথেকে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই মামলাগুলোর মধ্যে সিংহভাগ মামলা নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যে সকল দেশে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি পদ্ধতির আওতায় এধরণের মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, সে সকল দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে অর্থ আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত বিধিমালা জারি করা হয়েছে। শুদ্ধ সংক্রান্ত বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে শুরু হয়। ভ্যাট সংক্রান্ত বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মুসক) এবং ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেটে শুরু হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য সকল কমিশনারেটে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর (বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ www.vatbd.com ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে।

বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি কি?

বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি হলো, যে আদালতে বা দপ্তরে মামলা বা বিষয়টি বিচারাধীন বা বিবেচনাধীন রয়েছে তার বাইরে অন্য কোনো স্থানে, অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিবদমান পক্ষসমূহের মাধ্যমে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে মীমাংসায় উপনীত হওয়া। উন্নত বিশ্বে এই ধারণার জন্ম হয়। এই ধারণার সূত্রপাত হয় অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা (participatory management) ধারণা থেকে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত বিশ্বে সরকার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে ও শাখায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থা হলো সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম অঙ্গ। তাই, বিচার ব্যবস্থায়ও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। উন্নত বিশ্বে বেশ কিছুদিন থেকেই এভাবে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ-নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহেও ক্রমে ক্রমে এই পদ্ধতি প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার অন্যান্য শাখা-প্রশাখাতেও এ পদ্ধতি কমবেশি চালু হয়েছে।

৪১ক। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি।— (১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ বা শুদ্ধ ও মূল্য সংযোজন কর আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পন্নানীধীন রহিয়াছে, এইরূপ ন্যায়নির্ণয়ন অথবা ধারা ৪১গ এ বর্ণিত কোন বিরোধের ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তি সংস্কৃষ্ট হইলে তিনি এই আইন ও বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত

বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সহায়তাকারীর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) ন্যায়নির্ণয়ন বা আপীল চূড়ান্ত হইবার পূর্বে এই ধারার অধীন বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৪১ক। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি।— (১) এই উপ-ধারায় বর্ণিত আছে যে, যে সকল মামলা বিচারাধীন রয়েছে কোন ভ্যাট কর্মকর্তার কাছে বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালে সে সকল মামলার জন্য বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করা যাবে। আমরা ইতোপূর্বে ধারা ৪০ এ আলোচনা করেছি যে, বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ কিভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত মামলা বিচার করে থাকেন। তাছাড়া, নিম্নের ধারা ৪১গ-তে বর্ণিত বিরোধের ক্ষেত্রেও বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করা যাবে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সহায়তাকারী বরাবরে আবেদন করতে হবে। তবে, বর্তমানে আবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবরে দাখিল করতে হয়। কমিশনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের পর আবেদনটি সহায়তাকারী বরাবরে পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট একটি সহায়তাকারী প্যানেল নির্বাচন করা হয়েছে। সেখানে আছেন প্রাইভেট সেক্টরের কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যবসায়ী-শিল্পপতি এবং গুরু, মুসক ও আয়কর বিভাগের কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

(২) কোন মামলার বিচার বা আপীল চূড়ান্ত হওয়ার আগেই বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করতে হবে।

৪১খ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও প্রবর্তন।— বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ সেই কমিশনারেটে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির বিধান কার্যকর করিবার জন্য নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে সেই কমিশনারেটে উহা কার্যকর হইবে।

৪১গ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও প্রবর্তন।— এই ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, বোর্ড সরকারী গেজেটে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন কমিশনারেটে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা দিতে পারবে। এই ধারা অনুসারে প্রাথমিকভাবে বৃহৎ করদাতা ইফনিট (এলাটিইউ-মুসক) দপ্তরে এবং ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেটে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সকল কমিশনারেটে উহা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বর্তমানে সকল কমিশনারেটে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি কার্যক্রম চালু হয়েছে।

৪১গ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতা ও পরিধি।— (১) ধারা (২) এর দফা (গ) এর অধীন অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য মূল্য, ধারা ৫ এর অধীন কর ধার্যের জন্য মূল্য নিরূপন এবং ধারা ৮ এর অধীন টার্নওভার কর নির্ধারণ ও পরিশোধ এবং তদসংক্রান্ত বিধি বা আদেশ বিষয়ে-

- (ক) ধারা ৯ এর অধীন কর রেয়াত গ্রহণ,
- (খ) ধারা ২৬ক এর অধীন নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান,
- (গ) ধারা ৩১ এর অধীন হিসাব রক্ষণ,
- (ঘ) ধারা ৩৬ এর অধীন দাখিলপত্র পরীক্ষা,
- (ঙ) ধারা ৩৭ এর অধীন দণ্ড আরোপ,
- (চ) ধারা ৫৫ এর অধীন দাবীনামা জারি,
- (ছ) ধারা ৬৭ এর অধীন কর ফেরত প্রদান,

সংক্রান্ত বিধানের আওতায় সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত কোন কার্যক্রম বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের কারণে উদ্ভূত বিরোধ, অথবা এই আইনের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে উদ্ভূত উক্তরূপ কোন বিরোধ, যাহা সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর

কর্তৃপক্ষ বা আপীল কর্তৃপক্ষ বা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রহিয়াছে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জালিয়াতি বা ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা, বিরোধ, অসত্য ঘোষণা বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা বা বিরোধ এবং জনস্বার্থে সাধারণ বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বা উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিরোধসমূহ এই আইনের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আওতা বহির্ভূত হইবে।

৪১গ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতা ও পরিধি।— যে সকল বিষয়ে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করা যাবে সেগুলো হলো: (১) ধারা ২ এর দফা (গণ) এর অধীন অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য মূল্য। এই দফায় "পণ" এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। "পণ" অর্থ "পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ অথবা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য মূল্য"। কোন পণ্যের বা সেবার "পণ" নির্ধারণ নিয়ে যদি কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহলে তা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পন্ন করার জন্য আবেদন করা যাবে। (২) মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫ এ ভ্যাট আরোপ করার জন্য কিভাবে ভিত্তিমূল্য নিরূপণ করা হবে তা বর্ণিত আছে। ভ্যাট আইনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পণ্য ও সেবার মূল্য নিরূপিত হয়। মূল্য নিরূপণ বিষয়ে কোন জটিলতা হলে তা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পন্ন করার জন্য আবেদন করা যাবে। (৩) ধারা ৮ এর অধীন টার্নওভার কর নির্ধারণ ও পরিশোধ বিষয়ে কোন জটিলতা হলে তা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পন্ন করার জন্য আবেদন করা যাবে। এই সকল বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পন্ন করার জন্য আবেদন করা যাবে।

- (ক) ধারা ৯ এর অধীন কর রেয়াত গ্রহণ,
- (খ) ধারা ২৬ক এর অধীন নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান,
- (গ) ধারা ৩১ এর অধীন হিসাব রক্ষণ,
- (ঘ) ধারা ৩৬ এর অধীন দাখিলপত্র পরীক্ষা,
- (ঙ) ধারা ৩৭ এর অধীন দণ্ড আরোপ,
- (চ) ধারা ৫৫ এর অধীন দাবীনামা জারি,
- (ছ) ধারা ৬৭ এর অধীন কর ফেরত প্রদান,

এই সকল বিষয়ে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যদি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বা কোন আদেশ প্রদান করা হয় বা কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় এবং তার ফলে যদি কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করতে পারবেন। তাছাড়া, কোন ভ্যাট কর্তৃপক্ষ বা কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে এমন কোন বিষয় বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পন্ন করার জন্য আবেদন করা যাবে। উক্ত বিষয়সমূহ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে উদ্ভূত হোক বা পরে উদ্ভূত হোক না কেন তা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আওতায় নিষ্পন্ন করার জন্য আবেদন করা যাবে।

(২) তবে, কিছু কিছু বিষয়ে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করা যাবে না। সেগুলো হলো: (১) জালিয়াতি বা ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বা বিরোধ; (২) অসত্য ঘোষণা বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা বা বিরোধ; এবং (৩) এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বা তার ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিরোধ যা জনস্বার্থে সাধারণ বিচারিক

প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। তবে, কি ধরনের বিষয় জনস্বার্থে সাধারণ বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন সেবিষয়গুলো এখনও স্পষ্ট করা হয়নি বা তার কোন তালিকা দেয়া হয়নি। তাই, ধরে নেয়া যায় যে, আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে যদি কোন বিরোধের সূত্রপাত হয়, তাহলে তা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করা যাবে না।

৪১ঘ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী (Facilitator) নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দায়-দায়িত্ব।— বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার জন্য সহায়তাকারী (Facilitator) নির্বাচন (selection) বা নিয়োগ ও তাহাকে প্রদেয় ফি, সংক্ষুদ্র আবেদনকারী ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সমঝোতার (Negotiation) জন্য মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং তাহাদের দায়-দায়িত্ব বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪১ঘ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী (Facilitator) নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দায়-দায়িত্ব।— এই ধারায় বিধি প্রণয়নের বিষয়ে বলা হয়েছে। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সহায়তাকারী নির্বাচন বা নিয়োগ, সহায়তাকারীকে প্রদেয় ফি নির্ধারণ, সংক্ষুদ্র আবেদনকারী ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সমঝোতার জন্য ভ্যাট কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে, সে সকল বিষয় এখানে ধারার বিধান বর্ণনার পাশাপাশি পাঠকদের সুবিধার্থে প্রয়োজনমত সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৪১ঙ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদনপত্র দাখিল।— (১) ধারা ৪১গ এ বর্ণিত কোন বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য সংক্ষুদ্র ব্যক্তি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে উদ্ভূত এবং নিষ্পত্তিবিহীন বিরোধসমূহের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা মূল্য সংযোজন কর কমিশনার, ন্যায়নির্ণয়কারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দাখিলের সময় সংক্ষুদ্র আবেদনকারী এইমর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করিবেন যে, সংশ্লিষ্ট বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন ন্যায়নির্ণয় সম্পন্ন বা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয় নাই।

(৩) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রবর্তনের পর এই আইনের ধারা ৩৭, ৪২ ও ৫৫ এর অধীন সংশ্লিষ্ট ন্যায়নির্ণয়কারী কর্মকর্তা বা আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কারণ দর্শানো নোটিশ, দাবীনামা সংক্রান্ত নোটিশ, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত নোটিশ বা ধারা ৫ এর অধীন মূল্য অনুমোদন সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত বা এতদসংক্রান্ত অন্য যে কোন নোটিশ হইতে উদ্ভূত কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে উক্তরূপ নোটিশ জারির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৪) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তিযোগ্য কোন মামলা, যাহা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রহিয়াছে, উহা সংক্ষুদ্র ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সংক্ষুদ্র ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন মামলা বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ কর্তৃক বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার জন্য অনুমতি

প্রদানের পর বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মেয়াদকাল পর্যন্ত, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলাটি স্থগিত (Stay) থাকিবে।

(৬) যদি হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন আবেদনের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদানসহ আবেদনপত্রটি মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে নির্দেশিত কর্তৃপক্ষ, আইন দ্বারা বারিত না হইলে, উক্তরূপ নির্দেশিত পন্থায় মামলাটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৪১৬। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদনপত্র দাখিল।— (১) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে যে সকল মামলার উদ্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে, সে সকল মামলা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আওতায় নিষ্পত্তির জন্য কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জের (পরবর্তীতে আলোচিত হবে) পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে ৫০০ (পাঁচশত টাকা) মূল্যমানের স্ট্যাম্প প্রদান করতে হবে।

(২) আবেদনের সাথে এ মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে যে, উক্ত মামলার ন্যায়-নির্ণয়ন চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয়নি।

(৩) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বের কোনো মামলা যদি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে বিচারাধীন থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে আবেদন করে মামলাটি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পত্তির জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বা আপীল বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ আবেদনটি মঞ্জুর করতে পারবেন। আবেদনটি মঞ্জুর হলে আবেদনকারী উক্ত মামলাটি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পত্তির জন্য আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবেন - যদি মামলাটি আপীলাত ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিপরীতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করার পূর্বে যে দপ্তরে বিচারিত হয়েছে বা বিচারাধীন ছিল সেই দপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে। অতঃপর কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে মামলাটি সহায়তাকারীর (facilitator) নিকট প্রেরণ করবেন। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে ইস্যুকৃত কারণ দর্শানো নোটিশ, দাবিনামা সংক্রান্ত নোটিশ, কর নির্ধারণ সংক্রান্ত নোটিশ, মূল্য অনুমোদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বা অন্যকোনো নোটিশ হতে উদ্ভূত বিরোধের ক্ষেত্রে নোটিশ জারির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবরে আবেদন করতে হবে। এ ধরনের নোটিশের উদ্ভব হবে সার্কেল, বিভাগ বা কমিশনারেট দপ্তরে। আটক মামলা, অডিট বা মূল্য অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয় থেকে এ ধরনের নোটিশ জারী হয়। নোটিশ সার্কেল থেকে জারী হোক, বা বিভাগ থেকে জারী হোক বা কমিশনারের দপ্তরের অন্য কোনো ন্যায়-নির্ণয়ন কর্মকর্তা বা কমিশনার কর্তৃক জারী হোক না কেন, বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট দাখিল করতে হবে। অতঃপর কমিশনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে মামলাটি সহায়তাকারীর (facilitator) নিকট প্রেরণ করবেন।

(৪) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে কোন মামলা বিচারাধীন থাকলে তা যদি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী হন, তাহলে তিনি উক্ত বিভাগে আবেদন করবেন। অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগ স্বেচ্ছায় বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করতে পারে।

(৫) হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ যদি কোন মামলা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য অনুমতি দেয় তাহলে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত উক্ত মামলা উক্ত কোর্টে স্থগিত থাকবে। উল্খ্য, হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগের মামলা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার নিষ্পন্ন করার জন্য মেয়াদ হলো ৬০ (ষাট) দিন।

(৬) হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ কোন আবেদন পেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করে আবেদনটি মঞ্জুর করতে পারেন।

বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদনের জন্য সার্ভিস চার্জ প্রদান

বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় কোনো মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হয়। এই সার্ভিস চার্জের ৫০% প্রদান করবেন আবেদনকারী এবং অবশিষ্ট ৫০% প্রদান করবে সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। আবেদনকারী যখন আবেদন দাখিল করবেন তখন তিনি আবেদনের সাথে সার্ভিস চার্জ বাবদ অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করবেন। সরকার কর্তৃক প্রদেয় সার্ভিস চার্জ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সহায়তাকারীকে প্রদান করতে হবে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্টিকরণ করা দরকার। তা হলো আবেদনকারী আবেদন দাখিল করবেন কমিশনারের নিকট, কমিশনার (আপীল) এর নিকট অথবা প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল-এর নিকট। আবেদনের সাথেই সার্ভিস চার্জের ৫০% অংশের পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে। উক্ত পে-অর্ডার কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল রেখে দেবেন না-কি তিনি পে-অর্ডার অন্যান্য দলিলাদিসহ সহায়তাকারীর নিকট পাঠিয়ে দেবেন তা স্পষ্ট নয়। সহায়তাকারীর নিকট পাঠিয়ে দিলে সহায়তাকারী কি তখনই পে-অর্ডার নগদায়ন করবেন না-কি পরে করবেন তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। মামলা নিষ্পন্ন না হলেও কি সহায়তাকারী পে-অর্ডার নগদায়ন করে নিবেন? আমার মতে, পে-অর্ডার কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কাছে রেখে দেয়াই উত্তম। বিরোধ নিষ্পন্ন হওয়ার পর কমিশনার সহায়তাকারীকে পে-অর্ডার প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে সরকারী ৫০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ কিভাবে প্রদান করতে হবে তা স্পষ্ট ছিল না। তবে, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) সরকারের অংশ আপাতত: প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। উল্খ্য, বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনে আইএফসি শুরু থেকেই সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

সার্ভিস চার্জের পরিমাণ

সার্ভিস চার্জের পরিমাণ নির্ধারিত হবে বিরোধীয় মূল্যের ওপর ভিত্তি করে। মূল্য সংযোজন কর (বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এর উপানুচ্ছেদ (ঘ) তে "বিরোধীয় মূল্য বা বিষয়" সংজ্ঞায়িত আছে। উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে মামলার বা বিষয়ের মূল্য সংযোজন করযোগ্য মূল্য বা দাবীর পরিমাণ হবে বিরোধীয় মূল্য। অর্থাৎ বর্তমানে মামলা দায়ের করার সময় মামলার যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, সে মূল্যই হবে বিরোধীয় মূল্য। কোনো মামলার বিরোধীয় মূল্য যদি এক লক্ষ টাকার কম হয়, তাহলে সে মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করা যাবে না। বিরোধীয় মূল্য যদি এক লক্ষ টাকা হতে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়, তাহলে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ হবে বিরোধীয় মূল্যের ৫ শতাংশ। বিরোধীয় মূল্য যদি দুই লক্ষ টাকার অতিরিক্ত হতে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়, তাহলে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ হবে বিরোধীয় মূল্যের ৪ শতাংশ। বিরোধীয় মূল্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত হতে

দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়, তাহলে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ হবে বিরোধীয় মূল্যের ৩ শতাংশ। বিরোধীয় মূল্য যদি দশ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত হতে পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়, তাহলে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ হবে বিরোধীয় মূল্যের ২.৫ শতাংশ। বিরোধীয় মূল্য পঁচিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ হবে বিরোধীয় মূল্যের ২ শতাংশ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সার্ভিস চার্জ ৫০ শতাংশ আবেদনকারী পরিশোধ করবেন এবং ৫০ শতাংশ সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা পরিশোধ করবে। বর্তমানে আইএফসি সরকারের অংশ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছে। উল্খ্য, এ পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক মামলা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পত্তি হয়নি।

৪১৮। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি।— এই আইনের অধীন বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনপত্র, ইহার যাচাই ও প্রক্রিয়াকরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৪১৮। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি।— এই ধারায় বলা আছে যে, আবেদন প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তির বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। বিধিতে উক্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে - যা নিম্নে আলোচিত হলো।

বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন নিষ্পত্তির পদ্ধতি

(১) আবেদনপত্র দাখিল: মূল্য সংযোজন কর (বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ এ সন্নিবেশিত 'ফরম-১' এর মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। www.vatbd.com ওয়েবসাইটে উক্ত বিধিমালার সাথে ফরমটি উল্লেখিত আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। কমিশনারের নিকট আবেদন করতে হলে ২ (দুই) সেট আবেদন দাখিল করতে হবে। কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বরাবরে আবেদন করতে হলে ৩ (তিন) সেট আবেদন দাখিল করতে হবে। মামলাটির বিরোধীয় মূল্যের ভিত্তিতে যে ফি বা সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হয়, তার ৫০ শতাংশের সমপরিমাণ পে-অর্ডার আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে ৫০০ (পাঁচশত টাকা মাত্র) মূল্যমানের স্ট্যাম্প প্রদান করতে হবে।

(২) মূল্য সংযোজন কর (বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ এ 'ফরম ২' সন্নিবেশিত আছে। কমিশনার, কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আবেদন গৃহীত হলে উক্ত ফরমে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(৩) আবেদনটি যদি কমিশনারের নিকট দাখিল করা হয়, তাহলে কমিশনার ১ (এক) কার্যদিবসের মধ্যে সহায়তাকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবেন। উল্খ্য যে, ১৩ (তেরো) সদস্যবিশিষ্ট সহায়তাকারীর একটি প্যানেল প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্যানেলে রয়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গনে স্বনামধন্য কয়েকজন ব্যক্তি। তাছাড়া আছেন শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর এবং আয়কর বিভাগের কয়েকজন অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। কমিশনার উক্ত সহায়তাকারীগণের মধ্য থেকে আবেদিত মামলার বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন সহায়তাকারী মনোনয়ন দেবেন। তাছাড়া, বিভিন্ন কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বিভাগীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে। সরকার পক্ষে বক্তব্য পেশ

করার জন্য কমিশনার সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের বিভাগীয় প্রতিনিধিগণের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবেন। উক্ত মনোনয়ন দেয়ার পর ৪ (চার) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট নথি সহায়তাকারীর নিকট প্রেরণ করবেন।

(৪) আবেদনটি যদি কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপিলাত ট্রাইব্যুনাল বরাবরে দাখিল করা হয়, তাহলে কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপিলাত ট্রাইব্যুনাল সহায়তাকারীর প্যানেল থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন সহায়তাকারী মনোনয়ন দেবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট নথি, মন্তব্য এবং বিভাগীয় প্রতিনিধি ২ (দুই) দিনের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য কমিশনার বরাবরে পত্র প্রেরণ করবেন। কমিশনার এর নিকট থেকে নথি, মন্তব্য এবং বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রাপ্তির পর কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপিলাত ট্রাইব্যুনাল উহা ৮ (আট) কার্যদিবসের মধ্যে সহায়তাকারীর নিকট প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।

(৫) সহায়তাকারী নথি প্রাপ্তির পর উহা যাচাই-বাছাই করবেন এবং ধারা ৪১গ অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তিযোগ্য কি-না তা ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারণ করবেন। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, কতিপয় বিষয় সংশ্লিষ্ট মামলা বা বিরোধ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পন্ন করা যাবে না। সেগুলো হলো, জালিয়াতি বা ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা, অসত্য ঘোষণা বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক গুণ্ক ফাঁকির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা, গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বা তার ব্যাখ্যা সম্পর্কিত মামলা, এক লক্ষ টাকার কম বিরোধীয় মূল্যমানের মামলা এবং অনিয়ম সংক্রান্ত মামলা। আবেদন প্রাপ্তির পর সহায়তাকারী দেখবেন যে, আবেদিত মামলাটি এই বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় কি-না। যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তিনি মামলাটি গ্রহণ করবেন না। পে-অর্ডারসহ তিনি মামলাটি যে দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে অর্থাৎ কমিশনার, বা কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপিলাত ট্রাইব্যুনালে ফেরৎ প্রদান করবেন। আর যদি মামলাটি উক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে তিনি মামলাটি গ্রহণ করবেন। তিনি আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিকে নোটিশ প্রদান করবেন। সহায়তাকারীর মধ্যস্থতায় আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধির মধ্যে সমঝোতা করে তিনি মামলাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবেন। উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময় হলো, আবেদনটি যদি কমিশনার বরাবরে দাখিল করা হয়, তাহলে ৩০ (ত্রিশ) দিন। আর আবেদনটি যদি কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপিলাত ট্রাইব্যুনাল বরাবরে দাখিল করা হয়, তাহলে ৬০ (ষাট) দিন। আবেদনের তারিখ থেকে দিন গণনা করতে হবে।

৪১ছ। সমঝোতা (Negotiation) এবং নিষ্পত্তির সময়সীমা।— (১) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন কোন আবেদনপত্র যেই মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেটে দাখিল করা হইয়াছে, সেই একই কমিশনারেটে উক্ত বিরোধের উদ্ভব হইয়া থাকিলে, তাহা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা বা সমঝোতা, মতৈক্য বা মতানৈক্য বা নিষ্পত্তি উক্ত আবেদনপত্র দাখিলের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় দাখিলকৃত আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট কমিশনার (আপীল), আপীলাত ট্রাইব্যুনাল অথবা অন্য কোন আদালত যেখানে উহা নিষ্পত্তি রহিয়াছে, তাহা আবেদনপত্র দাখিলের সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৪১ছ। সমঝোতা (Negotiation) এবং নিষ্পত্তির সময়সীমা।— (১) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আওতায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যদি মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেটে আবেদন করা হয়,

তাহলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। ৩০ দিনের মধ্যে যদি নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির কার্যধারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মামলাটি পূর্বে যে কর্মকর্তার নিকট বিচারাধীন ছিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে কর্মকর্তার নিকট বিচারের জন্য সচল হবে। অর্থাৎ কোনো মামলা যদি এলটিইউ (মুসক) কমিশনারেট বা ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট এর আওতায় কোনো ন্যায়-নির্ণয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট আবেদন করার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

(২) মামলাটি যদি কমিশনার (আপীল), আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে বিচারাধীন থাকে, তাহলে উক্ত মামলা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আওতায় নিষ্পত্তি করার সময়সীমা হলো ৬০ (ষাট) দিন। নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে যদি মামলাটি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আওতায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির কার্যধারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মামলাটি পূর্বে যে দপ্তরে বা বেঞ্চে বিচারাধীন ছিল সেখায় বিচারের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সচল হবে। উল্লেখ্য যে, কমিশনার (আপীল) এর দপ্তরের মামলা হলে, বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পত্তির জন্য কমিশনার (আপীল) এর নিকট আবেদনের ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। আপীলাত ট্রাইব্যুনালের মামলা হলে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আবেদন দাখিল করার ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগের মামলা হলে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে আবেদন করে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন করার জন্য অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। হাইকোর্ট বিভাগে মামলাটি দাখিল হওয়ার পূর্বে যে দপ্তরে বিচারাধীন ছিল, সে দপ্তরে (সাধারণত: আপীলাত ট্রাইব্যুনাল) উক্ত অনুমতিসহ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনের ৬০ দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মামলাটি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় নিষ্পত্তি না হলে মামলাটি হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সচল হবে।

৪১জ। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত।— (১) যেই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ বিরোধ সংক্রান্ত কোন ঘটনা বা আইন (Fact or law) সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেন, সেই ক্ষেত্রে বিরোধীয় বিষয়ে মতৈক্যের ভিত্তিতে (By agreement) আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে উহা বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(২) যেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী ব্যক্তি এবং মূল্য সংযোজন কর কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ মতৈক্যের ভিত্তিতে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি হইবে, সেই ক্ষেত্রে সহায়তাকারী (Facilitator), পক্ষদ্বয়ের মধ্যে উপনীত মতৈক্যের বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট কমিশনার এবং বোর্ডকে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিবেন।

(৩) মতৈক্যের ভিত্তিতে কোন বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণক শুদ্ধ, মূল্য সংযোজন কর, অর্থদ-, জরিমানা ও আরোপিত সুদ, যদি থাকে, পরিশোধ করা বা ফেরত প্রদান বা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতৈক্যের শর্তসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে যেন উহা মতৈক্যের সময় প্রতিশ্রুত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করা যায়।

(৪) মতৈক্যের (Agreement) বিষয়টি আবেদনকারী, মূল্য সংযোজন কর কমিশনারের প্রতিনিধি এবং সহায়তাকারী কর্তৃক সীলমোহরকৃত এবং স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৫) যেই ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এই মর্মে তথ্য উদঘাটিত হইবে যে, আবেদনকারী কর্তৃক জালিয়াতি বা অসত্য তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে উপ-ধারা (১) এর অধীন মতৈক্যটি (Agreement)

গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্তরূপে উপনীত মতৈক্যের বিষয়টি গুরু হইতে বাতিল (Void ab initio) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) যেই ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কোনো মতৈক্যে পৌছানো সম্ভবপর হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে সহায়তাকারী উক্তরূপ ব্যর্থ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির বিষয়টি লিখিতভাবে আবেদনকারী, সংশ্লিষ্ট কমিশনার, বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা আদালতকে যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবেন।

(৭) যেই ক্ষেত্রে মতৈক্যের ভিত্তিতে বিরোধ-নিষ্পত্তি করা হইয়াছে এবং তাহা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সরকার পক্ষে কোন পাওনা আদায় অথবা ফেরত প্রদানের বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) এই ধারার অধীন মতৈক্য বা ব্যর্থ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করণের ফরম বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪১জ। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত।— (১) বিরোধীয় বিষয়ে ঐক্যমতের বিষয়ে বিরোধীয় বিষয় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন করা যাবে।

(২) মতৈক্য হলে সহায়তাকারী তা লিপিবদ্ধ করবেন এবং ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী ব্যক্তি, কমিশনার এবং বোর্ডকে অবহিত করবেন।

(৩) অর্থ পরিশোধের বিষয়ে মতৈক্যের শর্তসমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যাতে প্রতিশ্রুত সময়সীমার মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

(৪) মতৈক্যের বিষয়টি আবেদনকারী, ভ্যাট দপ্তরের প্রতিনিধি এবং সহায়তাকারী স্বাক্ষর করবেন এবং সীলমোহর প্রদান করবেন।

(৫) মতৈক্যে পৌছানোর পর যদি পরবর্তীতে দেখা যায় যে, আবেদনকারী কর্তৃক জালিয়াতি ও অসত্য তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মতৈক্যটি গৃহীত হয়েছিল, তাহলে গৃহীত কার্যক্রম আপনা-আপনি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৬) মতৈক্যে পৌছানো সম্ভব না হলে সহায়তাকারী তা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।

(৭) মতৈক্যে পৌছানো সম্ভব হলে মতৈক্য অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪১ঝ। মতৈক্যের ভিত্তিতে বিরোধ-নিষ্পত্তির ফলাফল।— (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন বিরোধ মতৈক্যের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হইলে উক্তরূপে গৃহীত সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষের মধ্যে বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে আবেদনকারী ব্যক্তি বা মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন আদালতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) এই আইনের অধীন মতৈক্যের ভিত্তিতে নিষ্পত্তিকৃত প্রতিটি আদেশ, আদেশে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপে গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহ ব্যতীত বিরোধের যে অংশ উক্ত সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না, তাহা এই আইনের আওতায় অথবা বলবৎযোগ্য অন্য যে কোন আইনের আওতায় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(৪) ধারা ৪১জ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী কোন পক্ষ প্রতিশ্রুত সময়সীমার মধ্যে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, অর্ধদ- বা জরিমানা পরিশোধ বা ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হইলে, উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষ পরিশোধযোগ্য বা ফেরতযোগ্য মূল্য

সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, অর্থদ-, জরিমানার উপর মাসিক ৩ (তিন) শতাংশ হারে সুদ প্রদান করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৫৬ বা ধারা ৬৭ এর বিধান অনুযায়ী উহা আদায় বা, ক্ষেত্রমত, ফেরত প্রদান করা যাইবে।

৪১৫। মতৈক্যের ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ফলাফল।— (১) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে কোন বিষয় নিষ্পত্তি হলে তা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

(২) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় কোন বিরোধ নিষ্পন্ন হলে কোন আপীল কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে আপীল দায়ের করা যাবে না।

(৩) নিষ্পত্তিকৃত বিষয় চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৪) মতৈক্যে উপনীত হওয়ার পর যদি অর্থ পরিশোধ করা না হয়, তাহলে ৩ শতাংশ সুদসহ উক্ত অর্থ আদায় করতে হবে।

বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত

(১) সহায়তাকারীর মধ্যস্থতায় আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধির মধ্যে সমঝোতা হলে তা আবেদনকারী, বিভাগীয় প্রতিনিধি এবং সহায়তাকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সীলমোহরকৃত হতে হবে। স্বাক্ষরিত এবং সীলমোহরকৃত সিদ্ধান্ত সহায়তাকারী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারী দেনা-পাওনা পরিশোধ বা কারণ দর্শাও বা দাবিনামা বা অন্য কোনো নোটিশ প্রত্যাহারক্রমে মামলাটি নিষ্পত্তি হবে।

(২) মামলা আংশিক নিষ্পত্তি হতে পারে। যেমন: কোনো মামলায় কয়েকটি উপাদান থাকতে পারে। কয়েকটি উপাদানের মধ্যে একটি বিষয়ে আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধির মধ্য মতৈক্য হতে পারে। অবশিষ্ট দুটি বিষয় অমিমাংসিত থাকতে পারে। এরূপক্ষেত্রে যে বিষয়টিতে মতৈক্য হয়েছে সে বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া উল্লেখ করে সকলে স্বাক্ষর এবং সীলমোহর প্রদান করবেন। আংশিক মতৈক্যের বিষয়টি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। অমিমাংসিত বিষয়ে স্বাভাবিক নিয়মে মামলা অব্যাহত থাকবে।

(৩) নিষ্পত্তির আদেশে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, অর্থদণ্ড, জরিমানা ইত্যাদি পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যেন তা বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি আদেশে এমনভাবে উদ্ধৃত থাকতে হবে, যেন পরবর্তীতে কোনো জটিলতার কারণে উহা বাস্তবায়ন করা দুরূহ না হয়।

(৪) কোনো বিষয় সহায়তাকারীর মধ্যস্থতায় আলোচনার পর যদি আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধি সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারেন, তাহলে সহায়তাকারী তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। মতনৈক্যের বিষয় সহায়তাকারী, আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরকৃত হতে হবে না। শুধুমাত্র সহায়তাকারী পত্রের মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। অতঃপর মামলাটি পূর্বের দপ্তরে বা আদালতে যথানিয়মে সচল হবে।

(৫) সহায়তাকারী, আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধির মধ্য মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হবে। সমঝোতা আদেশে স্বাক্ষর ও সীলমোহর করার পর কোনো পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করতে পারবেন না বা বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করতে পারবেন না বা উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করতে পারবেন না বা উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো প্রক্রিয়ার ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করতে পারবেন না।

(৬) এরূপ মতৈক্যের ভিত্তিতে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন বা আপিল দায়ের করা যাবে না। অর্থাৎ সমঝোতার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তটি সর্বৈবভাবে চূড়ান্ত হবে।

(৭) যদি আবেদনকারী মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থ পরিশোধ না করে বা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫৬ অনুসারে বকেয়া পাওনা আদায়ের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে উক্ত অর্থ আদায় করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ মাসিক সরল সুদ আদায়যোগ্য হবে।

(৮) কোনো মতৈক্যে উপনীত হওয়ার পরবর্তীতে যদি উদ্ঘাটিত হয় যে, আবেদনকারীর জালিয়াতির মাধ্যমে বা অসত্য তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে মতৈক্য হয়েছিল, তাহলে গৃহীত কার্যক্রম বা উপনীত সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। পূর্বের দপ্তরে বা আদালতে মামলা স্বাভাবিক নিয়মে নিষ্পন্ন হবে।

(৯) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পন্ন করা সম্পন্ন না হলে বা সমঝোতা ব্যর্থ হলে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে এবং মামলাটি স্বাভাবিক বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন হবে। উল্লেখ্য, আবেদনটি কমিশনারেটে দাখিল করা হলে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস এবং কমিশনার (আপিল) বা প্রেসিডেন্ট, আপিলাত ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হলে ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(১০) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় আবেদন দাখিলের তারিখ হতে ফলাফল অবহিতকরণের সময়কাল আপিল দাখিলের সময়সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে গণনা করতে হবে না।

(১১) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকৃত কোনো ব্যক্তি বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়োজিত সহায়তাকারীকে কোনো আদালতে উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য লিখিত আদেশ বা নোটিশ ইস্যু করা যাবে না এবং কোনোভাবে বা অন্য কোনো আইনের ক্ষমতাবলে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত কোনো দলিলাদি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করার জন্য বাধ্য করা বা সম্পৃক্ত করা যাবে না।

৪১এঃ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ার ক্ষেত্রে আপীলের বিধান।— (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেই সকল বিরোধের ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মতৈক্যের ভিত্তিতে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি সম্ভবপর হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে আবেদনকারী স্ব স্ব আপীল আদালত অথবা ট্রাইব্যুনালে যথানিয়মে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) কোন আবেদনাধীন বিরোধের বিষয়ে ধারা ৪১ছ এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে অথবা সমঝোতা ব্যর্থ হইলে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে মূল মামলাটি সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোন যথাযথ আদালতে, উক্তরূপ বাতিলের তারিখ হইতে সচল হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার আওতায় পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ হইতে সহায়তাকারী কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময়সহ তৎসম্পর্কিত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের সময়কাল, আপীল দাখিলের সময় গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪১এ। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ার ক্ষেত্রে আপীলের বিধান।— (১) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় যদি বিরোধ-নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে যথানিয়মে আপীল করা যাবে।

(২) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতায় যদি বিরোধ-নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে যথানিয়মে পূর্বতন দপ্তরে যেখানে বিষয়টি নিষ্পন্নাদীন ছিল সেখানে উহা পুনরায় সচল হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে যথারীতি কার্যক্রম গৃহীত হবে।

(৩) যদি বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধ-নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে আপীল করা যাবে। তবে, আপীল দাখিলের সময়সীমা রয়েছে। আদেশ জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল করতে হয়। বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় যে সময় ব্যয় হবে তা এই ৯০ দিনের মধ্যে যোগ হবে না। অর্থাৎ উক্ত ব্যয়িত সময়ের অতিরিক্ত ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করা যাবে।

৪১ট। অধিকার সংরক্ষণ।— বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকৃত কোনো ব্যক্তি বা সহায়তাকারীকে কোনো আদালতে উপস্থিত হইয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য লিখিত আদেশ বা নোটিশ ইস্যু করা যাইবে না বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত কোন দলিলাদি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করার জন্য বাধ্য করা যাইবে না বা এই বিষয়ে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৪১ট। অধিকার সংরক্ষণ।— (১) বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে উক্ত বিষয়ে সাক্ষী দেয়ার জন্য কোন আদেশ বা নোটিশ দেয়া যাবে না। বা উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা যাবে না বা এ বিষয়ে কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট মামলা দায়ের করা যাবে না।

৪২। আপীল।— (১) যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা যে কোন ব্যক্তি কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার এই আইন বা কোন বিধির অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে, পণ্যের সরবরাহ বা প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে ধারা ৫৬ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Customs Act এর section 82 বা section 98 এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত, উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের বা, ক্ষেত্রমত, আদেশ জারির নব্বই দিনের মধ্যে,

- (ক) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ অতিরিক্ত কমিশনার বা তন্নিম্নের কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, কমিশনার (আপীল) এর নিকট;
- (খ) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা তাঁহার সমমর্যাদার কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, Customs Act এর section 196 এর অধীন গঠিত Customs, Excise and মূল্য সংযোজন কর Appellate Tribunal, অতঃপর Appellate Tribunal বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট; এবং
- (গ) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ Appellate Tribunal কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নিকট;

আপীল করিতে পারিবেন।

(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল গ্রহণের পর,-

- (ক) আপীলটি কমিশনার (আপীল) এর নিকট করা হইলে, কমিশনার (আপীল) আপীলটি সম্পর্কে তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান বা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন

এবং আপীলকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান করিয়া যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিতে বা উহাতে কোন পরিবর্তন করিতে বা উহা বাতিল করিতে বা তাঁহার বিবেচনায় সঙ্গত কোন নূতন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনার (আপীল) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যথেষ্ট কারণবশতঃ উপরি-উক্ত নব্বই দিন মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করার অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং

(খ) আপীলটি Appellate Tribunal এর নিকট করা হইলে, Appellate Tribunal এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যতদূর সম্ভব, Customs Act এর উক্ত Tribunal সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুযায়ী আপীলটির নিষ্পত্তি করিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের দাবী সম্পর্কিত অথবা এই আইনের অধীন আরোপিত কোন অর্থদণ্ড সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল করার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে, তাহার আপীল দায়ের করার কালে আপীলটি—

(ক) কমিশনার (আপীল) এর নিকট দায়ের করা হইলে, দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ;

(খ) কমিশনার বা তাঁহার সমমর্যাদার কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে Appellate Tribunal এ দায়ের করা হইলে, দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ; এবং

(গ) কমিশনার (আপীল) এর আদেশের বিরুদ্ধে Appellate Tribunal এ দায়ের করা হইলে, দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থ দণ্ডের দশ শতাংশ

সরকারী ট্রেজারী বা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট জমা করিতে হইবে।

(২ক) বিলুপ্ত

(৩) কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃক ধারা ৪৩ এর অধীন কোন কার্যধারা শুরু করার পর সেই সিদ্ধান্ত বা আদেশের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১ক) এর অধীন আপীল দায়ের হইবার পর ১ (এক) বৎসরের মধ্যে কমিশনার (আপীল) বা, ক্ষেত্রমত, ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে Appellate Tribunal কর্তৃক আপীল নিষ্পত্তি করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তিক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা না হইলে উহা কমিশনার (আপীল) বা, ক্ষেত্রমত, Appellate Tribunal কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ধারা ৪২ এর অধীন বোর্ডের নিকট পেশকৃত কোনো আপীল অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আপীল আদেশ অথবা উক্তরূপ কোনো আপীল হইতে উদ্ভূত বা তৎসম্পর্কিত কোনো বিষয় উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অনিষ্পন্ন বা ক্ষেত্রমত, বাস্তবায়নধীন থাকিলে উহা নির্ধারিত তারিখে Appellate Tribunal এর নিকট স্থানান্তরিত হইবে এবং যতদূর

সম্ভব, Customs Act, এর section 196J-তে বর্ণিত পদ্ধতিতে Appellate Tribunal কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায়, “নির্ধারিত তারিখ” বলিতে ১লা অক্টোবর, ১৯৯৫ বুধাইবে।

৪২। আপীল।— (১) কোনো ভ্যাট কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো আদেশ জারি করা হলে জারির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে আপীল করা যাবে। তবে, কয়েকটি বিষয়ে আপীল করা যায় না। প্রথমত: ভ্যাট আইনের ধারা ৫৬ এর অধীন সরকারী পাওনা আদায়ের জন্য কোন আটক বা বিক্রয় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে না। দ্বিতীয়ত: কাস্টমস আইনের ধারা ৮২ এর অধীন কোন নিলাম আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে না। তৃতীয়ত: কাস্টমস আইনের ধারা ৯৮ অনুসারে বন্ডেড ওয়্যারহাউসে আনীত কোন পণ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কোন আদেশ প্রদান করলে সে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে না। উল্লেখ্য, কমিশনার (আপীল) তাঁর কাছে আপীল করার সময়সীমা আরো ৬০ (ষাট) দিন বাড়িয়ে দিতে পারেন। এজন্য তাঁর কাছে আবেদন করতে হয়।

(ক) রাজস্ব কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার, উপ-কমিশনার, যুগ্ম-কমিশনার বা অতিরিক্ত কমিশনার কোনো আদেশ দিলে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়ের করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভ্যাট বিষয়ক আপীল করার জন্য ৪ (চার)টি কমিশনার (আপীল) দপ্তর আছে। তন্মধ্যে দুটি ঢাকায়, একটি চট্টগ্রামে এবং একটি খুলনায় অবস্থিত। এবং একটি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল রয়েছে যা ঢাকার দিলকুশায় জীবন বীমা ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত। আরো উল্লেখ্য যে, কমিশনার (আপীল) এবং আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে হলে ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হয়। যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে আপীল করতে হলে কোন অর্থ জমা দিতে হয় না।

(খ) কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা সমমর্যাদাসম্পন্ন কোনো কর্মকর্তা কোনো আদেশ দিলে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে হয়। সমমর্যাদাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা বলতে ভ্যাট বিভাগের মহাপরিচালককে বুঝায়। যেমন: মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর; মহাপরিচালক, মুসক নীরিক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ইত্যাদি।

(গ) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কোনো আদেশ দিলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কেউ যদি আপীল করতে চান তাহলে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করতে হয়।

(১ক) কমিশনার (আপীল)-এর নিকট আপীল দায়ের করা হলে তিনি তথ্য সংগ্রহ ও তদন্ত করাতে পারবেন। তিনি আপীলকারীকে শুনানীর সুযোগ দেবেন। অতঃপর তিনি আদেশ প্রদান করবেন। যে আদেশের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে আপীল করা হয়েছে সে আদেশ তিনি বহাল রাখতে পারবেন। অথবা তিনি উক্ত আদেশে কোন পরিবর্তন করে আদেশ দিতে পারবেন। অথবা তিনি উক্ত আদেশ বাতিল করে দিয়ে নতুন কোন আদেশ দিতে পারবেন। অথবা তিনি তাঁর বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত যেকোন আদেশ দিতে পারবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর নিকট আপীল দায়ের করার সময়সীমা আরো ৬০ (ষাট) দিন বাড়িয়ে দিতে পারবেন। আপীলটি যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা হয়, সেখানেও একইভাবে আপীলটি নিষ্পত্তি করা হবে। তবে, কমিশনার (আপীল) এর নিকট আবেদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কমিশনার (আপীল) হলেন বিচারক। কিন্তু আপীলাত ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। আপীলাত ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় একজন প্রেসিডেন্ট এবং দুজন সদস্য দ্বারা।

(২) মূল্য সংযোজন করের দাবি বা অর্ধদণ্ড সম্পর্কিত বিষয়ে আপীল করতে হলে ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করতে হয়। দাবিকৃত কর থাকলে করের ১০ শতাংশ, আর কর না থাকলে অর্ধদণ্ডের ১০ শতাংশ জমা প্রদান করতে হয়। কমিশনার (আপীল) এর কাছে আপীল করতে

হলেও ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়। আবার, আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে হলেও ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়। ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে এই ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হয়। আপীলকারী যদি জিতে যান তাহলে এই অর্থ তিনি সমন্বয় করতে পারেন বা ফেরৎ নিতে পারেন। আর তিনি যদি হেরে যান, তাহলে আর সমন্বয় করা বা ফেরৎ নেয়ার প্রশ্ন থাকে না।

(২ক) বিলুপ্ত।

(৩) এই আইনের ধারা ৪৩ অনুসারে বোর্ড নথিপত্র ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষা করতে পারে। কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে যদি বোর্ড ধারা ৪৩ অনুসারে কার্যক্রম শুরু করে, তাহলে ধারা ৪২ অনুসারে আপীল করা যাবে না। আবার, যদি ধারা ৪২ অনুসারে আপীল দায়ের করা হয়, তাহলে ধারা ৪৩ অনুসারে বোর্ড উক্ত বিষয়ের নথিপত্র ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষা করতে পারবে না। তবে, সাধারণত: বোর্ড ধারা ৪৩ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করে না।

(৪) কমিশনার (আপীল) ১ (এক) বছরের মধ্যে এবং আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ২ (দুই) বছরের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে যদি আপীলটি নিষ্পত্তি করা না হয় তাহলে আপীলটি মঞ্জুর করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৫) এই উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর ইতোপূর্বে বোর্ডের কাছে যে সকল আপীল বিচারাধীন ছিল তা আপীলাত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবে। উল্লেখ্য, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল গঠনের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এধরনের আপীল নিষ্পত্তি করা হতো।

৪৩। বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— (১) বোর্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আইনের অধীন কোন কার্যধারার নথিপত্র, উহাতে বোর্ডের অধস্তন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা সিদ্ধান্তের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে, তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উহা তৎসম্পর্কে যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোন আদেশ, বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ, বা কোন অর্থদণ্ড আরোপের কোন আদেশ, বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথায়থভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌসুলি বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগদান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত কোন কার্যধারার নথিপত্র উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের দুই বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর উপ-ধারা (১) এর অধীন তলব এবং পরীক্ষা করা যাইবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপীল বিবেচনাধীন রহিয়াছে সে ক্ষেত্রে উক্ত আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কার্যধারা শুরু করা যাইবে না।

৪৩। বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— (১) বোর্ড নিজ উদ্যোগে অধঃস্তন কোনো দপ্তরের কোনো নথিপত্র তলব ও পরীক্ষা করতে পারবে। অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে প্রদান করেছে কি-না তা যাচাই করার জন্য নথিপত্র তলব ও পরীক্ষা করতে পারবে।

এবং নথিপত্র তলব ও পরীক্ষা করার পর সে সম্পর্কে যেকোনো যথাযথ মনে করে বোর্ড সেরূপ নির্দেশ দিতে পারবে।

শর্ত: তবে, রাজস্ব বা জরিমানা বা অর্থদণ্ড বৃদ্ধির কোনো আদেশ অর্থাৎ উক্ত কর্মকর্তা যে আদেশ দিয়েছে সে আদেশের বাইরে কোন আদেশ দিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে এবং তার শুনানী গ্রহণ করতে হবে।

(২) বোর্ডের অধস্তন কোনো দপ্তর কোনো আদেশ প্রদানের পর দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বোর্ড আর উক্ত নথি তলব করতে পারবে না।

(৩) কোন ভ্যাট অফিসার কোন আদেশ দিলে ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক আপীল করার সুযোগ থাকে। যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যদি ভ্যাট অফিসারের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল বিবেচনাধীন থাকে, তাহলে উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত বিষয়ক নথিপত্র বোর্ড তলব করতে পারবে না।

বি: দ্র: সাধারণত: বোর্ড এই ধারায় কোনো নথিপত্র তলব ও পরীক্ষা করে না। কারণ, বোর্ডের কাজ নীতি-নির্ধারণ করা এবং নীতির বাস্তবায়ন মণিটরিং করা। সরাসরি বাস্তবায়ন কাজের সাথে জড়িত হওয়া বোর্ডের পক্ষে সম্ভব হয় না। ধারা ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ এ বোর্ড কর্তৃক এবং সরকার কর্তৃক ভ্যাট কর্মকর্তার কোন আদেশ, বা সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা, সংশোধন করা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সচরাচর এরূপ আবেদন পাওয়া যায় না এবং এরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না।

৪৪। বোর্ডের ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা।— (১) বোর্ড এই আইন বা বিধির কোন বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশের নথিপত্র হইতে আপাতত কোন ভুল বা অশুদ্ধতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বা উক্ত আদেশ প্রদানের এক বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জরিমানা বৃদ্ধি করিতে বা অধিকতর মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক প্রদানে বাধ্য করিতে পারে এইরূপ কোনো সংশোধন, উক্ত সংশোধন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এমন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌশলি বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দান না করিয়া, করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর অধীনে আপীল করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী উক্ত সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, সেই ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অধীনে তাহার আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে ধারা ৪৫ এর অধীন কোন আবেদন করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কার্যধারা শুরু করা যাইবে না এবং যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন আবেদন বিবেচনাধীন রহিয়াছে সেক্ষেত্রে উক্তরূপ শুরুকৃত কার্যধারা বাতিল হইয়া যাইবে।

৪৪। বোর্ডের ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা।— (১) বোর্ড অধস্তন কোনো দপ্তরের কোনো ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করতে পারে। বোর্ড নিজ উদ্যোগে সংশোধন করতে পারবে বা কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংশোধন করতে পারবে। এরূপ সংশোধন এক বছরের মধ্যে করতে হবে।

১ম শর্ত: তবে, রাজস্ব বা জরিমানা বা অর্থদণ্ড বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো আদেশ দিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ না করে দেয়া যাবে না।

২য় শর্ত: তবে, আপীল করার সুযোগ থাকলে প্রথমে আপীল করতে হবে। আমরা ধারা ৪২-এ আপীল সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করেছি। আপীল না করে কোন ব্যক্তি বোর্ডে আবেদন করতে পারবেন

না। এ ধরনের আবেদন বোর্ডে প্রায় আসে না বললেই চলে। কারণ, অধস্তন কোন দপ্তর বা কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার সুযোগ থাকে। তাই, প্রয়োজন হলে সকলে আপীল করে থাকেন।

(২) ধারা ৪৫ অনুসারে সরকারের কাছে কোন ব্যক্তি আবেদন করতে পারেন। সরকার বলতে এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রিকে বুঝায়। সরকারের কাছে যদি ধারা ৪৫ অনুসারে এরূপ কোন আবেদন করা হয়ে থাকে তাহলে ধারা ৪৪ অনুসারে বোর্ড কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে না। বোর্ড যদি এরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে আর যদি ইতোমধ্যে অর্থমন্ত্রির কাছে ধারা ৪৫ অনুসারে আবেদন করা হয়, তাহলে বোর্ড কর্তৃক শুরু করা কার্যক্রম বাতিল হয়ে যাবে।

বি: দ্র: সাধারণত: বোর্ড এই ধারায় কোনো সংশোধন করে না। ধারা ৪৩ এবং ধারা ৪৪ এর বক্তব্য প্রায় একই রকম।

৪৫। সরকারের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা।— সরকার ধারা ৪৩ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা অথবা বোর্ড কর্তৃক ধারা ৪৩-এর অধীন অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে কোন জরিমানা বৃদ্ধিকরণ অথবা কোন অর্থদণ্ড আরোপকরণ বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ কোন কর প্রদানে বাধ্যকরণের কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে যদি উক্ত আবেদন উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে পেশ করা হইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে সরকার যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী যথেষ্ট কারণবশতঃ উপরি-উক্ত চার মাস মেয়াদের মধ্যে আবেদন পেশ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে সরকার আবেদনকারীকে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী চার মাসের মধ্যে আবেদন পেশ করার অনুমতি দিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোন আদেশ বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ বা কোন অর্থদণ্ড আরোপের কোন আদেশ বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌশলি বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

৪৫। সরকারের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা।— ধারা-৪৫ এবং ধারা ৪৭ এর বক্তব্য প্রায় এক রকম। এই ধারা দুটি অনুসারে সরকার নথিপত্র পুনরীক্ষা করতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এখানে সরকার বলতে অর্থমন্ত্রিকে বুঝায়। ধারা ৪৫ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে, তিনি সরকারের নিকট ৪ (চার) মাসের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। এবং সরকার যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেরূপ আদেশ দিতে পারবে।

১ম শর্ত: উক্ত আবেদন করার জন্য সরকার আরো ৪ (চার) মাস সময় বাড়িয়ে দিতে পারবে যদি সরকার মনে করে যে, উক্ত আবেদনকারী গ্রহণযোগ্য কারণে ৪ মাসের মধ্যে আবেদন করতে পারেনি।

২য় শর্ত: তবে, রাজস্ব বা জরিমানা বা অর্থদণ্ড বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো আদেশ দিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং শুনানী প্রদান করতে হবে।

বি: দ্র: ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, সাধারণত: সরকার এই ধারায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে না। সরকারের কাছে এরূপ আবেদন সাধারণত: করা হয় না।

৪৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও মুসক পরামর্শকের মাধ্যমে উপস্থিতি ইত্যাদি।— (১) এই আইন বা বিধির অধীন কোন কার্যধারা উপলক্ষে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা, আপীলাত কর্তৃপক্ষ, বোর্ড বা সরকারের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকারী বা উপস্থিতির জন্য তলবকৃত কোন ব্যক্তি Customs Act-এর section 196K-তে বর্ণিত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং উক্ত Section এর বিধানাবলী তাহার উপর এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা এই ধারার অধীন উপস্থিতির জন্য এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে।

(২) এই আইন বা বিধির অধীন যে কোন কার্যধারা উপলক্ষ্যে, বা যে কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত যে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য অথবা উক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপ-ধারা (১) অনুসারে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, বোর্ড বা সরকারের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য বা উক্ত ব্যক্তিকে এই আইন বা বিধি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইতে পারে এমন যে কোন বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে, যে কোন ব্যক্তিকে মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

৪৭। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও মুসক পরামর্শকের মাধ্যমে উপস্থিতি ইত্যাদি।— অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন: কোন মামলার বিষয়ে বা কোন শুনানীতে ভ্যাট অফিসার বা কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হতে হয়। এসকল কাজে যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্যাটদাতা তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যিনি সংশ্লিষ্ট তিনি আইনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন, তখন তিনি তার পক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতাপত্র প্রদান করতে পারেন। কাস্টমস আইনের ধারা 196K-তে কাস্টমস কনসালট্যান্ট নিয়োগের বিধান আছে। উক্ত কাস্টমস কনসালট্যান্টকে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা যায়। আবার, ভ্যাট আইনের অধীনেও ভ্যাট কনসালট্যান্ট নিয়োগের বিধান আছে। ইতোমধ্যে বোর্ড বেশকিছু ভ্যাট কনসালট্যান্ট লাইসেন্স প্রদান করেছে, তাদের মধ্য থেকে কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায়। তাছাড়া, উক্ত ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিনিধি মনোনীত করে তার পক্ষে শুনানীতে পাঠাতে পারেন।

৪৭। সরকারের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— সরকার স্বতঃস্বেচ্ছা হইয়া অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, এই আইনের বা বিধির অধীন কোন আদেশ সংক্রান্ত কার্যধারার নথিপত্র, আদেশ প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে, উক্ত আদেশের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষান্তে কোন আপাত ভুল বা অশুদ্ধতা সংশোধন করিয়া তৎসম্পর্কে উহা যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোন আদেশ, বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ, বা কোন অর্থদণ্ড আরোপের কোন আদেশ বা অধিকতর পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের কোন আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা

তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌসুলি বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগদান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ধারা ৪২-এর অধীনে আপীল করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী উক্ত সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে তাহার আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪৭। সরকারের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ধারা ৪৩ এবং ৪৪ এর মাধ্যমে কোন নথিপত্র তলব, পরীক্ষা ও আদেশ প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ধারা ৪৫ এবং ৪৭ এর মাধ্যমে কোন নথিপত্র তলব, পরীক্ষা ও আদেশ প্রদানের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এখানে সরকার বলতে অর্থমন্ত্রিকে বুঝায়। সরকার নিজ উদ্যোগে বা কারোর আবেদনক্রমে অধঃস্তন দপ্তরের কোনো নথিপত্র সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রদানের ১ (এক) বছরের মধ্যে তলব ও পরীক্ষা করতে পারবে। এবং পরীক্ষা করার পর সে সম্পর্কে যেসকল যথাযথ মনে করে সেসকল আদেশ দিতে পারবে।

শর্ত: তবে, বাজেয়াপ্তকরণ, জরিমানা বৃদ্ধি, অধিকতর ভ্যাট বা সম্পূর্ণক শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত কোন আদেশ দিতে হলে উক্ত আদেশে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে এবং শুনানী দেয়ার সুযোগ দিতে হবে।

শর্ত: আমরা জানি যে, ধারা ৪২ এর অধীন আপীল করার সুযোগ রয়েছে। কোন কর্মকর্তা কোন আদেশ প্রদান করলে কমিশনার (আপীল) বা ক্ষেত্রমত আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করার সুযোগ আছে। তাই, কোন আদেশের ফলে কেউ যদি সংক্ষুব্ধ হয় তাহলে তাকে উক্তরূপে আপীল করতে হবে। আপীল করার সুযোগ থাকার পরও আপীল না করে এই ধারার অধীন সরকারের কাছে আবেদন করলে সে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই, এই ধারার অধীন সরকারের কাছে কোন আবেদন পাওয়া যায় না বললেই চলে। সাধারণত: যিনি ভ্যাট অফিসারের কোন আদেশে সংক্ষুব্ধ হন, তিনি আপীল দায়ের করেন।

৪৮। তলমশির ক্ষমতা।— পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর এর নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা, যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে এইরূপ যে কোন স্থান, ঘরবাড়ী, নৌযান বা অন্য কোন যানবাহনে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দান করিতে পারিবে যে স্থান, ঘরবাড়ী, নৌযান বা অন্য কোন যানবাহন হইতে বা দ্বারা এই আইনের অধীন মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য কোন পণ্য বা কোন সেবা এই আইন বা কোন বিধির বিধান লঙ্ঘন করিয়া সরবরাহ, প্রদত্ত বা বহন করা হয় বা হইয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন বা তাহার উক্তরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে এবং উক্ত আদেশে উক্তরূপ স্থান, ঘরবাড়ী, নৌযান বা যানবাহন তলমশির ক্ষমতাও প্রদান করা যাইতে পারে।

৪৮। তলমশির ক্ষমতা।— ধারা ২৬ এ পরিদর্শন ও তলমশির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ধারা ৪৮ এ একই বিষয়ে অর্থাৎ পরিদর্শন ও তলমশির বিষয়ে বিধান বর্ণিত আছে। একটি বিষয় বলে নেয়া দরকার যে, বর্তমানে আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার পরিদর্শন ও তলমশি করার জন্য নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা যদি তাকে পত্র দিয়ে ক্ষমতা অর্পণ করেন, তাহলে তিনি পরিদর্শন ও তলমশি করতে পারেন। সকল রাজস্ব কর্মকর্তার পরিদর্শন ও তলমশি করার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। শুধুমাত্র ভ্যাট সার্কেলের দায়িত্বে যে রাজস্ব কর্মকর্তা

পদস্থ থাকেন তিনি তার সার্কেলের আওতাভুক্ত এলাকার প্রতিষ্ঠানে নিজ ক্ষমতায় পরিদর্শন ও তলমশি করতে পারেন। অন্যান্য সকল রাজস্ব কর্মকর্তা অর্থাৎ যে সকল রাজস্ব কর্মকর্তা বিভাগীয় দপ্তরে বা কমিশনারেটে পদস্থ থাকেন তারা নিজ ক্ষমতায় পরিদর্শন ও তলমশি কাজ পরিচালনা করতে পারেন না। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা তাদেরকে লিখিতভাবে পরিদর্শন ও তলমশি করার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করলে তারা পরিদর্শন ও তলমশি করতে যেতে পারেন। তবে, এক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে পরিদর্শন ও তলমশি করতে গেলে তাদের পরিচিতিপত্র (Identity Card) সাথে রাখতে হবে এবং যদি কেউ তা দেখতে চাই তাহলে তা দেখাতে হবে। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা কোন ভ্যাট অফিসারকে কোন স্থান, ঘরবাড়ী, নৌযান বা অন্য কোন যানবাহনে প্রবেশ ও তলমশি করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে। এভাবে তলমশি করতে গেলে উক্ত স্থান, যানবাহন এর মালিক বা প্রতিনিধি ভ্যাট অফিসারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। তারা কোন নথিপত্র, পণ্য ইত্যাদি পরীক্ষা ও আটক করতে পারবেন। আটক করে নিয়ে আসা সম্ভব না হলে সেখানে তালাবদ্ধ করে মালিক বা প্রতিনিধির জিম্মায় রেখে আসতে পারবেন।

৪৮ক। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ।— এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), অতঃপর Code of Criminal Procedure বলিয়া উল্লিখিত এর Section 36-এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার উপর Code of Criminal Procedure এর Schedule III তে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

৪৮ক। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ।— সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব ভ্যাট কর্মকর্তার ওপর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে। এই ধারার বিধান অনুসারে ভ্যাট বিভাগের সকল সহকারী কমিশনার ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার ওপর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

৪৯। খেফতারের ক্ষমতা।— বোর্ডের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে খেফতার করিতে পারিবেন যে ব্যক্তি এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

৪৯। খেফতারের ক্ষমতা।— যে ব্যক্তি ভ্যাট আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করেছে বলে ভ্যাট অফিসার মনে করেন এমন যে কোন ব্যক্তিকে ভ্যাট অফিসার খেফতার করতে পারবেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত ভ্যাট সংক্রান্ত কোন অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে খেফতার করা হয়নি। ধারা ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ খেফতার সংক্রান্ত। তাই, এই ধারাগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো না।

৫০। যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে না।— Code of Criminal Procedure-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩৭ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে অপরাধীকে উক্ত Code এর আওতায় বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে না।

৫০। যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে না।— ভ্যাট আইনের ধারা-৩৭ এ বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রেফতার করতে হলে ওয়ারেন্ট থাকতে হবে। ওয়ারেন্ট ছাড়া কোন গ্রেফতার করা যাবে না।

৫১। তলমশী ও গ্রেফতার পদ্ধতি।— এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন যে কোন তলমশী বা গ্রেফতার Code of Criminal Procedure-এর বিধানাবলী অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

৫১। তলমশী ও গ্রেফতার পদ্ধতি।— ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী তলমশী ও গ্রেফতার পদ্ধতি পরিচালনা করতে হবে।

৫২। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা।— এই আইনের অধীন গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে নিকটতম এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যিনি উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট প্রেরণ করার জন্য কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর এর নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যদি যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে এইরূপ কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা না থাকেন তাহা হইলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫২। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা।— নিকটতম ভ্যাট অফিসারের নিকট অথবা নিকটতম স্থানে কোন ভ্যাট অফিসার না থাকলে নিকটতম থানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে হবে।

৫৩। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুসরণীয় পদ্ধতি।— ধারা ৫২ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয় তিনি তাহাকে এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট হাজির হওয়ার জন্য জামিন দান করিবেন অথবা জামিন নামঞ্জুর করা হইলে তাহাকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট-এর হেফাজতে প্রেরণ করিবেন।

৫৩। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুসরণীয় পদ্ধতি।— তিনি তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য জামিন দেবেন অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রেরণ করবেন।

৫৪। ধারা ৫২ এর অধীন প্রেরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত পদ্ধতি।— (১) ধারা ৫২ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইলে উক্ত কর্মকর্তা তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত শুরু করিবেন।

(২) এই উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা, কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতারযোগ্য কোন অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure-এর অধীন যে

ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং যে বিধানসমূহের আওতায় থাকেন সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং সেই একই বিধানসমূহের আওতাধীন থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) যদি মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে বা সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি তাহাকে এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য জামিন মঞ্জুর করিবেন অথবা উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে প্রেরণ করিবেন;
- (খ) যদি মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য নাই বা সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই তাহা হইলে তিনি তাহার নির্দেশ মোতাবেক জামানত সহকারে বা জামানত ব্যতীত একটি মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে, এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট যদি তলব করেন, এবং যখন তলব করেন তখন, তাহার সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিবেন এবং উক্ত মামলার পূর্ণ বিবরণী সম্বলিত একটি প্রতিবেদন তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

৫৪। ধারা ৫২ এর অধীন প্রেরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত পদ্ধতি।— ভ্যাট অফিসার তদন্ত করবেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য জামিন দিতে পারবেন অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রেরণ করবেন। তিনি জামানত ছাড়া বা জামানত ব্যতীত মুচলেকা নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার শর্তে উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারবেন। এবং তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করবেন।

৫৫। অনাদায়ী ও কম পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য শুল্ক ও কর আদায়।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা টার্নওভার কর এর আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তির যোগ্য ব্যক্তি, তদকর্তৃক ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত এক বা একাধিক কার্যক্রম গ্রহণের কারণে অথবা ভুলবশত: বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে, সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার উপর প্রদেয়—

- (ক) মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ধার্য বা পরিশোধ করা হয় নাই,
- (খ) একই কারণে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ফেরত প্রদান করা হইয়াছে,
- (গ) ধারা ১৩ এর অধীন মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক, অন্যান্য শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত) প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে,
- (ঘ) বাংলাদেশে সরবরাহকৃত কোন পণ্য বা সেবার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের বিপরীতে সমন্বয় করা হইয়াছে,

সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার উপর যে তারিখে উক্ত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হইয়াছিল বা প্রত্যর্পণ বা ফেরত প্রদান বা সমন্বয় করা হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে পাঁচ (৫) বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নোটিশ দ্বারা, নোটিশে উল্লিখিত শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর দাবি করিয়া, উহাতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিবেন।

(২) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে কোন মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, কোন কারণবশতঃ পরিশোধ করা না হইয়া থাকিলে বা ভুলবশতঃ কম পরিশোধিত হইয়া থাকিলে বা ফেরত প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উহা Customs Act-এর Section 32 এবং section 83A-তে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী আদায় করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন শুল্ক ও কর প্রদানের জন্য যেই ব্যক্তির নিকট হইতে দাবী করা হয় সেই ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারার অধীন কারণ দর্শানো নোটিশে উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে লিখিতভাবে উক্ত দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহাকে শুনানীর সুযোগদান করিতে হইবে; অতঃপর উক্ত ব্যক্তির উত্থাপিত আপত্তি বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা উক্ত আপত্তি দাখিলের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে বা কোন আপত্তি দাখিল করা না হইলে উক্ত উপ-ধারার অধীন নোটিশ জারীর তারিখের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নোটিশে দাবীকৃত শুল্ক ও করের পরিমাণ, প্রয়োজনবোধে, পুনঃনির্ধারণক্রমে চূড়ান্ত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি নোটিশে দাবীকৃত বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্ধারিত শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ অধীন শুল্ক ও কর প্রদানের জন্য যেই ব্যক্তির নিকট হইতে দাবী করা হয়, সেই ব্যক্তি লিখিতভাবে উক্ত দাবীকৃত অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে কমিশনার তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও কিস্তিতে উক্ত দাবীকৃত শুল্ক ও কর পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কিস্তি প্রদানের সময়সীমা ছয় মাসের অতিরিক্ত হইবে না।

৫৫। অনাদায়ী ও কম পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য শুল্ক ও কর আদায়।—
ধারা ৫৫ এবং ধারা ৫৬ এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে যা এখানে আলোচনা করা দরকার। এ দুটি ধারা মূল্য সংযোজন কর আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের মধ্যে অন্যতম। ধারা ৫৬ হলো সরকারের বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপ সংক্রান্ত। ভ্যাট আইনের আওতায় ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর, অর্থদণ্ড, জরিমানা ইত্যাদি অনেক সময় বকেয়া হয়ে যায়। এভাবে বর্তমানে প্রচুর বকেয়া রয়েছে। এসকল বকেয়া আদায় করা প্রয়োজন। বকেয়া কিভাবে আদায় করা হবে তার পদক্ষেপসমূহ ধারা ৫৬-তে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য, বকেয়া তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন আইনের সকল পদক্ষেপ শেষ করা হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে। তিনি স্বাভাবিক নিয়মে আপীল করতে পারেন। আপীল সংক্রান্ত বিধি-বিধান ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যদি আপীল করেন আর আপীলে যদি তিনি হেরে যান, তাহলে তার দায়িত্ব উক্ত অর্থদণ্ড পরিশোধ করে দেয়া। কারণ, উক্ত অর্থদণ্ড এখন প্রতিষ্ঠিত বকেয়া হয়ে গেছে। আর উক্ত ব্যক্তি যদি আপীল না করেন, তাহলে তখনই উক্ত অর্থদণ্ড বকেয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কারণ, তিনি আপীল করেননি। তিনি উহা মেনে নিয়েছেন। এভাবে ভ্যাট আইনের আওতায় কোন প্রতিষ্ঠিত বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপসমূহ ধারা ৫৬-তে বর্ণিত আছে। অপরপক্ষে, ধারা ৫৫ হলো বকেয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বের কার্যক্রম। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। তার কাছ থেকে দলিলপত্র জব্দ করা হয়েছে। বা তার পণ্য আটক করা হয়েছে। তাকে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা হয়েছে। তিনি জবাব দিয়েছেন। তাকে শুনানীতে ডাকা হয়েছে। উক্ত ফাঁকি দিয়েছে বলে বিশ্বাস করা অর্থ তিনি ফাঁকি দিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এসকল কার্যক্রম ধারা ৫৫ এর আওতায় গ্রহণ করতে হয়। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা ধারা ৫৫ এর কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

(১) কারো কাছে কোনো রাজস্ব পাওনা থাকলে ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে দাবিনামা/কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে হবে। এই উপ-ধারায় বলা আছে যে, কি কি কারণে কোন ব্যক্তির নিকট সরকারের ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর ইত্যাদি অপরিশোধিত থাকতে পারে। ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এ

যেসকল অপরাধের বিষয় বর্ণিত আছে যদি সেসকল অপরাধ সংঘটিত হয় তাহলে রাজস্ব ফাঁকি হতে পারে। অথবা ভুলবশত: বা ভুল ব্যাখ্যার কারণেও রাজস্ব অপরিশোধিত থাকতে পারে। নিম্নবর্ণিতভাবে রাজস্ব অপরিশোধিত থাকতে পারে:

- (ক) রাজস্ব ধার্য করাও হয়নি এবং পরিশোধ করাও হয়নি;
- (খ) কোন কারণে রাজস্ব ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু আসলে ফেরৎ তার পাওনা ছিল না;
- (গ) কোন কারণে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে যা তার পাওনা ছিল না;
- (ঘ) অনেক সময় ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক সমন্বয় করা হয়। রপ্তানির পর সমন্বয় করা হয়। উৎসে কর্তিত অর্থ সমন্বয় করা হয়। যদি এমন হয় যে, সমন্বয় তার পাওনা ছিল না কিন্তু সমন্বয় করা হয়েছে;

তাহলে যে তারিখে রাজস্ব পরিশোধ করার দায়িত্ব ছিল বা যে তারিখে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে বা যে তারিখে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে বা যে তারিখে সমন্বয় করা হয়েছে সে তারিখ থেকে ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে উক্ত অর্থ দাবি করে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করতে হবে। এই কারণ দর্শাও নোটিশ জারির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে। এখন প্রশ্ন আসে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলতে কোন কর্মকর্তাকে বুঝায়? এখানে একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা দরকার। তা হলো ধারা ৫৫ এর সাথে ধারা ৩৭ নিবীড়ভাবে সম্পর্কিত। ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাটি বিচার করেন ধারা ৪০ এ বর্ণিত আর্থিক মূল্য অনুসারে উক্ত মামলাটি যে কর্মকর্তার আর্থিক মূল্যসীমার মধ্যে পড়ে সেই কর্মকর্তা। হতে পারে যে, উক্ত মামলাটি অতিরিক্ত কমিশনার-এর বিচার ক্ষমতাত্ত্বিক। অতিরিক্ত কমিশনার উক্ত মামলার বিচার করবেন। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাহলে ধারা ৩৭-এ যে পরিমাণ অর্থদণ্ডের বিধান আছে তা তিনি আরোপ করবেন। কিন্তু উক্ত অপরাধের ফলে যে ভ্যাট বা সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি হয়েছে তা আদায়ের জন্য তিনি কোন আদেশ দিবেন না। উক্ত ফাঁকিকৃত রাজস্ব ধারা ৫৫ এর অধীন আদায় করতে হবে। আদায়ের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করতে হবে। এই কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করবেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলতে আমার মতে সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা। এখানে আরো প্রশ্ন আসে যে, ধারা ৩৭ এর অধীন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ধারা ৫৫ অনুযায়ী ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায়ের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা যাবে কি-না। কারণ ধারা ৩৭ এর কার্যক্রম সম্পন্ন না হলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে, রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে। এ বিষয়ে আমার অভিমত হলো, ধারা ৩৭ এর কার্যক্রম হলেই ধারা ৫৫ অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে রাখতে হবে। তা না হলে ৫ (পাঁচ) বছর সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। তবে, ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এ ১২০ দিনের মধ্যে দাবিনামা চূড়ান্ত করার বিধান আছে। এই সময়ের মধ্যে যদি ধারা ৩৭ এর কার্যক্রম সম্পন্ন না হয়, তাহলে ১২০ দিনের মধ্যে ধারা ৫৫ এর অধীন দাবিনামা চূড়ান্ত করা যাবে না। তাই, এখানে এ বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট করা দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করবেন। কারণ দর্শাও নোটিশে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দিতে হবে যে সময়সীমার মধ্যে উক্ত রাজস্ব পরিশোধ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে এখানে বিধান ছিল যে, কতিপয় পরিস্থিতিতে ৫ বছর পরও যেকোন সময় কারণ দর্শাও নোটিশ ও দাবিনামা জারি করা যাবে। সে পরিস্থিতিগুলো হলো যদি কেউ রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে তথ্য গোপন করেন, তথ্য বিকৃত করেন, বা মিথ্যা তথ্যসহ চালানপত্র ইস্যু করেন বা রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন বা চলতি হিসাবে উল্লেখ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি উদ্দেশ্যমূলক অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাহলে ৫ বছর সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কারণ দর্শাও নোটিশ ও দাবিনামা জারির বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে উক্ত বিধান বাতিল করা হয়েছে। উক্ত আইনের মাধ্যমে ধারা ৩৭ এবং ধারা ৫৫-তে সংশোধন ও সংযোজন

করা হয়েছে। ধারা ৩৭ এবং ধারা ৫৫ এর কার্যক্রম আলাদাভাবে নিতে হবে তা ইতোপূর্বে আইনের বিধানে পরিষ্কার ছিল না - তা এবারে পরিষ্কার করা হয়েছে।

(২) আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আইনের অধীন কোন রাজস্ব অপরিশোধিত থাকলে তা কাস্টমস আইনের বিধান অনুসারে আদায় করা হবে।

(৩) কারণ দর্শাও নোটিশ জারির পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব প্রদান করতে হবে। জবাব প্রদানের পর তার শুনানী গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর আপত্তি দাখিলের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে দাবিনামাটি চূড়ান্ত করতে হবে। এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিবেচনায় দাবির পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, ধারা ৩৭ এর কার্যক্রম অনুসারে অপরাধ প্রমাণিত হলে দাবিনামা সংশোধনের অবকাশ থাকবে না। আর যদি কারণ দর্শাও নোটিশের বিপরীতে লিখিত জবাব পাওয়া না যায় তাহলে কারণ দর্শাও নোটিশ জারির তারিখের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে দাবিনামা চূড়ান্ত করতে হবে। চূড়ান্ত দাবিনামা অনুসারে শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য থাকবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিতভাবে ইচ্ছা ব্যক্ত করলে দাবিকৃত অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের জন্য কমিশনার আদেশ দিতে পারবেন। আদেশে কমিশনার কিস্তিতে পরিশোধের শর্ত নির্ধারণ করে দেবেন। তবে, কিস্তিতে পরিশোধের জন্য ৬ (ছয়) মাসের বেশি সময় দেয়া যাবে না। ৬ মাসের মধ্যে একাধিক কিস্তিতে উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য কমিশনার আদেশ দিতে পারবেন।

৫৬। সরকারের পাওনা আদায়।— (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার্যকৃত কোন মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক কিংবা আরোপিত কোন অর্থদণ্ড কিংবা এই আইনের বা কোন বিধির অধীন সম্পাদিত কোন মুচলেকা বা অন্য কোন দলিলের অধীনে দাবীকৃত কোন অর্থ প্রাপ্য থাকে সেক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—

- (ক) উক্ত অর্থ, যে ব্যক্তির নিকট হইতে উহা আদায়যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির কোন অর্থ উক্ত কর্মকর্তা বা যে কোন আয়কর, শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর বা আবগারী কর্মকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্য হইলে এবং উহা সেই কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে, তাহা হইতে কর্তন করিবেন;
- (খ) উক্ত অর্থ, যে ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির পক্ষে বা তাহার হিসাবে কোন অর্থ যে ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে বা পরবর্তীকালে থাকিতে পারে সেই ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ দ্বারা, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ, নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করার বা ক্ষেত্রমত উক্ত অর্থ যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য সেই ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;
- (খখ) যদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দফা (খ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণের বেতন ভাতাদি উক্ত দফার অধীন নোটিশে উল্লিখিত অর্থ উপ-ধারা (৪) এর অধীনে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যাংক এর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;
- (গ) উক্ত অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির ব্যবসায় অঙ্গন হইতে কোন পণ্যের অপসারণ বা সেবা প্রদান বন্ধ বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যানবাহন (পণ্যসহ বা ব্যতিরেকে) আটক করিতে পারিবেন;

- (ঘ) উক্ত অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন;
- (ঘঘ) দফা (গ) বা (ঘ) অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ থাকা অবস্থায় কোন পণ্য পঁচনশীল বা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইলে, নিবন্ধিত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এরূপ যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;
- (ঙ) উক্ত অর্থ যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য সেই ব্যক্তির যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় অথবা বিনা ক্রোকে বিক্রয় করিতে পারিবেন;
- (চ) উক্ত অর্থ যে ব্যক্তির নিকট পাওনা রহিয়াছে তাহার মালিকানাধীন কোন পণ্য কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা শুদ্ধ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে উহা আটক ও বিক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ আদায় করিত পারিবেনঃ
- (ছ) উক্ত অর্থ যদি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা যে ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

(১ক) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বা উক্তরূপ পাওনার আইনানুগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধনপত্রের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, অন্য কোন শুদ্ধ স্টেশন অথবা শুদ্ধাধীন পণ্যগারে রক্ষিত সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন পণ্যের খালাস কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ৪ এই উপ-ধারায় “নিবন্ধনপত্রের কার্যকারিতা স্থগিত” অর্থে কম্পিউটারাইজড বিল অব এন্ট্রি প্রসেসিং সিস্টেম মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর (BIN) বন্ধ (Lock) করিয়া রাখাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) যদি উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অর্থ উপ-ধারা (১) এ ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে আদায় করা না যায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তাহার স্বাক্ষরে একটি সার্টিফিকেট প্রস্তুত করিয়া উহা এমন কোন জেলা কালেক্টর এর নিকট প্রেরণ করিবেন যাহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি বসবাস করেন বা তাহার কোন সম্পত্তি রহিয়াছে বা তিনি কোন ব্যবসায় পরিচালনা করেন; এবং উক্ত কালেক্টর, উক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর উহাতে উল্লিখিত অর্থ সরকারী পাওনা বা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায় করার কার্যক্রম শুরু করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এর অধীনে এজিয়ার- সম্পন্ন জেলা কালেক্টরের নিকট সার্টিফিকেট প্রেরণ করার পর যে কোন সময় উহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করিতে বা উহাতে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে বা উহা বাতিলপূর্বক নূতন সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোন সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর কর্তৃক উহাতে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম শুরু করা হইয়াছে বা উক্ত অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিক আদায় করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটটি প্রত্যাহার করা হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোন নোটিশ প্রাপ্তির পর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অর্থ উক্ত

ব্যক্তি বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া রাজস্ব পাওনা বলিয়া গণ্য হইবে এবং বকেয়া রাজস্ব হিসাবে উহা আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যে কোন সময় উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ সংশোধন বা উহা পরিশোধের সময় বৃদ্ধি বা ইস্যুকৃত নোটিশ সংশোধন বা তাহা বাতিল করিতে বা উক্ত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৬। সরকারের পাওনা আদায়।— ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ধারা ৫৬ হলো ভ্যাট আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপসূহ। (১) বকেয়া আদায়ের জন্য সহকারী কমিশনার এর নিম্নে নন এমন পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারবেন।

(ক) যার কাছে বকেয়া পাওনা আছে তার কোনো অর্থ যদি কোনো আয়কর কর্মকর্তা, কোনো মূসক কর্মকর্তা, কোন কাস্টমস কর্মকর্তা বা কোনো আবগারী কর্মকর্তার নিকট থাকে; তবে উক্ত অর্থ হতে বকেয়ার অর্থ কর্তন করে নেয়া যাবে।

(খ) যার কাছে বকেয়া পাওনা রয়েছে তার কোনো অর্থ যদি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে থাকে; তাহলে যার কাছে অর্থ রয়েছে তাকে সহকারী কমিশনার নোটিশ দিবেন এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ থেকে বকেয়ার অর্থ পরিশোধ করতে নির্দেশ দেবেন। যদি জানা যায় যে, খেলাপী করদাতার কোন অর্থ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট পরবর্তীতে থাকতে পারে, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে বকেয়া পরিমাণ অর্থ কর্তন করে দেয়ার নির্দেশ দেবেন। যার কাছে বকেয়া পাওনা রয়েছে যদি তার কোনো ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে উক্ত এ্যাকাউন্ট অপরিচালনাযোগ্য (Freeze) করার জন্য সহকারী কমিশনার ব্যাংকে নির্দেশ দিতে পারবেন। উক্ত ব্যক্তি যদি বকেয়া পরিশোধ না করে, তাহলে ব্যাংকের স্থিতি থেকে বকেয়ার অর্থ কর্তন করে নেয়া যাবে।

(খখ) উপরের নির্দেশ যদি কোনো ব্যাংক কর্মকর্তা পালন না করেন; তাহলে উক্ত বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাংক কর্মকর্তার বা কর্মকর্তাগণের বেতন-ভাতাদি বন্ধ রাখার জন্য সহকারী কমিশনার উক্ত ব্যাংক-এর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারবেন। উল্খ্য, এই ধারার উপ-ধারা (৪) এ উল্খ্য আছে যে, এরূপক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-এর নিকট থেকে উক্ত বকেয়া আদায় করতে হবে।

(গ) যার কাছে বকেয়া প্রাপ্য তার ব্যবসায় অঙ্গন থেকে পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদান বন্ধ করে দেয়া যাবে এবং তার যানবাহন ও/বা পণ্য আটক করা যাবে।

(ঘ) যার কাছে বকেয়া প্রাপ্য তার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করে রাখা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত বকেয়া অর্থ আদায় করা হয়।

(ঘঘ) যদি কোন পণ্য আটক করা হয় আর আটককৃত পণ্য পচনশীল হয়, তাহলে উক্ত পণ্য প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করে দেয়া যাবে।

(ঙ) যার কাছে বকেয়া প্রাপ্য তার কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে বা বিনা ক্রোকে বিক্রি করে দেয়া যাবে।

(চ) যার কাছে বকেয়া পাওনা আছে তার কোনো পণ্য যদি কোনো মূসক কর্মকর্তা বা কাস্টমস কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে; তাহলে উক্ত পণ্য বিক্রি করে বকেয়া আদায় করা যাবে।

(ছ) উক্ত বকেয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি যদি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে; তাহলে যার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে তার নিকট থেকে উক্ত বকেয়া আদায় করা যাবে।

(১ক) যার কাছে বকেয়া পাওনা রয়েছে তার মূসক নিবন্ধন পত্রের কার্যকারিতা স্থগিত করে দেয়া যাবে এবং তার আমদানিকৃত পণ্য খালাস না দেয়ার জন্য সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, গুপ্ত স্টেশন বা

শুধুমাত্র পণ্যাগার থেকে পণ্য খালাস বন্ধ করে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে প্রচুর বকেয়া আদায় হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের বকেয়া থাকলে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান আমদানিকারক হয়ে থাকে তাহলে ধারা ৫৬ অনুসারে আমদানি স্টেশনসমূহে তার BIN Lock করে দেয়ার জন্য পত্র দিলে তার আমদানি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তখন সহজে তিনি বকেয়া পরিশোধ করে দেন।

(২) উক্ত বকেয়া আদায় করার জন্য Public Demands Recovery Act, 1913 এর আওতায় সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা যাবে। Public Demands Recovery Act, 1913 হলো সরকারের সকল প্রকার বকেয়া আদায়ের জন্য আইন। সরকারের নানাবিধ বকেয়া জনগণের কাছে পাওনা থাকে। সরকারী বিভিন্ন পরিসেবা যেমন: পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদির বিল বকেয়া থাকে। ভূমি রাজস্ব বকেয়া থাকে। শুল্ক, কর, জরিমানা, অর্থদণ্ড ইত্যাদি বকেয়া থাকে। আরো নানাবিধ বকেয়া থাকে। সরকারের সকল বকেয়া আদায়ের জন্য উক্ত আইন অনুসারে প্রতি জেলায় একজন জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) নিয়োগ করা আছে। তিনি সাধারণত: জেলা প্রশাসকের দপ্তরে বসেন। ভ্যাট আইনের আওতায় কোন বকেয়া থাকলে তা আদায়ের জন্য জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের কাছে উক্ত আইনের আওতায় সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা যায়। তবে, এখানে একটি অসুবিধা হলো যে, জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায় করেন। অর্থাৎ উক্ত বকেয়া তিনি আদায় করলে তা ভ্যাট খাতের রাজস্ব আদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বরং ভূমি রাজস্ব আদায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৩) সহকারী কমিশনার সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার পর যে কোনো সময় উহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করতে পারবেন। উক্ত মামলার কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। বা পূর্বে প্রেরিত সার্টিফিকেট বাতিল করে নতুন করে পুনরায় সার্টিফিকেট প্রেরণ করতে পারবেন। তবে, পূর্বে প্রেরিত সার্টিফিকেট অনুসারে যদি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে তা বহাল থাকবে।

(৪) ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ)-তে বলা আছে যে, অন্য কোন ব্যক্তির কাছে যদি খেলাপী করদাতার কোন অর্থ থাকে বা ভবিষ্যতে থাকতে পারে তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে পত্র দিতে হবে বকেয়া পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে দেয়ার জন্য। অথবা খেলাপী করদাতার যদি কোন ব্যাংকে অর্থ জমা থাকে তাহলে উক্ত ব্যাংকে পত্র দিতে হবে বকেয়া পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে দেয়ার জন্য। উক্ত ব্যক্তি বা ব্যাংক যদি এরূপ নির্দেশ পালন না করে, তাহলে উক্ত বকেয়া উক্তরূপ নির্দেশিত ব্যক্তি বা ব্যাংক-এর নিকট থেকে বকেয়া হিসেবে আদায় করা যাবে।

(৫) সহকারী কমিশনার দাবিকৃত পূর্বের উপ-ধারায় বর্ণিত অর্থের পরিমাণ সংশোধন করতে পারবেন; পরিশোধ করার সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন; নোটিশ সংশোধন বা বাতিল করতে পারবেন; বা অর্থ আদায়ের কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারবেন।

৫৭। আদেশ, সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি জারি।— এই আইনের অধীন কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত কিংবা কোন সমন বা নোটিশ জারী করা হইবে—

(ক) আদেশ, সিদ্ধান্ত, সমন বা নোটিশটি যাহার জন্য অভিপ্রেত তাহাকে বা তাহার এজেন্টকে প্রদান করিয়া বা উহা তাহার বা তাহার এজেন্ট-এর নিকট প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া; অথবা

(খ) যদি আদেশ, সিদ্ধান্ত বা নোটিশটি দফা (ক) তে ব্যবস্থিত কোন পদ্ধতিতে জারী করা না যায় তাহা হইলে উহা স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে আঁটিয়া দিয়া।

৫৭। আদেশ, সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি জারি।— কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত কখন জারি হয় তা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো আদেশ জারি হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে আপীল করা যায়। তাই, আদেশ জারির তারিখ সুনির্দিষ্ট হতে হয়। নিম্নে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে আদেশ বা সিদ্ধান্ত জারি করা যায়:

প্রথমত: আদেশ, বা সিদ্ধান্ত বা নোটিশটি যার জন্য প্রযোজ্য তাকে বা তার এজেন্টকে প্রদান করতে হবে। তিনি লিখিতভাবে বুঝে নেবেন।

দ্বিতীয়ত: প্রথমোক্তভাবে যদি জারি করা না যায়, তাহলে আদেশ বা সিদ্ধান্ত বা নোটিশটি যার জন্য প্রযোজ্য তার বা তার এজেন্টের ঠিকানায় প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে পাঠাতে হবে। যদি উহা ফেরৎ না আসে তাহলে বুঝতে হবে যে, জারি সম্পন্ন হয়েছে।

তৃতীয়ত: উপরের দুটি পদ্ধতিতে যদি আদেশ, সিদ্ধান্ত বা নোটিশটি জারি করা সম্ভব না হয়; তাহলে ভ্যাট সার্কেল অফিসের নোটিশ বোর্ডে উহা টানিয়ে দিতে হবে। তাহলেই উহা জারি হয়েছে বলে গণ্য হবে। কারণ, নিবন্ধিত ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধি তার ভ্যাট সার্কেল অফিসে আসা-যাওয়া করেন বলে কাম্য। ভ্যাট সার্কেল অফিসেই মূলত: ভ্যাট সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের আসতে হয়।

৫৮। প্রমাণিত অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের জন্য ব্যতীত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।— কোন পণ্যের মালিক, কোন পণ্য মূল্য সংযোজন কর বিভাগের কোন পণ্যগুদামে অথবা শুল্ক এলাকায় অথবা ঘাটে বা অবতরণ স্থানে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকাকালে বা বৈধভাবে আটক থাকাকালে উহার কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট হইলে তদুপস্থিত উক্ত পণ্যের মালিক কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হইতে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে উক্ত কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা কোন স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের ফলে উক্ত ক্ষতি বা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে।

৫৮। প্রমাণিত অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের জন্য ব্যতীত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।— কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় যদি কোনো পণ্যের ক্ষতিসাধন হয়; তাহলে উক্ত কর্মকর্তাকে দায়ী করা যাবে না। তবে, যদি প্রমাণ করা যায় যে, উক্ত কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা কোনো স্বেচ্ছাচারমূলক কাজের ফলে উক্ত পণ্যের ক্ষতিসাধন হয়েছে; তাহলে উক্ত কর্মকর্তাকে দায়ী করা যাবে। সাধারণত: এরূপ দায়ী করার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। পণ্য গুদামে রক্ষিত থাকলে স্বাভাবিকভাবে কিছু ক্ষতিসাধন হতে পারে। সেজন্য কেউ কখনও এরূপ প্রমাণ করার চেষ্টা করে না যে, কোন ভ্যাট অফিসারের ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারমূলক কাজের জন্য উক্ত পণ্যের ক্ষতিসাধন হয়েছে।

৫৯। মালিকানা হস্তান্তর।— কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা মালিকানা, উক্ত ব্যবসায় পরিচালনায় এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, বা অন্যবিধ পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা পর্যন্ত, হস্তান্তর করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা মালিকানা ক্রয়কারী ব্যক্তি প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বা অন্যবিধ পাওনা

পরিশোধ করা বিষয়ে কোন তফসিলী ব্যাংকের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিলে যথোপযুক্ত বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কমিশনার তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উহা হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৯। মালিকানা হস্তান্তর।— কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তর করতে হলে; যদি প্রতিষ্ঠানটির বিপরীতে ভ্যাট আইনের আওতায় কোনো বকেয়া থাকে তাহলে উক্ত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে হবে। বকেয়া পরিশোধ না করে মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে না। তবে, প্রতিষ্ঠানটি ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি তফসিলি ব্যাংকের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করে; তাহলে কমিশনার নির্ধারিত শর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের অনুমতি দিতে পারবেন। শর্তে উক্ত বকেয়া তিনি কিভাবে পরিশোধ করবেন তা উল্লেখ থাকতে হবে। নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক বকেয়া পরিশোধিত হলে ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরৎ দিতে হবে। পরিশোধিত না হলে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করে বকেয়া আদায় করা হবে।

৬০। মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ।— সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, Customs Act বা Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944) এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার যে কোন বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

৬০। মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ।— কাস্টমস আইন ও আবগারি আইনের বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে ভ্যাট আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। কাস্টমস আইন ১৯৬৯ সনে প্রণীত। আবগারী ও লবন আইন ১৯৪৪ সনে প্রণীত। উক্ত আইনসমূহের অধীনে অনেক পদ্ধতিগত বিষয়ে বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। কিন্তু ভ্যাট আইন অপেক্ষাকৃত নতুন হওয়ায় ভ্যাট আইনের অধীনে এখনও পদ্ধতিগত বিষয়ে বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রণীত হয়নি। তাই, এই ধারায় এরূপ বিধান করা হয়েছে। যেমন: নিলাম সংক্রান্ত বিষয়ে কাস্টমস আইনের আওতায় বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রণীত আছে। উক্ত বিধি-বিধান অনুসারে ভ্যাট আইনের আওতায় নিলাম কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

৬১। আদালতের এখতিয়ার বারিত।— এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, অথবা কোন মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নিরূপণ, ধার্যকরণ বা আদায়করণ বাতিল বা পরিবর্তন করার জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৬১। আদালতের এখতিয়ার বারিত।— মূল্য সংযোজন কর আইনের কোনো বিষয়ে কোনো দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না। কমিশনার (আপীল); আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং সুপ্রীম কোর্টে ধারাবাহিকভাবে আপীল করা যাবে। ভ্যাট আইনের আওতায় অপরাধের জন্য প্রথমত: বিভাগীয় বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ধারা ৪০ এ উহা আলোচিত হয়েছে। উক্তরূপ বিচারে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করতে হবে তা ধারা ৪২ এ বর্ণিত হয়েছে। সম্প্রতি ভ্যাট আইনের আওতায় বিচারের আর একটি ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে। তা হলো বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি। ধারা ৪১ক থেকে ধারা ৪১ট-তে উহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর বাইরে যে সকল আদালত রয়েছে, সে সকল আদালতে যেমন: নিম্ন আদালতে ভ্যাট সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন বিচার প্রার্থনা করা যাবে না। ভ্যাট আইন একটি টেকনিক্যাল আইন এবং সরকারের রাজস্ব আহরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। তাই, এই আইনে বিচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাস্টমস আইন এবং আয়কর আইনেও এরূপ বিচারের বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে।

৬২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।— এই আইন বা কোন বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার বা উহার কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

৬২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।— সরল বিশ্বাসে এই আইনের অধীনে কাজ করলে কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তাহলে উক্ত কাজ সম্পাদনকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না। অবশ্য কাজটি সরল বিশ্বাসে সম্পাদন করা হয়েছে না-কি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদন করা হয়েছে তা প্রমাণ করা কঠিন হয়।

৬২ক। তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষণ।— নিম্নবর্ণিত সকল বিবরণ এবং তথ্যাদি গোপনীয় থাকিবে, যথাঃ

- (ক) এই আইনের অধীনে গৃহীত যে কোন বিবৃতি, দাখিলপত্র, বা ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য ও দলিলাদি এবং ধারা ২৬ অনুযায়ী আটককৃত যে কোন দলিলাদি এবং ধারা ৩১ অনুযায়ী নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক সংরক্ষিত পুস্তক ও নথিপত্র বা তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত যে কোন বাণিজ্যিক দলিলাদি;
- (খ) এই আইনের অধীনে গৃহীত কোন সাক্ষ্য বা এফিডেভিট বা জবানবন্দী;
- (গ) এই আইনের অধীনে দাবি আদায় সংক্রান্ত যে কোন দলিলাদি।

৬২ক। তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষণ।— মূল্য সংযোজন কর দপ্তরে অনেক গোপনীয় তথ্য থাকে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এ সকল তথ্য জানাজানি হওয়া অনেক সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর। তাই, যে কোনো বিবৃতি, দাখিলপত্র, পুস্তক, নথিপত্র, দলিলাদি, তথ্য, বাণিজ্যিক দলিল, সাক্ষ্য, এফিডেভিট, জবানবন্দী ইত্যাদি গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করা ভ্যাট অফিসের দায়িত্ব। ইতোপূর্বে আইনে এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অর্থ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে ভ্যাট আইনে এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬৩। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি।— এই আইনের অধীন নিবন্ধিত মৃত ব্যক্তির করদায়িত্ব তাহার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক তাহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর অগ্রগণ্য দায় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬৩। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি।— কোনো ব্যক্তির নিকট যদি বকেয়া থাকে, আর সে ব্যক্তি যদি মারা যায়; তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ তার যে সম্পত্তি পাবে উক্ত সম্পত্তি থেকে উক্ত বকেয়া ভ্যাট অগ্রগণ্য দায় হিসেবে আদায় করা যাবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমত: ভ্যাট আইনের আওতায় বকেয়া আদায় করা হবে। তারপর উক্ত সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে তা উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে আইন অনুযায়ী বন্টিত হবে।

৬৪। দেউলিয়া ব্যক্তির দায়।— (১) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হন তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার করদায়িতা দেউলিয়াত্বের অধীন সম্পত্তির উপর বর্তাইবে, যদি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যবসায় অব্যাহত থাকে।

(২) যদি করদায়িতা কোন সম্পত্তি দেউলিয়াত্বের অধীনে যাওয়ার পর উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসায় পরিচালনাকালে উদ্ভূত হয় তাহা হইলে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসায় পরিচালনা বাবদ চলতি খরচ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অন্যান্য পাওনাদারের দাবী মিটানোর পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।

৬৪। দেউলিয়া ব্যক্তির দায়।— (১) যদি কেউ দেউলিয়া হয়ে যায়; আর তার কাছে যদি কোনো বকেয়া পাওনা থাকে; তাহলে দেউলিয়াত্বের অধীন সম্পত্তি থেকে উক্ত বকেয়া আদায়যোগ্য হবে। যদি প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পূর্বে বকেয়ার উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে দেউলিয়া আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠানটি বিক্রি করে বকেয়া আদায় করতে হবে।

(২) যদি প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর বকেয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এই বকেয়া প্রতিষ্ঠানটির চলতি খরচ হিসেবে অন্যান্য পাওনাদারের দাবী মেটানোর আগে পরিশোধ করতে হবে। দেউলিয়া আইনে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রি করে অন্যান্য পাওনাদারদের দাবী পরিশোধ করতে হবে।

৬৫। অসুবিধা দূরীকরণ।— এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৫। অসুবিধা দূরীকরণ।— এই আইন কার্যকর করার জন্যে প্রয়োজনে সরকার আদেশ, নির্দেশ জারি করতে পারবে। বিধি ৩৮ এ বলা আছে যে, বোর্ড বা কমিশনার বা মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি জারি করতে পারবে। আইনে সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে না। আবার, বাস্তবক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়। এসব বিষয় সমাধা করার জন্যে আইনে এবং বিধিতে এরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬৬। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কতিপয় পণ্য খালাস এবং কতিপয় পণ্যের মূল্য সংযোজন কর প্রত্যর্পণের ক্ষমতা।— বোর্ড যেরূপ শর্ত, সীমা বা বিধিনিষেধ আরোপকরণ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ শর্ত, সীমা ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত সাধারণ ক্ষেত্রসমূহে বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে Customs Act এর Section 21- এর বিধান মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে কতিপয় পণ্য খালাস করার অথবা কতিপয় পণ্যের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যর্পণের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৬৬। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কতিপয় পণ্য খালাস এবং কতিপয় পণ্যের মূল্য সংযোজন কর প্রত্যর্পণের ক্ষমতা।— মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত কোনো পণ্য খালাস দেয়ার জন্য বোর্ড আদেশ দিতে পারবে। কাস্টমস আইনের ধারা ২১ এ এরূপ বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুসারে কোন পণ্য যদি আমদানির পর রপ্তানি করা হয়, তাহলে শুল্ক-করাদি পরিশোধ ব্যতীত খালাস দেয়া যায়। আবার, যদি কোন পণ্য শুল্ক-করাদি পরিশোধ করে আমদানি করা হয় এবং

পরবর্তীতে রপ্তানি করা হয়, তাহলে আমদানির সময় প্রদত্ত শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণ দেয়ার জন্য বোর্ড ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

৬৭। ফেরত প্রদান (Refund)।— (১) অসাবধানতাবশতঃ, ভুলবশতঃ বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে বা অন্য কোন কারণে পরিশোধিত বা অধিক পরিশোধিত বলিয়া দাবীকৃত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেরত প্রদান (Refund) করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর পরিশোধের ছয় মাসের মধ্যে অনুরূপ দাবী উত্থাপন করা না হইলে এই উপ-ধারার অধীন ফেরত প্রদানের দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) Customs Act এর Section 81 মোতাবেক সাময়িক পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে ছয় মাসের মেয়াদ গণনা করা হইবে উক্ত মূল্য সংযোজন কর বা, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের চূড়ান্ত নিরূপণের পর উহার সমন্বয় বিধানের তারিখ হইতে।

৬৭। ফেরৎ প্রদান (Refund)।— (১) যদি কোনো কারণে সরকারকে বেশি রাজস্ব প্রদান করা হয়; তাহলে তা ফেরৎ নেয়া যাবে। ভুলক্রমে বা অন্য কোন কারণে অনেক সময় সরকারী খাতে বেশি রাজস্ব পরিশোধ করা হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ফেরৎ প্রদানের বিধান আছে। এই ধারা এবং বিধি ৩৪ক-তে এ সংক্রান্ত বিধান লিপিবদ্ধ আছে। এ দুটি ধারা ও বিধি একসাথে পড়তে হবে।

শর্ত: তবে, ফেরৎ গ্রহণের জন্য উক্ত অর্থ জমা প্রদানের ৬ (মাসের) মধ্যে আবেদন করতে হবে। ৬ মাসের মধ্যে আবেদন করা না হলে ফেরৎ পাওয়া যাবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, ফেরৎ দাবি উদ্ভব হওয়ার পর চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে উক্ত অর্থ সমন্বয় করা যায়। এভাবে সমন্বয় করে নেয়া অধিকতর সহজ। যারা চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করে এবং দাখিলপত্র দাখিল করে তারা খুব সহজেই এভাবে ফেরতযোগ্য অর্থ সমন্বয় করে দিতে পারে। তবে, কত দিনের মধ্যে এভাবে চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করা যাবে তা আইন, বিধি বা কোন আদেশে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। আমার অভিমত হলো রেয়াত নেয়ার সময়সীমা যেহেতু পরবর্তী দুই কর মেয়াদ, সেহেতু এক্ষেত্রেও পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে সমন্বয় করা যায়। যেহেতু এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই, সেহেতু জমা হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেও সমন্বয় করা যেতে পারে বলে প্রতীয়মাণ হয়। যথাসময়ে সমন্বয় করা না হলে জমা হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ফেরতের আবেদন করতে হবে। বিভাগীয় দপ্তরে "টিআর-৩১" ফরমে ফেরতের আবেদন করতে হবে। শুল্ক ভবনের ক্ষেত্রে শুল্ক ভবনের কমিশনার বরাবরে ফেরতের আবেদন করতে হবে। এ বিষয়ে বিধি ২৩ক-তে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(২) আমদানি পর্যায়ে সাময়িক শুল্কায়নের ক্ষেত্রে; উক্ত চালান চূড়ান্ত শুল্কায়নের পর, শুল্ক-করাদি সমন্বয়ের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাস সময় গণনা করতে হবে। সাময়িক শুল্কায়ন হওয়ার পর চূড়ান্ত শুল্কায়ন করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, সাময়িক শুল্কায়ন হওয়ার বেশ পরে চূড়ান্ত শুল্কায়ন করা হয়। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শুল্কায়ন করার পর শুল্ক-করাদি সমন্বয়ের তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে রিফান্ডের জন্য আবেদন করা যাবে।

৬৮। আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ড্র ব্যাক।— Customs Act-এর Chapter VI এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, সহজে সনাক্ত করা যায় এইরূপ কোন পণ্য বাংলাদেশে আমদানিকালে উহার উপর মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করিয়া বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে অথবা কোন বিদেশ গমনকারী যানবাহনে খাদ্য সামগ্রী বা রসদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য রপ্তানি করা হইলে উহার উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, ড্র-ব্যাক হিসেবে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৬৮। আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ড্র-ব্যাক।— আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি করা হলে উক্ত পণ্যের ওপর পরিশোধিত শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণ প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে রপ্তানি করা ছাড়াও যদি বিদেশ গমনকারী যানবাহনে খাদ্য সামগ্রী বা রসদ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সরবরাহ করা হয়, তাহলে উক্ত সরবরাহ রপ্তানি বলে গণ্য হবে এবং উক্ত রপ্তানির ওপর প্রত্যর্পণ প্রদান করা হবে।

৬৯। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহৃত পণ্য বাবদ ড্র-ব্যাক।— ধারা ৬৮ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে পণ্য আমদানি এবং পরবর্তীতে রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই পণ্য সম্পর্কিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, ড্র-ব্যাক হিসেবে তদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হইবে।

৬৯। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহৃত পণ্য বাবদ ড্র-ব্যাক।— কোন পণ্য আমদানি করে পরবর্তীতে রপ্তানি করা হতে পারে। আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত পণ্যের সাথে প্রয়োজনে অন্য কোন পণ্য ব্যবহার করা হতে পারে। উক্ত মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহৃত পণ্য রপ্তানি বলে গণ্য হবে বিধায় উক্ত পণ্যের ওপর শুল্ক-করাদি ড্র-ব্যাক বা ফেরৎ নেয়া যাবে।

৭০। যে ক্ষেত্রে কোন ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হইবে না।— ধারা ১৩ এর বিধান ক্ষুণ্ণ না করিয়া এবং ৬৮ এবং ৬৯-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Customs Act- এর section 39- এর শর্তাবলি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে ক্ষেত্রে কোনো ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হইবে না।

৭০। যে ক্ষেত্রে কোনো ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হইবে না।— যে পণ্য বিল-অব-এক্সপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি সে পণ্যের ওপর ড্র-ব্যাক পাওয়া যাবে না। যদি এক চালানে ১০০ (একশত) টাকার কম ড্র-ব্যাক পাওনা হয়, তাহলে উক্ত ১০০ টাকার কম ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা যাবে না। এবং রপ্তানির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আবেদন করা না হলে ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা যাবে না।

৭০ক। মূল্য সংযোজন কর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইত্যাদি।— বোর্ড, প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি আদায় সাপেক্ষে, মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন, দাখিলপত্র, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কর পরিশোধসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন কার্য সম্পাদন, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, ইত্যাদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে পারিবে।

৭০ক। মূল্য সংযোজন কর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইত্যাদি।— বোর্ড বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারীর নিকট থেকে ফী নিয়ে সেবা প্রদানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সকল কাজ

সম্পাদন করতে হবে। এ সকল কাজ হলো: ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, দাখিলপত্র গ্রহণ, ট্রেজারী চালানোর মাধ্যম ব্যতীত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কর পরিশোধ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং অন্য কোন কাজ। উল্লেখ্য, ভ্যাট প্রশাসনে যথেষ্ট সংখ্যক জনবল না থাকায় এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ জনবল না থাকায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং করদাতাদেরকে সেবা প্রদানে ভ্যাট প্রশাসন যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাছাড়া, বিশ্বব্যাপী বর্তমানে জনপ্রশাসনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে এই বিধান ভ্যাট আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, এখনও আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে।

৭১। করণিক ক্রটি সংশোধন, ইত্যাদি।— সরকার, বোর্ড বা কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন কৃত বা প্রদত্ত কোন কর নিরূপণ, ন্যায়-নির্ণয়ন, সিদ্ধান্ত বা আদেশে কোন করণিক বা গাণিতিক ভুল বা ক্রটি থাকিলে সরকার, বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কিংবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যে কোন সময় উক্ত ভুল বা ক্রটি সংশোধন করিতে পারিবেন।

৭১। করণিক ক্রটি সংশোধন, ইত্যাদি।— নথিতে বা কোনো আদেশে বা সিদ্ধান্তে কোনো করণিক ক্রটি থাকলে তা যে কোনো সময় সংশোধন করা যাবে। করণিক ক্রটি হলো এমন যে, কোনো যোগ করতে ভুল হয়েছে বা কোনো অংক লিখতে ভুল হয়েছে ইত্যাদি। যিনি ভুল করেছেন তিনি নিজে সংশোধন করতে পারবেন বা তার স্থলাভিষিক্ত কোন কর্মকর্তা সংশোধন করতে পারবেন।

৭১ক। সরকারী পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা।— যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ বা অন্য কোন কারণে এইরূপ নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক কর কিংবা আরোপিত কোন অর্থদণ্ড কিংবা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে সম্পাদিত কোন মুচলেকা বা অন্য কোন দলিলের অধীনে দাবীকৃত কোন অর্থ এই আইনের ধারা ৫৬ এর অধীনে আদায় করা সম্ভব নয়, সেই ক্ষেত্রে সরকার উক্ত সরকারী পাওনা অবলোপন (Write off) করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারি পাওনা অবলোপনের পর যদি প্রমাণ থাকে যে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তি নূতনভাবে উদ্ভব হইয়াছে বা ইতিপর্বে সরকারি অর্থের দায়-দেনা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বীয় সম্পত্তি অসৎ উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির ওপর সরকারি পাওনা আদায়ের নিমিত্তে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হইবে এবং তাহা এমনভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন নূতনভাবে উদ্ভূত বা অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত সম্পত্তির গ্রহীতার ওপর সরকারি পাওনা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

৭১ক। সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা।— যদি এমন হয় যে কোন প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গেছে বা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং সে কারণে ভ্যাট আইনের অধীন সরকারি কোনো বকেয়া আদায়ের জন্য ধারা-৫৬ এর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা সম্ভব নয়; তাহলে উক্ত বকেয়া সরকারি অপলোপন করে দিতে পারবে।

শর্ত: সরকারি বকেয়া অবলোপনের পর যদি উক্ত ব্যক্তির কোনো সম্পত্তি পাওয়া যায় বা যদি দেখা যায় যে উক্ত ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে দেউলিয়া হয়েছিল; তাহলে উক্ত

সম্পত্তি থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত বকেয়া আদায়যোগ্য হবে। ভ্যাট আইনের অধীনে দীর্ঘদিনের অনেক বকেয়া রয়েছে। এ সকল বকেয়া আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত বকেয়া আদায় করার সম্ভাবনাও প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু বকেয়া সংক্রান্ত হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্মও করতে হচ্ছে। তাই, এরূপ বকেয়া অবলোপন করে দেয়ার জন্য এই বিধান করা হয়েছিল। তবে, আজ পর্যন্ত কোন বকেয়া অবলোপন করা যায়নি।

৭১কক। কর ফাঁকি, আইন লংঘন ইত্যাদির উদঘাটনের জন্য পুরস্কার প্রদান।— এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে, পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান করিতে পারেঃ-

- (ক) এমন কোন ব্যক্তি যিনি এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান লঙ্ঘন করার ব্যাপারে বা তদধীনে আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া বা উহার প্রচেষ্টার ব্যাপারে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করেন; বা
- (খ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা অন্য কোন সরকারী সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি, এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব ফাঁকি বা উহা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বা উক্ত আইনের কোন বিধানের লঙ্ঘন চিহ্নিত বা উদঘাটন করেন এবং যদি উক্তরূপ তথ্য সরবরাহ বা চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটনের ফলে নিম্নরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকেঃ-
 - (অ) যে পণ্য বা অন্য কিছু ব্যাপারে উক্ত কর বা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে বা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে বা আইনের বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে, সেই পণ্য আটক এবং বাজেয়াপ্ত হয়, বা
 - (আ) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে মূল্য সংযোজন কর বা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায় হয়, বা ক্ষেত্রমত, দায়ী ব্যক্তির উপর আরোপিত জরিমানা আদায় হয়, বা
 - (ই) এই আইন বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনের অধীনে দায়ী ব্যক্তি দণ্ডিত হন;
- (গ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী সংস্থা বা সরকারের জন্য কাজ করেন এমন কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য কর দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে আদায় করেন বা আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ সহায়তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৭১কক। কর ফাঁকি, আইন লংঘন ইত্যাদির উদঘাটনের জন্য পুরস্কার প্রদান।— বোর্ড বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুরস্কার দিতে পারবে। উক্ত কাজ হতে হবে রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন ও আদায় সম্পর্কিত। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন:

(ক) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহকারী। রাজস্ব ফাঁকির বিষয়ে যিনি নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করেন।

(খ) কোনো মুসক কর্মকর্তা বা অন্য কোনো সরকারী সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি রাজস্ব ফাঁকি দেয়া বা ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা উদঘাটন করেন এবং যার তথ্য সরবরাহ বা সনাক্তকরণ বা উদঘাটনের ফলে উক্ত পণ্য আটক করা হয় এবং পরবর্তীতে বিচার কার্যক্রম শেষে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং জরিমানা আরোপ করা হয়। বা উক্ত জরিমানা এবং ভ্যাট এবং সম্পূরক গুণক (যদি থাকে) তা আদায় হয়। বা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি দণ্ডিত হন। তাহলে পুরস্কার প্রাপ্য হবে।

(গ) কোন ভ্যাট অফিসার বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী সংস্থা বা সরকারের জন্য কাজ করেন এমন কোন ব্যক্তি যদি ভ্যাট আইনের অধীন আদায়যোগ্য কোন অর্থ অন্য কোনভাবে আদায় করেন

বা আদায়ে সহায়তা করেন তাহলে তিনি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন। পুরস্কার প্রদানের জন্য সরকার বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ দিয়ে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পুরস্কার মঞ্জুরী প্রদান করার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। পুরস্কার পাওয়ার জন্য উক্ত কমিটির কাছে আবেদন করতে হয়। কমিটি বিচার-বিশেষণ করে পুরস্কার প্রদান করে থাকে। কাস্টমস আইন ও আয়কর আইনেও একইভাবে পুরস্কার প্রদান করার বিধান আছে।

৭১খ। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।— কোনো অর্থ বৎসরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি রাজস্ব আহরিত হইলে, বোর্ড উক্ত বেশি পরিমাণ আদায়কৃত রাজস্ব হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি অংশ, বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং বোর্ডের অধীন মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়সমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রণোদনা হিসেবে বেতনস্কেল অনুপাতে প্রদান করিতে পারিবে।

৭১খ। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।— মুসক বিভাগ বার্ষিক ধার্যকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করলে মুসক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সরকার আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অর্থ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে আইনে এই বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। তবে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করলেও নিয়মিতভাবে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে না। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হলেও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়নি।

৭১গ। কর ফেরত প্রদান এবং পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত তহবিল।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নোক্ত তহবিলে সংরক্ষিত অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৮(চ) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত হইবে, যথাঃ-

(ক) কর ফেরত প্রদান তহবিল ; এবং

(খ) পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা তহবিল ।

(২) অর্থ বিভাগ বোর্ডের নিজস্ব খাতের অধীনে নিম্নোক্ত হিসাবসমূহ প্রতিষ্ঠা করিবে, যথাঃ-

(ক) “কর ফেরত প্রদান তহবিল ” যেখানে কর ফেরত প্রদানযোগ্য অর্থ সংরক্ষিত হইবে এবং মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার উক্ত তহবিল হইতে ধারা ৬৭ এর অধীনে পরিশোধযোগ্য কর ফেরত প্রদান করিবেন ; এবং

(খ) “পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা তহবিল ” যেখানে পুরস্কার এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদানযোগ্য অর্থ সংরক্ষিত হইবে এবং উক্ত তহবিল হইতে বোর্ড ধারা ৭১কক এবং ৭১খ এর অধীনে পরিশোধযোগ্য পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত হিসাবসমূহ সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে এপ্রোপ্রিয়েশন আইন (Appropriation Act) এর অধীন বোর্ড এবং মূল্য সংযোজন কর দপ্তরকে প্রদত্ত বাৎসরিক মঞ্জুরী হইতে পৃথক হইবে।

(৪) কর ফেরত প্রদান তহবিলে ঘাটতি হইলে, সংযুক্ত তহবিলের বিপরীতে একটি দায় সৃষ্টির মাধ্যমে উহা পরিশোধ করিতে হইবে এবং ফেরত প্রদানযোগ্য অর্থের জন্য তহবিলের হিসাব গণনা ব্যবহৃত শতকরা হার বৃদ্ধি করিয়া উহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) কর ফেরত প্রদান তহবিলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অনুমিত কর ফেরত দাবী মিটাইবার জন্য আবশ্যিকীয় পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হইলে, রিজার্ভের পরিমাণ প্রয়োজনীয় স্তরে নামিয়া না আসা পর্যন্ত আর কোন অর্থ মোট দৈনিক কর রাজস্ব হইতে পৃথক করিয়া রাখা যাইবে না।

(৬) কোন অর্থ বৎসরের শেষে পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা তহবিলে কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকিলে উহা সংযুক্ত তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে, যদি না উক্ত অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর অনূন ৩ (তিন) মাসের কম সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ বৎসরে এই আইনের আওতায় কর আদায়ের বিষয়ে পুরস্কার হিসাবে উহা পরিশোধিত হয়।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে-

(ক) “কর ফেরত প্রদান তহবিল” বলিতে কোন অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য সকল ফেরত দাবী মিটাইবার লক্ষ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত এই আইনের অধীন আদায়কৃত সর্বমোট কর রাজস্বের নির্ধারিত শতাংশ হারে হিসাবকৃত অর্থকে বুঝাইবে; এবং

(খ) “পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা তহবিল” বলিতে এই আইনের অধীন আদায়কৃত সর্বমোট কর রাজস্বের শূন্য দশমিক এক শতাংশ (এক শতাংশের একদশমাংশ) পরিমাণ অর্থ-কে বুঝাইবে।

৭১গ। কর ফেরত প্রদান এবং পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত তহবিল।— ফেরত প্রদান, পুরস্কার প্রদান এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য সরকার আলাদা তহবিল গঠন করতে পারবে। অর্থ আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে এই বিধান আইনে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। কিন্তু এ সংক্রান্ত তহবিল গঠন করা হয়নি। বর্তমানে রিফান্ড প্রদান করতে হলে যে দপ্তর রিফান্ড করবে উক্ত দপ্তরে রিফান্ড খাতে আর্থিক বরাদ্দ থাকতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, আর্থিক বরাদ্দ না থাকার কারণে রিফান্ড প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে, রিফান্ড দাবীদার ক্ষতিগ্রস্ত হন। পুরস্কারের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়। তাই, এসকল বিষয়ে আলাদা তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছিল যাতে ফেরৎ প্রদান, পুরস্কার প্রদান এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে উক্ত আলাদা তহবিল থেকে উহা প্রদান করা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, এরূপ তহবিল এখনও গঠন করা হয়নি।

৭২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— (১) এই আইনে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন এবং প্রণীত বিধির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নিরূপণ, ধার্যকরণ ও আদায়করণ এবং উক্তরূপ ধার্যের জন্য মূল্য নির্ধারণ, মূল্য ঘোষণা ও ঘোষিত মূল্য যাচাই বাছাইকরণ প্রক্রিয়া, উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ এবং এই আইনের অধীন দায়িত্বসমূহ পালনকারী কর্তৃপক্ষসমূহ নির্ধারণ;

(খ) মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য উহার উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণের স্থান বা ব্যবসায় স্থল হইতে অপসারণ ও পরিবহন;

- (গ) এই আইনের অধীন কোন বিধির প্রয়োগের তদারকীর জন্য সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগ;
- (ঘ) করযোগ্য পণ্য, অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য এবং উক্তরূপ পণ্যসমূহ প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে বা সরবরাহে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনের স্থানে বা ব্যবসায় স্থলে পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষণ;
- (ঙ) করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ;
- (চ) করযোগ্য পণ্য কেবল নির্ধারিত মোড়ক, থলিয়া বা কোষে সরবরাহকরণ এবং যে মোড়ক, থলিয়া বা কোষে উহা সরবরাহ করা হয় তাহাতে উহার খুচরা মূল্য মুদ্রণ, উৎকীর্ণকরণ বা বুনন বাধ্যতামূলককরণ;
- (ছ) যে কোন পণ্য সম্পর্কে এই আইন বা কোন বিধি লঙ্ঘন করা হয় তাহার বাজেয়াপ্তকরণ;
- (জ) প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত বা আমদানীকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও উহার পরীক্ষা এবং করযোগ্য পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন পরিদর্শন, তল্লাশি ও আটক;
- (ঝ) পণ্য বা সেবা রপ্তানি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পদ্ধতি;
- (ঞ) এই ধারার অধীন প্রণীত কোন বিধি হইতে উদ্ভূত কোন বিষয় সম্পর্কে লিখিত নির্দেশ প্রদানের জন্য কমিশনার, মূল্য সংযোজন করকে ক্ষমতা প্রদান;
- (ট) ধারা ৭১কক এর বিধান অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান।
- (ঠ) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিতে বোর্ড এইরূপ বিধান করিতে পারিবে যে কোন বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি, এই আইনের অধীনে তাহার বিরুদ্ধে অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের অনূর্ধ্ব দেড়গুণ পরিমাণ অর্ধদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত লঙ্ঘন যে পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত হয় উহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৭২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— আইনে সাধারণত: মূল বিষয়সমূহ (substantive matters) অন্তর্ভুক্ত থাকে। মূল বিষয়সমূহ হলো ঐ সকল বিষয় যা সাধারণত: পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। যেমন: ভ্যাট আইনে মূল বিষয় হলো ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ, মূল্য অনুমোদন করবেন বিভাগীয় কর্মকর্তা, আপীল করতে হলে ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে ইত্যাদি। যেহেতু আইন সংশোধন করে জাতীয় সংসদ; আর যেহেতু জাতীয় সংসদ সব সময় অধিবেশনে থাকে না; তাই, যে সকল বিষয় সচরাচর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না, সে সকল বিষয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর অন্যান্য বিষয়সমূহ (subsidiary matters) বিধি, প্রজ্ঞাপন, আদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে জারি করা হয়। অধিকাংশ আইনেই উক্ত আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ভ্যাট আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৭২ এ যে সকল বিষয় উল্লেখ আছে সে সকল বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। এ সকল বিষয়ের বাইরেও ভ্যাট আইন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। ধারা ৬৫ এবং বিধি ৩৮ এখানে প্রাসঙ্গিক। উক্ত ধারা এবং বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৭২ক। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।— (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৭২ক। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।— সরকার মূল্য সংযোজন কর আইনের একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করবে মর্মে এখানে উল্লেখ আছে। বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে অর্থের তারতম্য হলে বাংলা আইনের অর্থ প্রাধান্য পাবে। উল্লেখ্য, সরকার আজ পর্যন্ত ভ্যাট আইনের কোন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজন ভ্যাট আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এনজিও, বিদেশী সংস্থা, সিএ ফার্ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে ইংরেজি অনুবাদের চাহিদা রয়েছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা ভ্যাট আইনের একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। গ্রন্থটির শিরোনাম “Value Added Tax System of Bangladesh: Act, rules and prodedures”.

৭৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (Business Turnover Tax Ordinance, 1982 (XVII of 1982) এবং Sales Tax Ordinance, 1982 (XVIII of 1982), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশগুলি বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত অধ্যাদেশগুলি উক্তরূপে রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত অধ্যাদেশগুলির অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, যতদূর পর্যন্ত উহা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হয় ততদূর পর্যন্ত, ইতিমধ্যে কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ না করিয়া এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) উক্ত অধ্যাদেশগুলির অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) উক্ত অধ্যাদেশগুলির কোন একটির দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোন কর বা ফিস বা অন্য কোন পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে, অনাদায়ী থাকিলে উহা উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী আদায় করা হইবে, যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

(৩) মূল্য সংযোজন কর অধ্যাদেশ, ১৯৯১ (অধ্যাদেশ নং ২৬, ১৯৯১) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন-

(ক) কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ ও জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।— কোন আইন প্রবর্তনের সময় উক্ত আইনের পূর্ববর্তী আইন বাতিল করতে হয়। পূর্ববর্তী আইন বাতিল করা হলেও পূর্ববর্তী আইনের অধীন গৃহীত অনেক কাজ অসম্পাদিত থাকে। পূর্ববর্তী আইনের অধীন গৃহীত পদক্ষেপ নতুন আইনের অধীন গৃহীত হয়েছে বিবেচনা করে কার্যক্রম নিতে হয়। তাছাড়া, পূর্ববর্তী আইনের অধীন বিধি, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি জারি করা থাকে। উক্ত আদেশ-নির্দেশ একবারে বাতিল করা হলে পদ্ধতিগত কাজ-কর্ম সম্পাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই, উক্ত আদেশ-নির্দেশ একবারে বাতিল করা হয় না। নতুন আইনের অধীনে সেগুলো জারি করা হয়েছে মর্মে বিবেচনা করা হয়। নতুন আদেশ-নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ উক্ত আদেশ-নির্দেশ অনুসারেই সম্পাদিত হতে থাকে। ভ্যাট আইনেও সেরূপ করা হয়েছে। ধারা ৭৩ এ সে বিষয়ের বিধান বর্ণিত হয়েছে।